আনওয়ারে শারীআত
এর
বঙ্গানুবাদ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

সংকলক
মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০
জেলা-মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

৭৮৬/৯২

আনওয়ারে শারীআত

এর

বঙ্গানুবাদ

-ঃ মূল লেখক ঃ-

মুফতী জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী

-ঃ অনুবাদক ঃ-

মুফতী গোলাম সামদানী রেজবী

ইসলামপুর, কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ

মোবাইল-৯৭৩২৭০৪৩৩৮/৯৭৩৩৫০৩৮৯৫

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০

জেলা- মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

মোবাইল-৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০, জেলা- মালদহ
(পঃবঃ) পিন-৭৩২২০১, মোবাইল-৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

৪র্থ সংস্করণ ঃ ১লা জানুয়ারী ২০১২

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র

অক্ষরবিন্যাসে ঃ নূর কম্পিউটার প্রেস
গুপ্ত মার্কেট (দ্বিতল), পাঁচতলা মসজিদের সামনে
কালিয়াচক, মালদা। মোবাইল-৯৭৩৩৩০১০২২

-ঃ ব্যবস্থাপনায় ঃ-

মোঃ রেজাউল আলাম চিশ্‌তী
সাঃ ও পোঃ বাহাদুরপুর, কালিয়াচক,
জেলা- মালদহ (পঃবঃ) পিন-৭৩২২০১,
মোবাইল-৯৫৯৩৯০১০৮৯,৯৭৩৪১৬৬৪৩৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীসের আলোকে হানিফী মাজহাব	A
ইমাম আবু হানীফা	A
বোখারী পড়ুন কিন্তু বিভ্রান্ত হইবেন না	B
ইমাম বোখারী কোন্ মাজহাব অবলম্বী ছিলেন?	C
হাদীসের আলোকে নামায পড়ুন	D
নামাযে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে	D
নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত	E
নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ' আস্তে পাঠ করিতে হইবে	E
ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা নাজায়েয	E
'আমীন' আস্তে বলিতে হইবে	F
রাফ্‌য়ে ইয়াদাইন করিতে হইবে না	G
বিতির তিন রাকআত	H
তারাবীহ কুড়ি রাকআত	I
কুড়ি রাকআতের উপর সাহাবিদিগের ইজমা	I
আল্লাহ্ তাআলা	১
ফিরিশ্‌তাহ	১
আল্লাহ্ তাআলার কিতাব	২
রাসূল এবং নবী	৩
আমাদের নবী	৩
ক্বিয়ামতের বিবরণ	৫
তাক্বদীরের বিবরণ	৬
মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া	৬
শির্ক ও কুফরের বিবরণ	৭
বিদআতের বিবরণ	৮
ওযূর বিবরণ	১০
গোসলের বিবরণ	১২
তায়াম্মুমের বিবরণ	১৪
ইস্তেঞ্জার বিবরণ	১৬
পানি এবং পশুর ঝুটার বিবরণ	১৬
কুঁয়ার বিবরণ	১৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাপাকের বিবরণ	১৯
হায়েয, নিফাস ও জানাবাতের বিবরণ	২০
নামাযের সময়ের বিবরণ	২২
মাকরুহ্ সময়ের বিবরণ	২৩
আযান ও ইকামাতের বিবরণ	২৪
আযানের পরের দূআ	২৫
রাকআতের সংখ্যা এবং নিআতের বিবরণ	২৬
নামায পড়িবার নিয়ম	২৯
নামাযের পরের দূআ	৩২
মহিলাদের নামাযের বিশেষ মসলা	৩৩
নামাযের শর্তবলী	৩৩
শরীয়তের প্রচলিত শব্দের বিবরণ	৩৪
নামাযের ফরয	৩৫
নামাযের অয়াজিব	৩৬
নামাযের সুন্নাত	৩৭
ক্বিয়ামতের বিবরণ	৩৮
জামাআত ও ইমামাতের বিবরণ	৩৯
নামায ভঙ্গকারী জিনিষ	৪২
নামাযের মাকরুহ	৪৩
বিতিরের বিবরণ	৪৪
সুন্নাত ও নফলের বিবরণ	৪৫
তাহীয়াতুল ওযূ	৪৬
ইশরাকের নামায	৪৬
চাশ্তের বিবরণ	৪৭
তাহাজ্জুদের নামায	৪৭
সলাতুত তাসবীহ	৪৭
হাজাতের নামায	৪৮
তারাবীহ নামাযের বিবরণ	৪৮
কাযা নামাযের বিবরণ	৫০
সাজদায়ে সাহু'র বিবরণ	৫২
অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিবরণ	৫৬
সাজদায়ে তিলাওয়াতের বিবরণ	৫৭
মুসাফিরের নামাযের বিবরণ	৫৯
জুমআর বিবরণ	৬১
ঈদ্ ও বক্রা ঈদের বিবরণ	৬৪
ক্বোরবানীর বিবরণ	৬৬
আক্বীকার বিবরণ	৬৮
জানাযার নামাযের বিবরণ	৬৯
যাকাতের বিবরণ	৭১
উশুরের বিবরণ	৭২
যাকাতের মাল কাহাদের প্রতি খরচা করা হইবে	৭৩
সাদ্ক্বায়ে ফিতিরের বিবরণ	৭৫
রোযার বিবরণ	৭৫
রোযা ভঙ্গকারী ও অভঙ্গকারী জিনিষগুলির বিবরণ	৭৭
রোযার মাকরুহ জিনিষের বিবরণ	৭৮
বিবাহের বিবরণ	৭৮
বিবাহ পড়াইবার নিয়ম	৭৯
তালাক্বের বিবরণ	৮০
ইদ্দাতের বিবরণ	৮০
খাইবার বিবরণ	৮১
পান করিবার বিবরণ	৮২
পোষাকের বিবরণ	৮২
সিংগার করিবার বিবরণ	৮২
শয়ন করিবার বিবরণ	৮৩
ফাতিহার সহজ নিয়ম	৮৩
প্রথম কালেমায়ে তাইয়েবা	৮৪
দ্বিতীয় কালেমায়ে শাহাদাৎ	৮৪
তৃতীয় কালেমায়েতামজীদ	৮৪
চতুর্থ কালেমায়ে তাওহীদ	৮৫
পঞ্চম কালেমায়ে রদ্দে কুফর	৮৫
ঈমানে মুজ্মলমাল	৮৫
ঈমানে মুফাস্সাল	৮৫
দরুদশারীফ এবং উপকারী দুআ	৮৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

(অনুবাদকের কলমে)

হাদীসের আলোকে হানিফী মাজহাব

কোরআন ও হাদীসের অতল সমুদ্র হইতে মাসআলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এমনকি বড় বড় মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরের পক্ষেও সম্ভব নয়। এক কথায় 'মুজতাহিদে মুতলাক' অর্থাৎ সয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছাড়া কেহ কোরআন হাদীস হইতে সরাসরি মসআলা বাহির করিতে পারিবেন না। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এই চারজন ইমাম ছিলেন সয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ। কোরআন ও হাদীস সহজ সরল ভাবে বুঝিবার জন্য এই চারজন ইমামের মধ্যে কোন একজনের মত ও পথকে অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদিগকে হানাফী, যাহারা ইমাম মালিকের মতালম্বী তাহাদিগকে মালিকী, অনুরূপ যাহারা ইমাম শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে অনুস্বরণ করিয়া চলে তাহাদিগকে শাফয়ী ও হাম্বালী বলা হইয়া থাকে। এই চার মাজহাব হইল 'আহলে সুন্নাত'। যাহারা চার মাজহাবের বাহিরে চলিবে তাহারা বেদআতী ও জাহান্নামী। (তাহতাবী, সংগৃহীত ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ৫ম খঃ ১৩৭ পৃঃ)

ইমাম আবু হানিফা

বর্তমান ইরাকের 'কুফা' নামক স্থানে ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ ৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (নুজহাতুলাকারী শাহরে বোখারী ১ম খঃ ১১০ পৃঃ) আল্লামা শিবলী নোমানী 'সীরাতুন্নোমান' ১ম খঃ ১৬ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরীতে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। (জামেইল উসুল, বাশীরলকারী শারহে বোখারী ৬৫ পৃঃ) তিনি হাদীস শাস্ত্রের সমুত্রতুল্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার থেকে চার হাজার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার উস্তাদ হাম্বালের নিকট হইতে দুই হাজার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুই হাজার হাদীস অন্য শায়েখদিগের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। (মোকাদ্দামায় মোসনাদে ইমাম আজম ২২পৃঃ) আল্লামা আবীদুস্ সিন্ধী ইমাম আজমের পাঁচশত তেইশটি হাদীস সংকলন করিয়াছিলেন। যাহা 'মোসনাদে ইমাম আজম' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। পাক ভারত উপমহাদেশে প্রায় সমস্ত দারসে নিজামী মাদ্রাসায় উহা পড়ানো হইয়া থাকে। তিনি কয়েকজন

সাহাবার সহিত সাক্ষাত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যাহা অন্য কোন ইমামের সৌভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার যুগে ১৮ জন সাহাবী জীবিত ছিলেন। (শামী ১ম খঃ ৬৪ পৃঃ) তিনি কোরআন, হাদীস হইতে গবেষণামূলক বারো লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। (সীরাতুন্নোমান ১ম খঃ ১৯৯ পৃঃ)

বোখারী পড়ুন কিন্তু বিভ্রান্ত হইবেন না

ওহাবী সম্প্রদায় হানাফী মাজহাবের ঘোর শত্রু। বর্তমানে উহারা জামাআতে ইসলামী ও তাবলিগী জামাআত প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া হানিফীদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। উহারা বলিয়া থাকে যে, ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরআন ও হাদীস যথেষ্ট। আবার একাংশ সাধারণ মানুষ বোখারী বঙ্গানুবাদ পড়িয়া গোমরাহ হইতেছে। - কোরআন হাদীস বুঝিবার জন্য যথেষ্ট। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরআন, হাদীস বুঝিবার জন্য সাধারণ মানুষের বিবেক যথেষ্ট নয়। বোখারীর মধ্যে গোমরাহী নাই। কিন্তু বোখারীর বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া কিছু সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইতেছে। কারণ, বোখারীর মধ্যে হানাফী মাজহাব বিরোধী বহু হাদীস রহিয়াছে। - জানিয়া রাখা উচিৎ যে, ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৭০ অথবা ৮০ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল ১৫০ হিজরীতে হইয়াছিল। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর অতি নিকটবর্তী যুগের ছিলেন। তাঁহার পক্ষে হাদীস সংগ্রহ করা যত সহজ ছিল, ইমাম বোখারীর পক্ষে হাদীস সংগ্রহ করা তত সহজ ছিল না। ইমাম আবু হানিফা যখন পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করতঃ জগৎবাসীকে চার হাজার হাদীস ও বারো লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা উপহার দিয়া বিদায় লইয়াছেন। তখন পর্যন্ত ইমাম বোখারী পৃথিবীতে পদার্পণ করাত্রে দূরের কথা, মায়ের পেটে নয় বাপের পিষ্ঠে পর্যন্ত আসিয়াছিলেন না। কারণ তাঁহার জন্ম ২০৪ হিজরীতে হইয়াছিল। (জা-আল্-হাক্ব ২য় খঃ ৯ পৃঃ) অবশ্য 'জাফরুল মোহাস্‌সিলীন বে আহওয়ালিল মোসান্নেফীন' কিতাবে ৯৭ পৃষ্ঠায় এবং 'নুজহাতুল কাবীর ১ম খঃ ৫০ পৃঃ ১৯৮ হিজরীতে ইমাম বোখারী জন্ম হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফার বহু ছাত্র, যথা- মক্কীবিন ইব্রাহীম, মৌলা বিন ম্যানসুর ও ইয়াহ্ ইয়া বিন সাইদুল কাত্তান ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। (জাফরুল মোহাস সিলীন ৯৮ পৃঃ)- প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা যত কম হইবে হাদীসের গুরুত্ব ততই

বেশি হইবে। বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র বাইশটি সোলাসী হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইমাম বোখারী ও হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের মাঝখানে মাত্র তিনজন বর্ণনাকারীর হাদীসকে 'সোলাসী' বলা হইয়া থাকে। যাইহোক বোখারীর মধ্যে এই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ সোলাসী হাদীস মাত্র বাইশটি বর্ণিত হইয়াছে। আবার মজার কথা ইহাই যে, ঐ বাইশটির মধ্যে কুড়িটি হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন হানিফী। চিন্তার বিষয় যে, ইমাম বোখারীর গৌরবময় হাদীসের সংখ্যা যেখানে মাত্র ২২টি। সেখানে ইমাম আবু হানিফার 'সোলাসী' হাসীসের সংখ্যা অগণিত। - ওহাবী, লা-মাজহাবী সম্প্রদায়ের একটি বিভ্রান্তিকর উক্তি হইল যে, একমাত্র বোখারী ছাড়া কোন হাদীস সহী নয়। ইহাতে বহু হানফী বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, একমাত্র বোখারী শরীফের মধ্যেও বহু হাদীস দুর্বল রহিয়াছে। অবশ্য অন্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় বোখারীর মধ্যে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা কম। যাইহোক বোখারীর মধ্যে দুর্বল হাদীস থাকুক অথবা নাই থাকুক, ইহাতে হানাফীদিগের বিভ্রান্ত হইবার কোন কারণ নাই। ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত মসলা বলিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে কোন সহী হাদীস রহিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার বিষয়। আরো জানিয়া রাখা উচিত যে, ইমাম আবু হানিফা যে হাদীসটি 'সহী সানাদে' অর্থাৎ সঠিক সূত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই হাদীসটি ইমাম বোখারীর নিকটে কয়েক যুগ পরে পৌঁছিয়াছে। যাহার কারণে বর্ণনাকারীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। হইতে পারে যে, ইমাম বোখারী কোন বর্ণনাকারীর চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে উক্ত হাদীসকে দুর্বল বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব কোন হাদীস সম্পর্কে ইমাম বোখারী দুর্বল বলিয়া দিলে হানাফীদিগের কিছু যায় আসে না। ইমাম বোখারী এক লক্ষ সহীহ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজারের মত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার বলুন, বোখারীর মধ্যে যে হাদীসটি নাই, তাহা দুর্বল অথবা মানা চলিবে না বলা মুর্খামি নয়?

ইমাম বোখারী কোন মাজহাব অবলম্বী ছিলেন?

সিহা সিত্তার প্রত্যেক ইমাম মুকাল্লিদ ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে 'মালিকী' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। (জাফরুল মুহাস্‌সিলীন ১০৮ পৃঃ) ইমাম আবু দাউদ সম্পর্কে কেহ 'হানিফী আবার কেহ 'শাফয়ী' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (জাফরুল মোহাস্‌সিলীন ১১৩ পৃঃ) মোহাদ্দিস ইবনো মাজা সম্পর্কে শাহ

ওলীউল্লাহ দেহলবী 'হাম্বালী' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী 'শাফয়ী' বলিয়াছেন। (জাফরুল পৃঃ ১২৩) অবশ্য ইমাম বোখারী সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা তাকীউদ্দিন সুবকী ও হাফেজ ইবনো হাজার ইমাম বোখারীকে 'শাফয়ী' বলিয়াছেন। (জাফরুল পৃঃ ১০১) অনুরূপ আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাস্তালানীও 'শাফয়ী' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। (কাস্তালানী ১ম খঃ ৩১ পৃঃ) আবুল হাসান ইবনুল ইরাকী উহাকে 'ছাম্বলী' বলিয়াছিলেন। (নুজহাতুল কারী ১ম খঃ পৃঃ ৭১) কিন্তু আল্লামা শামী ইমাম বোখারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (উকুদুল্লায়ী ফি মোসনাদি আওয়ালী) যাইহোক, ইমাম বোখারী মুদতাহিদ হইবার কারণে যদি কোন ইমামের অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তাহা বর্তমান যুগে কাহারো জন্য দলীল হইতে পারে না।

হাদীসের আলোকে নামায পড়ুন

মুকাল্লিদের জন্য মসলা মানিয়া চলা জরুরী। হাদীস অনুসন্ধান করা জরুরী নয়। বর্তমানে জামাআতে ইসলাম ও তাবলিগী জামাআত প্রভৃতি ফিরকার প্রভাবে ও প্ররোচনাতে হানাফীরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। জামায়াতে ইসলাম প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাবের বিরোধিতা করতঃ বলিতেছে যে, ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরআন হাদীস যথেষ্ট এবং উহারা অপপ্রচার করিতেছে যে, হানাফীরা হাদীস মানে না। কেবল ইমাম আবু হানিফার কথামত চলিয়া থাকে। তাবলিগী জামাআত প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাবের প্রতিবাদ না করিলেও পরোক্ষে চরম বিরোধিতা করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশ আলেমেরা নামাযে কান পর্যন্ত হাত না উঠাইয়া মহিলাদর মত কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলিতেছে। আবার নাভীর নিচে হাত না বাঁধিয়া নাভীর উপর হাত বাধিতেছে। এই প্রকারে শত শত মসলাতে মাজহাব বিরোধী আমল করিতেছে। তাই সাধারণ হানাফীদিগকে বিভ্রান্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রতি মসলার স্বপক্ষে নমুনা স্বরূপ দুই একটি করিয়া হাদীস প্রদান করিলাম।

নামাযে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে

তাকবীর তাহরীমা বাঁধিবার সময় পুরুষদিগের জন্য কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। - ইমাম আবু হানিফা আসিম হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি অয়েল বিন হাজার হইতে বর্ণনা করিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম (নামায আরম্ভ করিবার সময়) তাঁহার হস্তদ্বয় এত উঁচু করিতেন যে, কানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

লতির সমান লইয়া যাইত। (মোসনাদে ইমাম আজম) - এই প্রকার অর্থ বহনকারী বহু হাদীস বোখারী, মোসলেম ও অন্য কিতাবগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

নামাযে পুরুষের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। - ইবনে আবী শায়েরা সহী সানাদে হযরত অয়েল বিন হাজার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কে দেখিয়াছি, তিনি নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়াছিলেন। (মোসান্নাফে ইবনে আবী শায়েরা) হযরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন। নামাযে নাভীর নিচে এক হাতের উপর অন্য হাত রাখা সুন্নাত। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

নামাযে 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পাঠ করিতে হইবে

ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে। তিনি হযরত আনাস রাদীআল্লাহ আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম, আবু বাকার ও উমার ফারুক 'বিসমিল্লাহ' উচ্চস্বরে পাঠ করিতেন না। (মোসনাদে ইমাম আজম) ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান হইতে, তিনি ইয়াজিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মোবাফ্ফাল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ কোন এক ইমামের পশ্চাতে নামায পড়িলেন। ইমাম উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করিলেন। যখন নামায সমাপ্ত করিলেন। তখন তাহাকে বলিলেন - হে আল্লাহর বান্দা, তুমি তোমার এই গান বন্ধ কর। অর্থাৎ জোরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা ত্যাগ কর। (মোসনাদে ইমাম আজম)।

ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা নাজায়েয

ইমাম আবু হানিফা মুসা হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হইতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ইমাম রহিয়াছে। ইমামের ক্বিরাত তাহারই ক্বিরাত। (মোসনাদে ইমাম আজম) - ইমাম মোহাম্মাদ দাউদ বিন কাইসিল ফার্রা হইতে, তিনি মোহাম্মাদ বিন আজলান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমার ফারুক বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে ক্বিরাত পাঠ করিবে। তাহার মুখেতে পাথর ভরিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। (মোয়াত্তা-এ ইমাম মোহাম্মাদ) - ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা মাকরুহ তাহরিমাহ। যখন ইমাম ক্বিরাত পাঠ করিবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন মুক্তাদীর জন্য শ্রবণ করা ও নিরব থাকা ফরজ। (সূরা আরাফ) সাবধান খুব সাবধান। বোখারীর বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বহু মানুষ গোমরাহ হইতেছে যে, ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ না করিলে নামায হইবে না। জাহেলদের জানিয়া রাখা উচিত যে, বোখারীর হাদীস কোরআনের বিপরীত হইতে পারে না। আর যদি হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইমামের ক্বিরাত শ্রবণ করা ও নিরব থাকা ফরজ এবং হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বলিয়াছেন। অতএব প্রমাণ হইল যে, বোখারী শরীফের হাদীসের প্রকৃত অর্থ ইহাই যে, ইমাম সুরা ফাতেহা পাঠ না করে, তাহা হইলে নামায কামেল হইবে না। অথবা মুসাল্লী যখন একা নামায পড়িবে, তখন সুরা ফাতেহা পাঠ করিতে হইবে। অন্যথায় নামায কামেল হইবে না।

'আমীন' আস্তে বলিতে হইবে

নামাযী ইমাম হউক অথবা মোক্তাদী হউক, একাকী নামায পড়ুক অথবা জামাআতে, ক্বিরাত প্রকাশে পাঠ করুক অথবা গোপনে সর্ব অবস্থায় আমীন আস্তে বলিতে হইবে।

ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদের নিকট হইতে, তিনি ইব্রাহীম নাখয়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম চারটি জিনিস আস্তে বলিবে। আইযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ও আমীন। (কিতাবুল আসার লিল মোহাম্মাদ) - হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন। যখন ইমাম 'আমীন' বলিবে, তখন তোমরা 'আমীন' বলিবে। কারণ যাহার 'আমীন' ফিরিশ্‌তাদিগের আমীনের ন্যায় হইবে তাহার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী) - হযরত অয়েল বিন হাজার বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ দল্লীন' পাঠ করিতে শুনিয়াছি। তারপর তিনি 'আমীন' আস্তে বলিয়াছেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী) - হযরত উমার ও আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির্রাহীম' ও 'আমীন' আস্তে বলিয়াছেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী) - হযরত অয়েল বিন হাজার বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমার ও আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'আমীন' উচ্চস্বরে পাঠ করিতেন না। (তাহাবী শরীফ) - হাদীস শরীফে ফিরিশ্‌তাদিগের আমীনের ন্যায় আমীন পাঠরাকীর গোনাহ ক্ষমা হইবার কথা

বলা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ফিরিশ্‌তাদের আমীন বলা আজ পর্যন্ত কেহ শ্রবণ করেননাই। অতএব যাহারা আমীন আস্তে বলিবে তাহাদের গোনাহ্ ক্ষমা হইবে, আর যাহারা ফিরিশ্‌তাদিগের বিরোধিতা করিয়া আমীন উচ্চস্বরে বলিবে তাহাদের গোনাহ ক্ষমা হইবে না। - 'আমীন' আস্তে বলা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ও সাহাবাদিগের সুন্নাত। হযরত অয়েল বিন হাজারের বর্ণনা হইতে পরিস্কার প্রমাণ হইতেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম 'আমীন' আস্তে বলিতেন। - উচ্চস্বরে 'আমীন' পাঠ করা কোরআন বিরোধী। কারণ, আমীন শব্দটি হইতেছে একটি দুআ । আল্লাহ পাক দুআ সম্পর্কে বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে বিনয়ীর সহিত এবং গোপনে দুআ কর। (সূরা আরাফ) যেহেতু 'আমীন' কোরআনের কোন আয়াত অথবা শব্দ নয়। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম 'আমীন' শব্দটি অহী স্বরূপ আনেন নাই অথবা উহা কোরআনে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সেহেতু সানা, আত্তাহিয়াতু, দরুদে ইব্রাহীমী প্রভৃতির ন্যায় 'আমীন' আস্তে বলা যুক্তি সঙ্গত।

রাফ্‌য়ে ইয়াদাইন করিতে হইবে না

হযরত আলকামা হইতে বর্ণনা হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন। আমি কি তোমাদের সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের নামায পড়াইয়া দিব না? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি নামায পড়াইয়াছিলেন কিন্তু একবারের বেশি হাত উঠান নাই। (আবু দাউদ) - হযরত বারা বিন আজিব রাদীআল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামকে দেখিয়াছি। তিনি নামায আরম্ভ করিবার সময় হাত উঠাইয়াছিলেন। তারপর শেষ পর্যন্ত আর হাত উঠান নাই। (আবু দাউদ) - হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, আবু বাকার ও উমারের পশ্চাতে নামায পড়িয়াছি। তাহারা নামায আরম্ভ করিবার সময় ছাড়া হাত উঠান নাই। (বাইহাকী) - ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে তিনি ইব্রাহীম নাখয়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী অয়েল বিন হাজার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি একজন গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। তিনি ইহার পূর্বে কোন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর সহিত নামায পড়েন নাই। তিনি কি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও তাঁহার সঙ্গীদের থেকে বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন? তিনি স্মরণ রাখিয়াছেন এবং উহারা ভুলিয়া গিয়াছেন?

অর্থাৎ রাফয়ে ইয়াদাইন। (মোসানাদে ইমাম আজাম) - রুকুতে যাইবার সময় ও রুকু হইতে উঠিবার সময় হাত উঠানোকে 'রাফ্‌য়ে ইয়াদাইন' বলা হয়। হানাফীদের জন্য 'রাফ্‌য়ে ইয়াদাইন' করা জায়েয নয়। উল্লেখিত হাদীসগুলি হইতে প্রমাণ হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ও সাহাবাগণ নামায আরম্ভ করিবার সময় ছাড়া 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করিতেন না।

অবশ্য অয়েল বিন হাজার বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে 'রাফ্‌য়ে ইয়াদাইন করিতে দেখিয়াছেন। যদিও তাঁহার দেখা ঠিক নয়। যাহা উল্লেখিত হাদীসে ইব্রাহীম নাখয়ী খণ্ডন করিয়াছেন যে, তিনি (অয়েল বিন হাজার) একজন গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। তিনি হুযূরের পশ্চাতে মাত্র একবার নামায পড়িয়াছেন। তাই তাঁহার ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

বিতির তিন রাকআত

ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ হইতে, তিনি ইব্রাহীম হইতে, তিনি আসওয়াদ হইতে, তিনি হযরত আয়েশা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বিতির তিন রাকআত পড়িতেন। প্রথম রাকআতে 'সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফেরুণ' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করিতেন। (মোসনাদে ইমাম আজম) - হযরত আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এক সালামে তিন রাকআত বিতির পড়িতেন। (নাসায়ী, তাহাবী শারীফ) - হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হইতে বর্ণিতহইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন। রাতের বিতির তিন রাকআত। যেমন দিনের বিতির (তিন রাকআত) মাগরিবের নামায। (বায়হাকী) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বিতিরে 'সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা' ও 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুণ' এবং 'কুলহু আল্লাহু আহাদ পাঠ করিতেন। এক একটি রাকআতে একটি সূরা (তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনো মাজা) - বিতিরের নামায তিন রাকআত অয়াজিব। ওহাবী, লা-মাজহাবী সম্প্রদায় মাত্র এক রাকআত পড়িয়া থাকে। নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করিলাম। যাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বিতির তিন রাকআতই পড়িতেন। এমন কি কোন্ রাকআতে কোন্ সূরা পাঠ করিতেন তাহাও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত হইয়াছে।

তারাবীহ কুড়ি রাকআত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম রমযান মাসে বিনা জামাআতে ২০ রাকআত এবং বিতিরের নামায পড়িতেন। (বায়হাকী শরীফ) - হযরত সায়েব বিন ইয়াজিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উমারের যুগে রমযান মাসে সাহাবীগণ কুড়ি রাকআতের সহিত কেয়াম করিতেন। (বায়হাকী) - হযরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি রামযান মাসে কারীদিগকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে আদেশ করিতেন যে, মানুষকে কুড়ি রাকআত পড়াইবেন। (বায়হাকী) - হযরত ইয়াজিদ বিন রোমান হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উমারের যুগে রমযান মাসে মানুষ তেইশ রাকআত পড়িতেন। উহার মাধ্যে তিন রাকআত বিতির পড়িতেন। (মোয়াত্ত্বা ইমাম মালিক)

কুড়ি রাকআত উপর সাহাবিদের ইজমা

বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমার ফারুক রাদীআল্লাহু আনহু রমযান মাসে সমস্ত সাহাবাদিগকে হযরত উবাই বিন কায়াবের নিকট একত্রিত করিয়াছিলেন। হযরত উবাই তাহাদের লইয়া প্রত্যেক দিন জামাআত সহকারে কুড়ি রাকআত তারাবীহ পড়িতেন। কোন সাহাবা বিপরীত মন্তব্য করেন নাই। অতঃপর কুড়ি রাকআতের উপর সাহাবাদিগের ইজমা হইয়া যায়। (বাদাউস সানায়ে) - আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন। সাহাবাগণ ২০ রাকআত তারাবীহের উপর ইজমা করিয়াছেন। (মিরকাত) অনুরূপ আল্লামা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী বলিয়াছেন। হযরত উমার, উসমান ও আলী রাদীআল্লাহু আনহুমাদিগের যুগে এবং উহাদের পরেও সাহাবাগণ কুড়ি রাকআত তারাবীহ পড়িতেন। (উমদাতুর রিয়াআ) - অত্যন্ত তড়িঘড়ির মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে হাদীসের আলোকে হানাফী ভায়েরা কোন বাতিল ফিরকার প্রভাবে বিভ্রান্ত না হইয়া নিজ মাজহাব অনুযায়ী সমস্ত আরকান ও আহকাম পালন করিবেন।

- গোলাম ছামদানী রেজবী

১৭.১১.১৯৯৩

লাকাল হাম্‌দ ইয়া আল্লাহ

অস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ

আল্লাহ তাআলা

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কেমন ধারণা রাখতে হবে?

উঃ- আল্লাহ তাআলা এক। তাঁহার কোন অংশীদার নেই। তিনিই আসমান ও জমীন এবং সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। তিনিই উপাসনার উপযুক্ত। দ্বিতীয় কেহ উপাসনার উপযুক্ত নহে। তিনি সবার আহার প্রদান করেন। সম্পদ অসম্পদ এবং সম্মান ও অসম্মান সমস্ত তাঁহার অধীনে। যাহাকে ইচ্ছা করেন সম্মান প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন অসম্মান প্রদান করেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম কৌশল, মানুষের জ্ঞানে আসুক অথবা নাই আসুক। তিনি জ্ঞান ও গুণের মালিক। মিথ্যা, চক্রান্ত, আত্মসাৎ, অত্যাচার ও মুর্খামী ইত্যাদি সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র। তাঁহার জন্য কোন দোষ স্বীকার করা কুফরী। অতএব যে এই ধারণা রাখিবে যে, খোদা মিথ্যা বলিতে পারে যে পথভ্রষ্ট ও কুপথগামী।

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলাকে বুড়ো বলা জায়েয আছে কি?

উঃ- আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে এই প্রকার শব্দ বলা কুফরী।

প্রশ্নঃ- কিছু মানুষ বলিয়া থাকে যে, 'উপর ওলা যেরূপ চাইবেন সেরূপ হইবে' আরো বলিয়া থাকে 'উপরে আল্লাহ আছেন, নীচে তুমি আছ' অথবা এই প্রকার বলিয়া থাকে যে, 'উপরে আল্লাহ আছেন, নিচে পাঁচজন রহিয়াছে'।

উঃ- এই সমস্ত বাক্য গোমরাহী। উহা হইতে মুসলমানদিগের দূরে থাকা একান্ত জরুরী।

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলাকে 'আল্লাহ মিঁয়া' বলা উচিৎ অথবা উচিৎ নয়?

উঃ- আল্লাহ মিঁয়া বলা উচিৎ নয়, কারণ নিষেধ আছে।

ফেরেশ্‌তাহ

প্রশ্নঃ- ফেরেশ্‌তাহ কি জিনিষ ?

উঃ- ফেরেশ্‌তাহ মানুষের ন্যায় একটি মাখলুক। কিন্তু উহা নূর হইতে সৃজন করা হইয়াছে। উহা পুরুষ নন, মহিলাও নন, না কিছু খাইয়া থাকেন না কিছু পান করিয়া থাকেন। আল্লাহ তাআলা উহাদের উপর যত কর্ম অর্পন করিয়াছেন, উহাতে লিপ্ত থাকেন। কিছু ফিরিশ্‌তা মানুষের ভাল-মন্দ কর্ম লিখিবার জন্য নিযুক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছেন। যাহাদিগকে 'কিরামান কাতেবীন' বলা হইয়া থাকে। কিছু ফেরেশ্‌তা কবরে মাইয়াতকে প্রশ্ন করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। যাহাদিগকে 'মুন্‌কার নাকীর' বলা হইয়া থাকে। কিছু ফেরেশ্‌তাহ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর দরবারে দরূদ পৌঁছাইবার জন্য নিযুক্ত আছেন। উহা ছাড়া আরও বহু কাজ রহিয়াছে। সেগুলি ফেরেশ্‌তাহগণ করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে চারজন ফেরেশ্‌তাহ খুবই বিখ্যাত। প্রথম হযরত জিব্রাইল আলাইহি অসাল্লাম। যিনি আল্লাহ তাআলার আদেশাবলী নবীগণের নিকট পৌঁছাইতেন। দ্বিতীয় হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম। যিনি ক্বেয়ামত দিবস সিংগারে ফুৎকার দিবেন। তৃতীয় হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম। যিনি পানী বর্ষণ এবং আহার পৌঁছাইবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং চতুর্থ হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম। যিনি মানুষের প্রাণ বাহির করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহা বলিবে 'ফেরেশ্‌তাহ কোন জিনিষ নয়' অথবা ইহা বলিবে যে, 'ফেরেশ্‌তাহ পূণ্যের শক্তির নাম'। তাহা হইলে সে কাফের হইবে। (বাহারে শারীআত)

আল্লাহ তাআলার কিতাব

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলার কিতাবগুলি কত ?

উঃ- আল্লাহ তাআলার ছোট বড় বহু কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। বড় কিতাবকে কিতাব ও ছোটকে সহীফা বলা হয়। উহার মধ্যে চারটি কিতাব খুবই বিখ্যাত। প্রথম তাওরীত। যাহা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় যবুর। যাহা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। তৃতীয় ইঞ্জীল। যাহা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং চতুর্থ ক্বোরআন মাজীদ। যাহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- পূর্ণ ক্বোরআন মাজীদ একসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে অথবা অল্প অল্প ?

উঃ- পূর্ণ ক্বোরআন মাজীদ একসঙ্গে একত্রিত হয়ে অবতীর্ণ হয় নাই। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বৎসর পর্যন্ত কিছু কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- ক্বোরআনের প্রত্যেক সূরার প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী ?

উঃ- হ্যাঁ, ক্বোরআন মাজীদের প্রত্যেক সূরা এবং প্রত্যেক আয়াতের প্রতি ঈমান আনা জরুরী। যদি একটি আয়াতেরও অস্বীকার করিয়া দেয়, অথবা ইহা বলে যে, ক্বোরআন যেমন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এখন তেমন নেই। বরং কম বেশি করা হইয়াছে। তাহা হইলে সে কাফের হইবে। (বাহারে শারীআত)

রাসূল ও নবী

প্রশ্নঃ- রাসূল এবং নবী কে হইয়া থাকেন ?

উঃ- রাসূল এবং নবী আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং মানুষ হইয়া থাকেন। আল্লাহ তাআলা উহাদিগকে মানুষের হিদায়েতের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনিং বান্দা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছাইয়া থাকেন। মু'জিযা দেখাইয়া থাকেন এবং গায়েবের কথা বলিয়া থাকেন। কথনও মিথ্যা বলেন না। তিনি সমস্ত গোনাহ হইতে পবিত্র হন। উহার সংখ্যা কিছু কম ও বেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবী আমাদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম।

প্রশ্নঃ- আমরা হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শকদিগকে নবী বলতে পারি কী?

উঃ- কোন ব্যক্তিকে নবী বলিবার জন্য ক্বোরআন ও হাদীস হইতে প্রমাণ চাই এবং হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শকদিগকে নবী হইবার সম্পর্কে ক্বোরআন ও হাদীস হইতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমরা উহাদিগকে নবী বলিতে পারিব না।

প্রশ্নঃ- নবীর নামের পর 'আঃ' লেখা উচিৎ অথবা উচিৎ নয় ?

উঃ- আলাইহিস সলাতু অস্‌সালাম লিখিতে হইবে, কেবল 'আঃ' লেখা হারাম হইবে।

আমাদের নবী

প্রশ্নঃ- আমাদের নবী কে ? উহার কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

উঃ- আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম। যিনি সোমবার দিন রাবিউল আউঅল মাসের ১২ তারিখ অনুযায়ী ২০শে এপ্রিল

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৭১ খৃষ্টাব্দে মক্কা শরীফে পয়দা হইয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম হযরত আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম হযরত আমীনা (রাদীআল্লাহু আনহুমা) তাঁহার জাহিরী জীবন ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। ৫৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন। তারপর ১০ বৎসর মদীনা শরীফে ছিলেন। হিজরী ১১, রবীউল আউওয়ালের ১২ তারিখ অনুযায়ী ৬৩২ খৃষ্টাব্দে, ১২ই জুন পর্দা করিয়াছেন। তাঁহার মাজার মুবারক মদীনা শরীফে রহিয়াছে। যাহা মক্কা শরীফ হইতে প্রায় ২০০ মাইল অর্থাৎ ৩২০ কিলোমিটার উত্তরে। (ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- আমাদের নবী কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করিবেন?

উঃ- আমাদের নবী সাইয়েদুল আম্বীয়া এবং নবীউল আম্বীয়া অর্থাৎ আম্বীয়ায়ে কিরামগণের সরদার এবং সমস্ত নবীগণ হুযূরের উম্মাৎ। তিনি খাতামুন্নাবীঈন অর্থাৎ তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যে ব্যক্তি তাঁহার পরে নবী পয়দা হওয়া জায়েয ধারণা করিবে, সে কাফের। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট চায় এবং আল্লাহ তাআলা হুযূরের সন্তুষ্ট চান। হুযূরের আনুগত্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিষ তাঁহার নিকট প্রকাশ ছিল। পৃথিবীর প্রতিটি দিক এবং প্রত্যেক কোণায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা হুযূর এই প্রকার দেখিয়া থাকেন, যেমন কেউ নিজের হাতের তালু দেখিয়া থাকে। উপর, নিচে, অগ্র এবং পশ্চাৎ একই প্রকার দেখিতেন। তাঁহার জন্য কোন জিনিষ আড়াল হইতে পারে না। হুযূর জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, জমীনের নিচে কোথায় কি হইতেছে। 'খুশু' যাহা অন্তরের একটি অবস্থার নাম। হুযূর তাহাও দেখিয়া থাকেন। আমাদের চলাফেরা, উঠা, বসা এবং পানাহার ইত্যাদি প্রত্যেক কথা ও কর্ম হুযূর সব সময় অবগত আছেন। (বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- আমাদের নবী কি জীবিত আছেন ?

উঃ- আমাদের নবী এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম জীবিত আছেন। হাদীস শরীফে রহিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন -

"ইন্নাল্লাহা হার্‌রামা আলাল আরদে আনতা'কুলা আজসাদাল আম্বিয়ায়ে নবীউল্লাহে হাইউন ইউরজাকু।"

আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের দেহকে খাওয়া মাটির

উপর হারাম করিয়াছেন। তাহা হইলে আল্লার নবী জীবিত আছেন। আহার প্রদান করা হইয়া থাকে। (মিশকাত শরীফ ১২১ পৃঃ)

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কেরামগণের সম্পর্কে বলিবে যে, "মরিয়া মাটির সহিত মিসিয়া গিয়াছে।" [১] উহার জন্য কি হুকুম রহিয়াছে?

উঃ- এই প্রকার বক্তা পথভ্রষ্ট কুপথগামী বদমাইশ। (বাহারে শরীআত)

ক্বিয়ামতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ক্বিয়ামত কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- ক্বিয়ামত ঐ দিনকে বলা হয়, যেদিন হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম সিংগারে ফুৎকার দিবেন। সিংগার শিংয়ের আকৃতির একটি জিনিষ। যাহার শব্দ শুনিয়া সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত প্রাণী মরিয়া যাইবে। জমীন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য এবং পাহাড় ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। এমন কি সিংহার পর্যন্ত শেষ হইয়া যাইবে এবং ইস্রাফীল আলাইহিস সালামও ধ্বংস হইয়া যাইবেন। এই ঘটনা মুহার্রাম মাসের ১০ তারিখে শুক্রবার হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ক্বিয়ামতের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করিবেন ?

উঃ- যখন পৃথিবীতে পাপ বেশি হইতে থাকিবে, মানুষ হারাম কাজ প্রকাশ্যে করিতে থাকিবে, মাতা-পিতাকে কষ্ট দিবে এবং অপরের সহিত ভালবাসা করিবে, গোচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করিবে, যাকাত প্রদান করা মানুষের উপর কঠিন হইবে, দুনিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে দ্বীনের ইল্ম শিক্ষা করিবে না, গানের প্রচলন বেশি হইয়া যাইবে, বদমাইশ মানুষ সমাজের পথপ্রদর্শক এবং নেতা হইয়া যাইবে, রাখাল ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ অট্টালিকাতে বাস করিতে থাকিবে, তখন জানিয়া নাও যে, ক্বিয়ামত নিকটে আসিয়া গিয়াছে। (মিশকাত শরীফ, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত অস্বীকার করিবে তাহার জন্য কি হুকুম আছে ?

উঃ- ক্বিয়ামত কায়েম হওয়া সত্য। উহা অস্বীকারকারী কাফের। (বাহারে শারীআত)

[১] মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী এই প্রকার শয়তানী কথা বলিয়াছেন। (তাকবীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৪৯) অনুবাদক

তাকদীরের বিবরণ

প্রশ্নঃ- তাকদীর (ভাগ্য) কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- পৃথিবীতে যাহা কিছু হয় এবং বান্দা ভাল-মন্দ যাহা কিছু করে, আল্লাহ তাআলা উহা নিজ জ্ঞান অনুযায়ী প্রথমে লিখিয়া নিয়াছেন। ইহাকে তাকদীর বলা হয়।

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তাআলা কি আমাদের তাকদীরে যাহাকিছু লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা কি তাহাই করিতে বাধ্য ?

উঃ- না, আল্লাহ তাআলার লিখে দেওয়ায় আমরা তাহা করিতে বাধ্য নয়, বরং আমরা যাহা করিবার ছিলাম। আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞানে ঐ প্রকার লিখিয়া দিয়াছেন। যদি কাহার তাকদীরে মন্দ লেখেন, তাহা হইলে এই জন্য যে, সে মন্দকারী ছিল। যদি সে ভাল করিবার হইত, তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা উহার তাকদীরে ভাল লিখিয়া দিতেন। আসল কথা হইল যে, আল্লাহ তাআলার লিখিয়া দেওয়ায় কোন কাজ করিবার জন্য বান্দাকে বাধ্য করা হয় নাই। তাকদীর সত্য। উহা অস্বীকারকারী গোমরাহ ও বদমাঝহাব।

(শারহে ফিকহে আকবার, বাহারে শারীআত)

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া

প্রশ্নঃ- মরণের পর জীবিত হইবার অর্থ কি ?

উঃ- মরণের পর জীবিত হইবার অর্থ ইহাই যে, কিয়ামতের দিন যখন জমীন, আসমান, মানুষ এবং ফেরেশ্‌তাহ ইত্যাদি সমস্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন পুণরায় আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালামকে জীবিত করিবেন। তিনি দ্বিতীয়বার সিংগারে ফুৎকার দিবেন। তখন সমস্ত জিনিষ উপস্থিত হইয়া যাইবে। ফেরেশ্‌তাহ এবং মানুষ ইত্যাদি সমস্ত জীবিত হইয়া যাইবে। মুর্দা নিজ নিজ কবর হইতে উঠিবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। হিসাব নেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের পুরস্কার দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ভালদিগকে জান্নাত দেওয়া হইবে এবং মন্দদিগকে জাহান্নাম দেওয়া হইবে। হিসাব এবং জান্নাত ও দোযখ সত্য। উহা অস্বীকারকারী কাফের।

(বাহারে শারীআত)

শির্ক ও কুফরের বিবরণ

প্রশ্নঃ- শির্ক কাহাকে বলে ?

উঃ- আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ও গুণাবলীতে কাহার অংশীদার করা শির্ক। অস্তিত্বে শরীক করার অর্থ ইহাই যে, দুই অথবা দুয়ের অধিক খোদা স্বীকার করা। যথা, খৃষ্টানরা তিন খোদা মানিয়া মুশরিক হইয়াছে। আর যেমন হিন্দুরা বহু খোদা মানিবার কারণে মুশরিক এবং গুণাবলীতে শরীক করিবার অর্থ ইহাই যে, খোদা তাআলার গুণাবলীর ন্যায় অন্য কাহার জন্য কোন গুণ প্রমাণ করা। যথা, শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার জন্য নিজস্ব ভাবে প্রমাণ রহিয়াছে। কাহার প্রদত্ত নয়। অনুরূপ অন্য কাহার জন্য শ্রবণ এবং দর্শণ ইত্যাদি নিজস্ব স্বীকার করা যে, খোদা প্রদত্ত নহে। উহার এই গুণগুলি নিজ থেকেই রহিয়াছে। তাহা হইলে শির্ক হইবে। আর যদি কাহার জন্য প্রদত্ত স্বীকার করে যে, খোদা তাআলা উহাকে এই গুণগুলি প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে শির্ক নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষের সম্পর্কে বলিয়াছেন। "ফা জাআল নাহু সামীয়ান বাসীরা" অর্থাৎ "আমি মানুষকে শ্রবণকারী ও দর্শণকারী করিয়াছি।" (পারা ২৯ রুকু ১৯)

প্রশ্নঃ- কুফর কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- ইসলামের জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরী। ইসলামের জরুরী বিষয় বহু রহিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি ইহাই। আল্লাহ তাআলাকে এক এবং 'ওয়াজিবুল অজুদ' (অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব অপরের মুখাপেক্ষী নহে।) স্বীকার করা, উহার অস্তিত্বে ও গুণে কাহার শরীক ধারণা না করা, অত্যাচার এবং মিথ্যা ইত্যাদি সমস্ত দোষ হইতে উহাকে পবিত্র স্বীকার করা, উহার ফেরেশ্‌তা এবং উহার সমস্ত কিতাব মান্য করা, কোরআন মজীদের সমস্ত আয়াতকে সত্য ধারণা করা, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এবং সমস্ত নবীগণের নবুওয়াতকে মান্য করা, উহাদের সবাইকে সম্মানিত মনে করা উহাদিগকে খারাপ ও ছোট ধারণা না করা, উহাদিগের প্রতিটি কথা, যাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা সত্য জানা, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে 'খাতামান্নাবীঈন' স্বীকার করা। উহার পর কোন নবীর পয়দা হওয়াকে জায়েয ধারণা না করা, কিয়ামত, হিসাব, কিতাব এবং রোযা এবং হজ্জ ও যাকাতের ফরয হওয়াকে স্বীকার করা, ব্যাভিচার, চুরি এবং মদ্যপান ইত্যাদি অকাট্য হারামের হারাম হওয়া বিশ্বাস করা এবং কাফেরকে কাফের ধারণা করা ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ- কাহার দ্বারা শির্ক অথবা কুফর হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উঃ- তওবা এবং নতুন করিয়া ঈমান আনিবে, স্ত্রী থাকিলে পুনরায় বিবাহ করিবে এবং মুরীদ হইলে পুণরায় বায়েত গ্রহণ করিবে।

প্রশ্নঃ- শির্ক ও কুফর ছাড়া কোন দ্বিতীয় গোনাহ হইয়া গেলে ক্ষমার উপায় কী ?

উঃ- তওবা করিবে, খোদা তাআলার দরবারে কাঁদিবে, বিনয় করিবে, নিজের ভুলের প্রতি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে এবং অন্তরে খাঁটি অঙ্গিকার করিবে যে, আর কোন সময় এই প্রকার ভুল করিব না। কেবল মুখে তওবা বলিয়া নেওয়া তওবা নয়।

প্রশ্নঃ- সমস্ত প্রকার গোনাহ কি তওবায় ক্ষমা হইতে পারে ?

উঃ- যে গোনাহ কোন মানুষের হক্ক নষ্ট করিয়া হইয়াছে। যথা, কাহার মাল কাড়িয়া লইয়াছে, কাহার অপবাদে গিয়াছে অথবা অত্যাচার করিয়াছে। তাহা হইলে ঐ গোনাহগুলির ক্ষমার জন্য জরুরী যে, প্রথমে সেই মানুষের হক্ক ফিরাইয়া দিবে অথবা উহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবে। তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করিবে। তাহা হইলে ক্ষমা হইতে পারে এবং কোন বান্দার হক্ক নষ্টের সহিত যে গোনাহের সম্পর্ক নাই, বরং কেবল আল্লাহ তাআলার সহিত রহিয়াছে। উহা দুই প্রকার। প্রথম উহা, যাহা কেবল তওবায় ক্ষমা হইতে পারে না। যথা, নামায না পড়িবার গোনাহ। উহার জন্য জরুরী যে, যথা সময় নামায আদায় না করিবার যে গোনাহ হইয়াছে, উহা হইতে তওবা করিবে। যদি শেষ জীবনে কিছু কাজা রহিয়া যায়, তাহা হইলে উহার ফিদইয়া দেওয়ার অসীয়ত করিয়া যাইবে। (এক ওয়াক্ত নামাযের ফিদিইয়া একটি ফিরতার পরিমাণ পয়সা ও খাদ্য ইত্যাদি দান করা। (অনুবাদক)

বিদআতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- বিদআত কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার?

উঃ- শরীয়তের পরিভাষায় এমন জিনিষ আবিস্কার করাকে বিদআত বলা হয়, যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাস-এর জাহিরী যুগে ছিলনা। চাই ঐ জিনিষ দ্বীনের হউক অথবা দুনিয়ার হউক। (আঃ লুঃ খঃ-১ পৃঃ-১২৫) এবং বিদআত তিন প্রকার। বিদআতে হাসানা, বিদআতে সাইয়া এবং বিদআতে মুবাহা। 'বিদআতে হাসানা' ঐ বিদআত যাহা ক্বোরআন ও হাদীসের নিয়ম ও কানুন অনুযায়ী হইবে এবং ঐ গুলির উপর অনুমান করা হইয়াছে। উহা দুই প্রকার। প্রথম 'বিদআতে ওয়াজিবাহ'। যথা ক্বোরআন ও হাদীস বুঝিবার জন্য আরবী গ্রামার শিক্ষা করা এবং গোমরাহ ফিরকা সমূহ যথা, খারিজী, রাফিজী, কাদইয়ানী এবং ওহাবী

ইত্যাদি দিগের খণ্ডন করিবার জন্য প্রমানাদী সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় 'বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ'। যথা মাদ্রাসার ঘর নির্মান করা এবং ঐ ভাল কাজ, যাহার প্রচলন প্রথম যুগে ছিল না। যথা আযানের পর সালাত পাঠ করা। দুর্রে মুখতারে আযানের বিবরণে আছে যে, আযানের পর 'আস্সলাতু অস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' পাঠ করা ৭৮১ হিজরীতে রবীউল আখীর মাসে চালু হইয়াছে এবং ইহা 'বিদআতে হাসানাহ'।

প্রশ্নঃ- বিদআতে সাইয়া কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ?

উঃ- 'বিদআতে সাইয়া' ঐ বিদআত, যাহা ক্বোরআন ও হাদীসের নিয়ম ও কানুনের বিপরীত। (আশআতুল লুময়াত খঃ১ পৃঃ ১২৫) উহা দুই প্রকার। প্রথম 'বিদআতে মুহার্রামাহ'। যথা, হিন্দুস্তানের প্রচলিত তাজিয়াদারী) আর যেমন আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের বিপরীত নতুন ধারণা পোষণকারীদিগের মাযহাবগুলি। (আশ্আতুল লুময়াত খঃ১ পৃঃ ১২৫) দ্বিতীয় 'বিদআতে মাকরুহা'। যথা, জুমা এবং দুই ঈদের খোতবা অন্ আরবীতে পাঠ করা।

প্রশ্নঃ- বিদআতে মুবাহ কাহাকে বলে ?

উঃ- যে জিনিষ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের জাহিরী যুগে হয় নাই এবং যাহা করা ও না করায় সওয়াব ও আযাব হইবে না উহাকে বিদআতে মুবাহ বলা হয়। (আশ্আতুল লুমআত খঃ-১ পৃঃ-১২৫) যথা, পানাহারে ব্যাপকতা অবলম্বন করা এবং রেলগাড়ী ইত্যাদিতে সওয়ার করা।

প্রশ্নঃ- হাদীস শরীফ 'কুল্লু বিদআতিন দলালাতুন' হইতে কোন বিদআত উদ্দেশ্য ?

উঃ- এই হাদীস শরীফ হইতে কেবল 'বিদআতে সাইয়া' উদ্দেশ্য। (দেখুন মিরকাত, শারহে মিশকাত খঃ ১৭৯ এবং আশ্আতুল লুময়াত খঃ-১ পৃঃ-১২৫) এই কারণে যে, যদি সমস্ত প্রকার বিদ্আতের অর্থ গ্রহণ করা হয় যাহা বাহ্যিক হাদীসের অর্থ হইতেছে। তাহা হইলে ফিকাহ, ইল্মে কালাম এবং সরফ ও নাহু ইত্যাদির কিতাব লেখা এবং উহা পড়া ও পড়ান সমস্ত গোনাহ ও গোমরাহী হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- বিদআতে হাসানা এবং সাইয়া কি হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণিত ?

উঃ- হ্যাঁ, বিদআতে হাসানা ও সাইয়া হওয়া হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণিত। তিরমিজী শরীফে আছে যে, হযরত উমার ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু নিয়মিত ভাবে তারাবীহের জামাআত কায়েম করিবার পর বলিয়াছেন-"নি'মাতিল বিদআতু হাজিহী" অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত ভাল বিদআত। (মিশকাত পৃঃ-১১৫) এবং মুসলিম শরীফে হযরত জারীর রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন যে, যে ইসলামের মধ্যে কোন ভাল তরীকাহ প্রচলন করিবে। তাহা হইলে সে তাহার প্রচলন করিবার জন্য সওয়াব পাইবে এবং ঐ তরীকার উপর আমল করিবে এবং আমলকারীদিগের সওয়াবে কোনও কম হইবে না এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন খারাপ তরীকার প্রচলন করিবে। তাহা হইলে প্রচলন করিবার জন্য ঐ ব্যক্তির উপর গোনাহ হইবে এবং উহার পরে যে সমস্ত মানুষ ঐ তরীকার উপর আমল করিতে থাকিবে তাহারও গোনাহ হইবে এবং আমলকারীদিগের গোন তে কোনো কম হইবে না (মিশকাত পৃঃ-৩৩)

প্রশ্নঃ- মীলাদ শরীফের মজলিস কায়েম করা কি বিদ্আতে সাইয়া?

উঃ- মীলাদ শরীফের মাজলিস করা, উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের আগমনের অবস্থা এবং অন্যান্য ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করা বরকাতের কারণ। উহাকে বিদআতে সাইয়া বলা গোমরাহী ও বদ মাজহাবী।

প্রশ্নঃ- হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের যুগে কি মৃত্যের তায়জা (মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াব করাকে তায়জা বলা হয়) হইত?

উঃ- মৃত্যের তায়জা, অনুরূপ দসওঁয়া, বিসওঁয়া এবং চালিসওঁয়া ইত্যাদি হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর জাহিরী যুগে হইত না। বরং ইহা সমস্ত পরের আবিষ্কার এবং বিদআতে হাসানা। এইজন্য যে, ইহাতে মৃত্যের ইসালে সওয়াবের জন্য কোরআন পাঠ হইয়া থাকে এবং গরীব মিসকীনদিগকে খাদ্য খাওয়ান হইয়া থাকে এবং সমস্ত সওয়াবের কাজ। তবে এই সময় বিয়ে-শাদীর ন্যায় বন্ধু-বান্ধবকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা অবশ্যই বিদআতে সাইয়া। (শামী খঃ-১ পৃঃ-৬২৯, ফতহুল ক্বাদীর খঃ-২ পৃঃ-১০২)

আমলের অধ্যায়
ওযূর বিবরণ

প্রশ্নঃ- ওযূ করিবার নিয়ম কি?

উঃ- ওযূ করিবার নিয়ম ইহাই যে, প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িবে। তারপর দাঁতন করিবে। যদি দাঁতন না থাকে তাহা হইলে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত পরিস্কার করিতে হইবে। তারপর দুই হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। প্রথমে ডান হাতে পানী দিবে। পরে বাম হাতে। দুইটিকে এক সঙ্গে ধুইবে না। ইহার পর ডান হাত দ্বারা তিনবার কুল্লি করিবে। তারপর বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা নাক পরিস্কার করা এবং ডান হাত দিয়ে তিনবার নাকে পানী দিবে। তারপর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধুইবে অর্থাৎ কপালের চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিচে পর্যন্ত

এবং এক কানের পাতা হইতে অপর কানের পাতা পর্যন্ত প্রতিটি অংশের উপর তিনবার পানী দিয়ে ধৌত করিবে। ইহার পর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। আঙ্গুলের দিক দিয়ে কনুইয়ের উপর পর্যন্ত পানী ঢালিবে। কনুইয়ের দিকে দিয়ে ঢলিবে না। তারপর একবার দুই হাত দ্বারা সম্পূর্ণ মাথা মাশাহ করিবে। তারপর কানগুলি এবং ঘাড়কে একবার মাশাহ করিবে। তারপর দুই পা টাখনু সমেত তিনবার ধুইবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ধোয়ার অর্থ কি?

উঃ- ধোয়ার অর্থ ইহাই যে, যে জিনিষ ধুইবে তাহার প্রতিটি অংশের উপর পানী বহিয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় আলমগিরী, বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- যদি কিছু অংশ ভিজিয়া যায় কিন্তু উহার উপর পানী বহিয়া না যায়। তাহা হইলে ওযূ হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- এই প্রকারে ওযূ অবশ্যই হইবে না। ভিজিবার সঙ্গেই প্রত্যেক অংশের উপর পানী বহিয়া যাওয়া জরুরী।

প্রশ্নঃ- ওযূতে কত জিনিষ ফরজ আছে?

উঃ- ওযূতে চারটি জিনিষ ফরজ। প্রথম মুখ ধোওয়া অর্থাৎ চুল বাহির হইবার স্থান হইতে চিবুকের নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হইতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। দ্বিতীয় কনুই সমেত দুই হাত ধোয়া। তৃতীয় মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাশাহ করা অর্থাৎ ভিজা হাত বুলানো। চতুর্থ দুই পা গোড়ালি সমেত ধোয়া।

প্রশ্নঃ- ওযূতে কত সুন্নাত রহিয়াছে?

উঃ- ওযূতে ১৬টি সুন্নাত রহিয়াছে। নিয়াত করা, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা আরম্ভ করা, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, মিসওয়াক করা, ডান হাত দিয়ে তিন বার কুল্লি করা, ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানী দেওয়া, বাম হাত দিয়া নাক পরিষ্কার করা, দাড়ি খেলাল করা, হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি খেলাল করা, প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার করিয়া ধোয়া, সম্পূর্ণ মাথা একবার মাশাহ করা, কানগুলি মুখের সীমার নিচে রহিয়াছে সেগুলি মাশাহ করা, অঙ্গ গুলি একের পর এক ধোয়া, প্রত্যেক অপচ্ছন্দ কথা হইতে বিরত থাকা। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ওযূর মধ্যে কতগুলি জিনিষ মাকরূহ আছে?

উঃ- ওযূর মধ্যে ২১টি জিনিষ মাকরূহ আছে। স্ত্রীলোকের গোসল অথবা ওযূর অতিরিক্ত পানী দিয়ে ওযূ করা, ওযূর জন্য অপবিত্র স্থানে বসা, অপবিত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্থানে ওযূর পানী ফেলা, মসজিদের মধ্যে ওযূ করা, ওযূর অঙ্গ হইতে পাত্রে পানি পড়া, পানীতে সিকনি অথবা গড় ফেলা, কিবলার দিকে থুথু অথবা গড় ফেলা অথবা কুল্লি করা, বিনা প্রয়োজনে দুনিয়ার কথা বলা, প্রয়োজনের অধীক পানী খরচ করা, পানী এত কম খরচ করা যে, সুন্নাত আদায় হইবে না, মুখে পানী ঝটকা মারা, মুখের উপর পানী ঢালিবার সময় ফুঁক দেওয়া, কেবল এক হাত দিয়া মুখ ধোয়া, গলা মাশাহ করা, বাম হাত দ্বারা কুল্লি অথবা নাকে পানী দেওয়া, ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার, নিজের জন্য কোন লোটা ইত্যাদি নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া, তিনবার নতুন পানী দিয়া তিনবার মাথা মাশাহ করা, যে কাপড় দ্বারা ইস্তেঞ্জার পানী মুছিয়াছে তাহা দ্বারা ওযূর অঙ্গগুলি মুছা, রোদের গরম পানীতে ওযূ করা, কোন সুন্নাতকে ত্যাগ করা।

প্রশ্নঃ- কোন জিনিষে ওযূ ভাঙিয়া যায় ?

উঃ- পায়খানা অথবা পেশাব করা, পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়া অন্য কোন জিনিষ বাহির হওয়া, শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত বা পুঁজ বাহির হইয়া এমন স্থানে গড়াইয়া পড়া যে, ঐ স্থানটি ওযূতে অথবা গোসলে ধোয়া ফরজ। খাদ্য, পানী অথবা পিত্ত মুখ ভরিয়া বমন হওয়া, এই প্রকার শুইয়া যাওয়া যে, শরীরের জোড় আলগা হইয়া পড়ে, বেহুশ হওয়া, পাগল হওয়া, জ্ঞান হারাইয়া যাওয়া, কোন জিনিষের নেশা এই প্রকার হওয়া যে, চলিতে পা ঠিকমত না পড়া, রুকু ও সাজদাযুক্ত নামাযে এত জোর হাঁসা যে, আশে পাশের মানুষ শুনিতে পায়, অসুস্থ চক্ষু হইতে পানী বাহির হওয়া ঐ সমস্ত জিনিষে ওযূ ভাঙ্গিয়া যায়।

গোসলের বিবরণ

প্রশ্নঃ- গোসল করিবার নিয়ম কি ?

উঃ- গোসল করিবার নিয়ম ইহাই যে, প্রথমে গোসলের নিয়াত করতঃ দুই হাতের কব্জি তিনবার ধুইবে। তারপর পেশাব পায়খানার স্থান ধুইবে। উহার পর শরীরে যদি কোন স্থানে 'নাজাসাতে খাফিফা' অর্থাৎ পেশাব অথবা পায়খানা ইত্যাদি থাকে, তাহা হইলে উহা দুরিভূত করিবে। তারপর নামাযের ন্যায় ওযূ করিবে। কিন্তু পা ধুইবে না। তবে যদি চৌকি অথবা পাথর ইত্যাদি উঁচু জিনিসের উপর গোসল করে, তাহলে পা ধুইয়া নিবে। ইহার পর শরীরের উপর তেলের ন্যায় পানী মলিবে। তারপর তিনবার ডান কাঁধের উপর পানী বহাইবে এবং ফের তিনবার বাম কাঁধের উপর। তারপর মাথার উপর ও সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানী বহাইয়া দিবে। সমস্ত দেহে হাত বুলাইবে এবং মলিবে। তারপর

গোসলের পর শীঘ্রই কাপড় পরিধান করিবে। (আলমগিরী)

প্রশ্নঃ- গোসলে কয়টি জিনিষ ফরজ ?

উঃ- গোসলে তিনটি জিনিষ ফরজ। কুল্লি করা, নাকে পানী দেওয়া, সমস্ত বাহির শরীরের উপর মাথা হইতে পা পর্যন্ত পানী বহাইয়া দেওয়া। (দুর্রে মুখতার, আলমগিরী ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- গোসলে কয়টি জিনিষ সুন্নাত ?

উঃ- গোসলে এই জিনিষগুলি সুন্নাত। গোসলের নিআত করা, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, পেশাব পায়খানার স্থান ধোয়া, শরীরের যেখানেই নাপাক থাকিবে তাহা দূর করা, নামাযের ন্যায় ওযূ করা, শরীরের উপর তেলের ন্যায় পানী মালিশ করা, ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে তারপর মাথার উপর এবং সমস্ত দেহের উপর তিনবারপানী বহাইয়া দেওয়া, সমস্ত দেহে হাত বুলান এবং মালিশ করা, গোসলে কিবলার দিকে মুখ না হওয়া, কাপড় পরিধান করতঃ গোসল করিলে কোন দোষ নাই, এমন স্থানে গোসল করিবে যেন কেহ না দেখে, গোসল করিবার সময় কোন প্রকার কথা না বলা, কোন দুআ পাঠ না করা, স্ত্রীলোকদিগকে বসিয়া গোসল করা, গোসল করিবার পর শীঘ্রই কাপড় পরিধান করা। (আলমগিরী)

প্রশ্নঃ- কোন কোন অবস্থাতে গোসল করা ফরয ?

উঃ- কামোত্তেজনার সহিত বীর্য নিজ স্থান হইতে পৃথক হইয়া লিঙ্গ দিয়ে বাহির হওয়া, স্বপ্নদোষ, হাশ্‌ফা অর্থাৎ লিঙ্গ মস্তক স্ত্রীলোকের অগ্র অথবা পশ্চাতে অথবা পুরুষের পশ্চাতে প্রবেশ হওয়ায় উভয়ের উপর গোসল ফরয করিয়া দেয়, মাসিক শেষ হইয়া যাওয়া, নেফাস শেষ হওয়া।

প্রশ্নঃ- কোন কোন সময় গোসল করা সুন্নাত ?

উঃ- জুময়া, ঈদ, বকরাঈদ, আরফার দিন এহ্‌রাম বাঁধিবার সময় গোসল করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ- কোন কোন অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব ?

উঃ- আরাফাতে অবস্থান, মুজদালফাতে অবস্থান, হারাম শরীফে উপস্থিত, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত, তওয়াফ, মিনায় প্রবেশ, তিন যমরাতে পাথর মারিবার জন্য, শাবে বরাত, শাবে ক্বদর, আরফার রাত, মীলাদ শরীফের মজলিশ এবং অন্য ভাল মজলিশে উপস্থিত হইবার জন্য, মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পর, পাগলের পাগলামী ছাড়িবার পর, বেহুঁশ হইতে হুঁশ ফিরিবার পর, নেশা ছাড়িবার পর, গোনাহ্ হইতে তওবা করিবার জন্য,

pdf By Syed Mostafa Sakib

নতুন কাপড় পরিবার জন্য, সফর হইতে ফিরিবার পর, অসুস্থতার খুণ বন্ধ হইহার পর, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায এবং ইস্তেস্কা ও খওফের নামায, অন্ধকার ও কঠিন ঝড়ের জন্য এই সমস্ত অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব। (বাহারে শারীআত)

(বিঃ দ্রঃ ঃ হাঁটু খুলিয়া মানুষের সামনে গোসল করা কঠিন গোনাহ এবং হারাম। অপবিত্র কাপড় পরিয়া গোসল করিবে না এবং যদি অন্য পবিত্র কাপড় না থাকে, তাহা হইলে উহাকে পাক করিয়া লইবে।)

তায়াম্মুমের বিবরণ

প্রশ্নঃ- তায়াম্মুম করিবার নিয়ম কী?

উঃ- তায়াম্মুম করিবার নিয়ম ইহাই যে, প্রথম অন্তরে নিআত করিবে। তারপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করিয়া মাটির উপর মারিবে এবং বেশি ধুলা লাগিয়া গেলে ঝাড়িয়া লইবে। তারপর উহা দ্বারা সমস্ত মুখ মাশাহ করিবে। আবার দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মারিয়া ডান হাতকে বাম হাত দিয়া এবং বাম হাতকে দান হাত দিয়া কুনুই সমেত মালিশ করিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- মৌখিক তায়াম্মুমের নিয়াত কারিবার সময় কি বলিবে?

উঃ- এইরূপ বলিবে - "নাওয়াইতু আন আতা ইম্মামা তাকার্রুবান এলাল্লাহি তাআলা"।

প্রশ্নঃ- তায়াম্মুমের এই নিয়ম ওযূর জন্য অথবা গোসলের জন্য ?

উঃ- তায়াম্মুমের এই নিয়ম ওযূ ও গোসল উভয়ের জন্য।

প্রশ্নঃ- যদি ওযূ এবং গোসল উভয়ের জন্য তায়াম্মুম করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করিতে হইবে অথবা একই তায়াম্মুম উভয়ের জন্য যথেষ্ট হইবে?

উঃ- উভয়ের জন্য একই তায়াম্মুম যথেষ্ট হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- তায়াম্মুমের কয়টি জিনিষ ফরয আছে ?

উঃ- তায়াম্মুমের মধ্যে তিনটি জিনিষ ফরয রহিয়াছে। নিআত করা, সম্পূর্ণ মুখে হাত বুলান, দুই হাত কনুই সমেত মাশাহ করা। যদি আংটি পরিধান থাকে, তাহা হইলে উহার নিচে হাত বুলান ফরয। আর যদি স্ত্রীলোকে চুড়ি অথবা অলংকার পরিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হটাইয়া প্রত্যেক অংশের উপর হাত বুলান ফরয।

প্রশ্নঃ- কোন কোন জিনিষ দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয?

উঃ- পাকা মাটি, পাথর, বালি, মুলতানী মাটি (এক প্রকার চিকন মাটি), লাল মাটি, কাঁচা অথবা পাঁকা ইঁট, মাটি এবং ইঁট, পাথর অথবা চুনের দেওয়ালে তায়াম্মুম করা জায়েয। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ-কোন কোন জিনিষে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়?

উঃ- সোনা, চাঁদী, তামা, পিতল, লোহা, কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা (এক প্রকার ধাতু), কাপড়, ছাই এবং কোন প্রকার শস্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নয়, অর্থাৎ যে জিনিষগুলি আগুনে গলিয়া যায় অথবা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ঐ জিনিষগুলি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। তবে যদি উহার উপর ধুলা থাকে, তাহা হইলে ঐ ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। (আলামগিরী)

প্রশ্নঃ- তায়াম্মুম করা কখন জায়েয ?

উঃ- যখন পানির উপর সামর্থ না হইবে। তখন তায়াম্মুম কতা জায়েয।

প্রশ্নঃ- পানিক উপর সামর্থ না হইবার অর্থ কী ?

উঃ- পানির উপর সামর্থ না হইবার অর্থ ইহাই যে, এমনই রোগ যে, ওযূ অথবা গোসল করিলে উহা বেশি হইয়া যাইবার সঠিক আশঙ্কা রহিয়াছে অথবা এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে, সেখানে চারিদিকে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত পানীর সন্ধান নাই অথবা এমনই ঠাণ্ডা যে, পানি ব্যবহারে মরিয়া যাইবার অথবা অসুস্থ হইবার দৃঢ় আশঙ্কা রহিয়াছে অথবা কুঁয়া রহিয়াছে কিন্তু বালতী ও দড়ি পাওয়া যাইতেছে না। ইহা ছাড়া পানির উপর সামর্থ না হইবার আরো অবস্থা রহিয়াছে। যাহা বাহারে শারীআত ইত্যাদি বড় বড় কিতাব হইতে জানিতে পারা যায়।

প্রশ্নঃ- যদি গোসলের প্রয়োজন হয় এবং এমন সময় ঘুম হইতে উঠিয়াছে যে, কেবল ওযূ করিয়া নামায পড়িতে পারিবে, তাহা হইলে কি করিবে ?

উঃ- শরীরে নাপাক লাগিয়া থাকিলে উহা ধুইয়া গোসলের তায়াম্মুম করিবে এবং ওযূ করতঃ নামায আদায় করিবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- কোন কোন জিনিষে তায়াম্মুম নষ্ট হইয়া যায় ?

উঃ- যে যে জিনিষে ওযূ নষ্ট হইয়া যায় অথবা গোসল ওয়াজিব হইয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই সমস্ত জিনিষে তায়াম্মুম নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও পানির উপর সমর্থ হইয়া গেলেও তায়াম্মুম নষ্ট হইয়া যায়।

ইস্তেঞ্জার বিবরণ

প্রশ্নঃ- ইস্তেঞ্জার নিয়ম কী ?

উঃ- পেশাবের পর ইস্তেঞ্জা করিবার নিয়ম ইহাই যে, পাকমাটি, কাঁকর অথবা ছেড়া পুরাতন কাপড় দ্বারা পেশাব শুষ্ক করিবে। তারপর পানি দিয়ে ধুইয়া ফেলিবে এবং পায়খানার পর ইস্তেঞ্জা করিবার নিয়ম ইহাই যে, মাটি, কাঁকর অথবা পাথরের তিন, পাঁচ অথবা সাতটি টুকরো দ্বারা পায়খানার স্থান পরিস্কার করিবে। তারপর পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ইস্তেঞ্জার ঢিল ও পানি কোন হাত দিয়ে ব্যবহার করিবে?

উঃ- বাম হাত দ্বারা ব্যবহার করিবে।

প্রশ্নঃ- কোন কোন জিনিষ দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ ?

উঃ- কোন প্রকার খাদ্য, হাড়, গোবর, ঘোড়া-গাধা-হাতী ইত্যাদির পায়খানা, কয়লা এবং জীব-জন্তুর আহার। ঐ সমস্ত জিনিষ দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন কোন স্থানে পেশাব কিংবা পায়খানা নিষেধ ?

উঃ- কুঁয়া অথবা হাওয়া অথবা ঝর্ণার তীরে, পানিতে যদিও উহা বহন্ত হয়, ঘাটে, ফলদার বৃক্ষের নিচে এমন চাষের জমীতে যাহাতে চাষ রহিয়াছে, ছায়াতে যেখানে মানুষ উঠা বসা করে, মসজিদ অথবা ঈদগাহের নিকটে, করবস্থানে অথবা রাস্তায়, যে স্থানে পশু বাঁধা হয়, যেখানে ওযূ অথবা গোসল করা হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্থানে পায়খানা, পেশাব করা নিষেধ। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- পায়খানা অথবা পেশাব করিবার সময় কোনদিকে মুখ হইবে ?

উঃ- পায়খানা পেশাব করিবার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করা নিষেধ। আমাদের দেশে উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করা উচিৎ। (বুখারী শরীফ)

পানী এবং পশুর ঝুটার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন কোন পানী দ্বারা ওযূ করা জায়েয?

উঃ- বর্ষার পানি, নদী-নালা, ঝরণা দরইয়া এবং কুঁয়ার পানি, বরফগলা অথবা

কুয়াশার পানি, পুকুর অথবা বড় হাউযের পানি। ঐ সমস্ত পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয। (আলমগিরী ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- কোন কোন পানী দ্বারা ওযূ করা জায়েয নয়?

উঃ- ফল ও বৃক্ষ নিচ্ড়ান পানী অথবা ঐ পানি যাহাতে কোন পাক জিনিষ মিশিয়া গিয়াছে এবং নাম পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যথা- শরবৎ, শুরবা, চা ইত্যাদি অথবা বড় হাউয এবং পুকুরে এমন পানি যে, যাহার রং অথবা গন্ধ অথবা স্বাদ কোন নাপাক জিনিষ মিশিয়া যাওয়ায় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং ছোট হাউয অথবা গর্তের ঐ পানি যাহাতে কোন নাপাক জিনিষ পচিয়া গিয়াছে অথবা এমন প্রাণী মরিয়া গিয়াছে যে, উহার মধ্যে প্রবাহিত রক্ত রহিয়াছে। যদিও নাকী পানির রং অথবা গন্ধ অথবা স্বাদ পরিবর্তন হয় নাই এবং ঐ পানি যাহাতে ওযূ অথবা গোসল করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয নয়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ওযূ এবং গোসলের পানির মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে?

উঃ- না, যে পানিতে ওযূ করা জায়েয, সে পানিতে গোসলও করা জায়েয এবং যে পানিতে ওযূ না জায়েয সে পানিতে গোসলও নাজায়েয। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন কোন ঝুটা পাক?

উঃ- যে পশুগুলির মাংস খাওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের ঝুটা পাক। যথা- গরু, মহিষ, ছাগল, কবুতর ও ঘুঘু ইত্যাদি। (আলমগিরী)

প্রশ্নঃ- কোন পশুগুলির ঝুটা মাকরূহ ?

উঃ- ঘরে বাসকারী পশু। যথা- বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি এবং উড়ন্ত শিকারী জানোয়ার। যথা- শিকড়া, বাজ, বাহরী, চিল, কাক ইত্যাদি এবং ঐ ছাড়া মুরগী যাহা নাপাকে মুখ দিয়া থাকে এবং ঐ গরু যাহার নাপাক খাওয়া অভ্যাস ঐ সমস্তের ঝুটা মাকরূহ। (আলমগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন জানোয়ারগুলির ঝুটা নাপাক ?

উঃ- শুকুর, কুকুর, বাঘ, চিতা, ভেড়ইয়া, হাতী, গীদড় এবং অন্যান্য চতুষ্পদ শিকারীর ঝুটা নাপাক। (বাহারে শারীআত, আলমগিরী)

কুঁয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কুঁয়া কেমন করিয়া নাপাক হইয়া যায় ?

উঃ- কুঁয়াতে মানুষ, কুকুর, গরু, মহিষ অথবা ছাগল পড়িয়া মরিয়া গেলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা কোন প্রকারের কোন নাপাক জিনিষ পড়িয়া গেলে কুঁয়া নাপাক হইয়া যায়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কুঁয়াতে যদি কোন প্রাণী পড়িয়া যায় এবং জীবিত বাহির করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে কুঁয়া নাপাক হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- যদি এই প্রকার জানোয়ার পড়িয়া যায় যে, উহার ঝুটা নাপাক যথা- কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি, তাহা হইলে কুঁয়া নাপাক হইয়া যাইবে এবং ঐ জানোয়ার পড়িয়াছে, যাহার ঝুটা নাপাক নয় যথা, গরু এবং ছাগল ইত্যাদি এবং উহাদের শরীরে নাপাকও লাগিয়া নাই, তাহা হইলে পড়িয়া জীবিত বাহির হইয়া আসিবার অবস্থায় যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, পেশাব পায়খানা করে নাই, তাহা হইলে কুঁয়া নাপাক হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি কুঁয়া নাপাক হইয়া যায়, তাহা হইলে কত পানি বাহির করিয়া দিতে হইবে?

উঃ- যদি কুঁয়াতে নাপাক পড়িয়া যায় অথবা মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল অথবা এই প্রকার কোন বড় জানোয়ার পড়িয়া মরিয়া যায় অথবা মুরগী এবং হাঁসের পায়খানা পড়িয়া যায় অথবা মোরগ, বিড়াল, ইঁদুর, টিকটিকি অথবা কোন প্রবাহিত রক্ত বিশিষ্ট জানোয়ার কুঁয়াতে মরিয়া ফুলিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় অথবা এই প্রকার জানোয়ার পড়িয়া যায় যে, উহার ঝুটা নাপাক, যদিও জীবিত বাহির আসে যথা- শুকুর, কুকুর ইত্যাদি, তাহা হইলে এই সমস্ত অবস্থায় সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। (আলমগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি ইঁদুর অথবা বিড়াল কুঁয়াতে পড়িয়া মরিয়া যায় এবং ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার পূর্বে বাহির করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে কি নির্দেশ রহিয়াছে ?

উঃ- যদি ইঁদুর, ছুচুন্দার, পাখি, টিকটিকি, গিরগিটি অথবা উহাদের সমান অথবা উহাদের থেকে ছোট কোন প্রবাহিত রক্তওয়ালা জানোয়ার কুঁয়াতে পড়িয়া মরিয়া যায় এবং ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার পূর্বে বাহির করিয়া নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ২০ বালতী-৩০ বালতী পর্যন্ত পানি বাহির করিয়া লইতে হইবে। আর যদি বিড়াল, কবুতর, মুরগী অথবা এই প্রকার বড় দ্বিতীয় অন্য কোন জানোয়ার কুঁয়াতে পড়িয়া মরিয়া যায় এবং ফুলিয়া ফাটিয়া যায় নাই, তাহা হইলে ৪০-৬০ বালতী পর্যন্ত পানি বাহির করিতে হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- বালতী কত বড় হওয়া উচিৎ ?

উঃ- যে বালতী কুঁয়ার উপর পড়িয়া থাকে। সেই বালতী গ্রহণযোগ্য। আর যদি কোন বালতী নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার বালতী হওয়া উচিত, যাহাতে এক 'সা' অর্থাৎ প্রায় শওয়া পাঁচ কিলো পানি ধরিবে।

প্রশ্নঃ- কুঁয়ার পানি পাক হইয়া যাইবার পর কুঁয়ার দেওয়াল এবং বালতী ও দড়ি পাক করিতে হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- কুঁয়ার দেওয়াল এবং বালতী ও দড়ি পাক করিতে হইবে না। পানি পাক হইয়া যাইবার পর এইসব জিনিষ পাক হইয়া যাইবে। (বাহারে শারীআত)

নাপাকের বিবরণ

প্রশ্নঃ- নাপাক কয় প্রকার?

উঃ- 'নাজাসাতে হাক্বিক্বীয়া' দুই ভাগে বিভক্ত। নাজাসাতে গালীজাহ এবং নাজাসাতে খফীফাহ।

প্রশ্নঃ- নাজাসাতে গলীজাহ (বড় নাপাক) কি জিনিস ?

উঃ- মানুষের দেহ থেকে এমন জিনিষ বাহির হয় যে, উহাতে ওযূ অথবা গোসল অয়াজিব হইয়া যায়, তাহা হইলে 'নাজাসাতে গলীজা' যথা- পায়খানা, পেশাব, প্রহাহিত রক্ত, পুঁজ, মুখ ভর্তি বমন এবং অসুস্থ চোখের পানি ইত্যাদি। এবং হারাম চতুষ্পদ যথা- কুকুর, বাঘ, শৃগাল, বিড়াল, ইঁদুর, গাধা, খচ্চর, হাতী, এবং শুকর ইত্যাদির পায়খানা পেশাব এবং ঘোড়ার গোবর এবং হালাল চতুষ্পদ জানোয়ারের পায়খানা। যথা- গরু, মহিষের গোবর, ছাগল এবং উটের গোবর, মুরগী এবং হাঁসের পায়খানা, হাতীর শুড়ের পানি এবং বাঘ, কুকুর ইত্যাদি হিংস্র চতুষ্প দের লালা। ইহা সমস্ত নাজাসাত গলীজাহ এবং দুধপানকারী ছেলে হউক অথবা মেয়ে, উহাদের পেশাব নাজাসাতে গলীজাহ। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- নাজাসাতে খফীফা (ছোট নাপাক) কি জিনিস ?

উঃ- যে জানোয়ারদের মাংস হালাল। যথা- গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়া ইত্যাদি। উহাদের পেশাব এবং ঘোড়ার পেশাব এবং যে পাখির মাংস হারাম। যথা- কাক, চিল, শিকড়া, বাজ এবং বাহরী ইত্যাদির পায়খানা। ইহা নাজাসাতে খফীফা।

প্রশ্নঃ- যদি নাজাসাতে গলীজাহ শরীরে অথবা কাপড়ে লাগিয়া যায়, তাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইলে কি নির্দেশ আছে ?

উঃ- যদি 'নাজাসাতে গলীজাহ' এক দিরহামের বেশি লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা পাক করা ফরয। বিনা পাকে নামায পড়িয়া লইলে নামায হইবে না। আর যদি নাজাসাতে গলীজাহ এক দিরহামের সমান লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা পাক করা ওয়াজিব। পাক না করিয়া নামায পড়িলে নামায মাকরূহ তাহরিমী হইবে অর্থাৎ এই প্রকার নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি নাজাসাতে গলীজাহ এক দিরহামের কম লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা পাক করা সুন্নাত। পাক না করিয়া নামায পড়িয়া নিলে হইয়া যাইবে। কিন্তু সুন্নাতের বিপরীত হইবে। এই প্রকার নামাযকে পুণরায় আদায় করা উত্তম। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি নাজাসাতে খফীফা লাগিয়া যায়, তাহ হইলে উহার কি হুকুম ?

উঃ- যদি নাজাসাতে খফীফা কাপড় অথবা শরীরের যে অংশে লাগিয়াছে। যদি উহা এক চতুর্থাংশের কম হয়, যথা- আঁচলে লাগিয়াছে, তাহা হইলে আঁচলের চতুর্থাংশের কম অথবা আস্তিনে লাগিয়াছে, তাহা হইলে উহার চতুর্থাংশে কম লাগিয়াছে অথবা হাতে লাগিয়াছে এবং চর্তুাংশে কম লাগিয়াছে, তাহা হইলে মাফ হইবে। আর যদি পূর্ণ চতুর্থাংশে লাগিয়া থাকে, তাহ হইলে না ধুইয়া নামায হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি কাপড়ে নাপাক লাগিয়া যায়, তাহা হইলে কতবার ধুইলে পাক হইবে ?

উঃ- নাপাক যদি মোটা হয়, যথা-পায়খানা এবং গোবর ইত্যাদি, তাহা হইলে উহা ধুইবার কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। বরং উহা দুরিভূত জরুরী। যদি একবার ধোয়ায় দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে একবার ধুইলে পাক হইয়া যাইবে। আর যদি চার পাঁচবার ধুইলে দুর হইয়া যায়, তাহা হইলে চার পাঁচবার ধুইতে হইবে। তবে যদি তিনবারের কমে নাপাক দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনবার পূর্ণ করিয়া নেওয়া উত্তম। আর যদি নাপাক পাতলা হয়, যথা- পেশাব ইত্যাদি, তাহা হইলে তিনবার ধোয়ায় এবং তিনবার জোরের সঙ্গে নিচড়ানোয় কাপড় পাক হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত ইত্যাদি।)

হায়েয, নিফাস ও জানাবাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- হায়েয ও নিফাস কাহাকে বলে ?

উঃ- বালেগা স্ত্রীলোকের সামনের লিঙ্গ হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে রক্ত বাহির

হয় এবং রোগ অথবা সন্তান পয়দা হইবার কারণে না হয়, তাহা হইলে উহাকে হায়েয বলা হয়। উহার সময় কমপক্ষে তিনদিন এবং সর্বাপেক্ষা বেশি দশদিন। উহার কম অথবা বেশি হইলে তাহা ইস্তেহাজাহ অর্থাৎ রোগ। আর সন্তান পয়দা হইবার পর যে রক্ত আসিয়া থাকে, উহাকে নিফাস বলা হয়। নিফাসের কমের দিকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই এবং উহার সব চাইতে বেশি সময় ৪০ দিন। চল্লিশ দিনের অধিক রক্ত আসিলে, তাহা ইস্তেহাজাহ।

প্রশ্নঃ- হায়েয ও নিফাসের হুকুম কি ?

উঃ- হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় রোযা রাখা এবং নামায পড়া হারাম। ঐ দিনগুলিতে নামায মাফ রহিয়াছে। ইহার কাজাও নাই। কিন্তু রোযার কাজা রহিয়াছে, যাহা অন্যদিনে রাখা ফরয। হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় স্ত্রীলোকের কোরআন মাজীদ পাঠ করা হারাম। চাই দেখিয়া পাঠ অথবা মৌখিক এবং উহা ছোয়া যদিও উহার চামড়া অথবা হাত অথবা আঙ্গুলের মাথা অথবা শরীরের কোন অংশ লাগে। ইহা সমস্ত হারাম। তবে জুজদানের মধ্যে কোরআন শরীফ থাকিলে, সেই জুজদান ছোয়ায় কোন দোষ নাই। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যাহার স্বপ্নদোষ হইয়াছে এবং এই প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাহার উপর গোসল ফরয। উহাদের জন্য কি নির্দেশ রহিয়াছে ?

উঃ- এই প্রকার লোকের বিনা গোসলে নামায পড়া, কোরআন মাজীদ দেখিয়া অথবা মৌখিক পাঠ করা, উহা ধরা এবং মসজিদে যাওয়া সমস্ত হারাম। (জাওহারায় নাই যারা, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যাহার উপর গোসল ফরয হইয়াছে, সে কি মসজিদে যাইতে পারে না ?

উঃ- যাহার উপর গোসল ফরয হইয়াছে, তাহার মসজিদের ঐ অংশে যাওয়া হারাম, যে অংশটি দাখিলে মসজিদ অর্থাৎ নামাযের জন্য তৈরী করা হইয়াছে এবং যে অংশটি ফানায়ে মসজিদ অর্থাৎ ইস্তেঞ্জাখানা, গোসলখানা এবং ওযূ করিবার স্থান ইত্যাদি, তাহা হইলে ঐ স্থানে যাওয়ায় কোন দোষ নাই। শর্ত ইহাই যে, ঐ স্থানগুলিকে যাইবার রাস্তা যেন মসজিদের উপর দিয়া না হয়।

প্রশ্নঃ- যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরয হইয়াছে, সে কোরআন শিক্ষা দিতে পারে অথবা পারে না ?

উঃ- এই প্রকার মানুষ এক একটি শব্দ পৃথক পৃথক দমে পড়াইতে পারে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

বানান করাতে কোন দোষ নাই। (বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- বিনা ওযূতে ক্বোরআন শরীফ ধরা এবং পাঠ করা জায়েয অথবা জায়েয নয় ?

উঃ- বিনা ওযূতে ক্বোরআন শরীফ ধরা হারাম। না ধরিয়া মৌখিক অথবা দেখিয়া পড়িলে কোন দোষ নাই।

প্রশ্নঃ- বিনা ওযূতে আম্মাপারাহ্ অথবা অন্য কোন পারাহ্ ধরা কেমন ?

উঃ- বিনা অযূতে আম্মাপারাহ্ অথবা অন্য কোন পারাহ্ ধরা হারাম।

নামাযের সময়ের বিবরণ

প্রশ্নঃ- দিন ও রাতে মোট কত নামায ফরয ?

উঃ- দিন ও রাতে মোট পাঁচ নামায ফরয। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা।

প্রশ্নঃ- ফজরের সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত ?

উঃ- আলোকিত হইবার পর হইতে ফজরের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু খুব আলোকিত হইবার পর পড়া মুস্তাহাব। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- যোহরের সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত থাকে ?

উঃ- সূর্য ঢলিবার পর জোহরের সময় আরম্ভ হয় এবং ঠিক দুপুরের সময় কোন জিনিষের যতটুকু ছায়া হয়, উহা ছাড়া যখন ঐ জিনিষের ছায়া দ্বিগুণ হইয়া যায়, তখন জোহরের সময় শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ছোট দিনে প্রথম সময়ে এবং বড় দিনে শেষ সময়ে পড়া মুস্তাহাব।

(আলামগিরী, বাহারে শারীআত।)

প্রশ্নঃ- আসরের সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত থাকে ?

উঃ- জোহরের সময় শেষ হইবার পর আসরের সময় আরম্ভ হইয়া যায় এবং সূর্য ডুবিবার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু আসরে বিলম্ব করা সব সময় মুস্তাহাব। কিন্তু এত বিলম্ব নয় যে, সূর্যের গোলাতে হলুদ রং আসিয়া যায়। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- মাগরিবের সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত?

উঃ- সূর্য অস্ত যাইবার পর হইতে মাগরিবের সময় আরম্ভ হইয়া যায় এবং উত্তর দক্ষিনের সাদা ভাব অদৃশ্য হইবার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু প্রথম সময়ে

পড়া মুস্তাহাব এবং বিলম্ব মাকরূহ। (আলামগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ঈশার সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত ?

উঃ- উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সাদা ভাব অদৃশ্য হইবার পর হইতে ঈশার সময় আরম্ভ হইয়া যায় এবং সকাল আলোকিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব মুস্তাহাব এবং অর্ধরাত পর্যন্ত মুবাহ এবং অর্ধরাতের পর মাকরূহ। কারণ, জামায়াত কম হইবে।

মাকরূহ সময়ের বিবরণ

প্রশ্নঃ- দিন ও রাতের মধ্যে এমন কিছু সময় কি আছে, যাহাতে নামায পড়া জায়েয নয়?

উঃ- জি হ্যাঁ, সূর্য উদয় হইবার সময়, সূর্য অস্ত যাইবার সময় এবং দুপুরের সময় কোন প্রকার নামায পড়া জায়েয নয়। তবে যদি ঐ দিনে আসরের নামায না পড়া হয়, তাহা হইলে সূর্য অস্ত যাইবার সময় পড়িয়া নিবে। কিন্তু এত বিলম্ব করা কঠিন গোনাহ। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- সূর্য উদয় হইবার কতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয় ?

উঃ- যখন সূর্যের কিছু অংশ প্রকাশ হইবে। সেই সময় হইতে প্রায় ২০ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয়। (বাহারে শারীআত, ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- সূর্য অস্ত যাইবার সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয়?

উঃ- যখন সূর্যের উপর তাকান যাইবে, সেই সময় হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয় এবং এই সময়টি প্রায় ২০ মিনিট এর মত। (ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- দুপুর বেলা কখন হইতে কখন পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয়?

উঃ- ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় প্রায় ৪০-৫০ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয নয়। (ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- মাকরুহ সময়ে জানাযার নামায পড়া কেমন?

উঃ- যদি মাকরুহ সময়ে জানাযা আনা হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ে পড়িবে। কোন মাকরূহ হইবে না। মাকরুহ ঐ সময় হইবে যে, প্রথমে জানাযা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং বিলম্ব করিবার কারণে মাকরুহ সময় আসিয়া গিয়াছে। (বাহারে শারীআত, আলামগিরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- ঐ মাকরুহ্ সময়গুলিতে ক্বোরআন মাজীদ পাঠ করা কেমন?

উঃ- ঐ মাকরুহ্ সময়গুলিতে ক্বোরআন শরীফ না পড়াই উত্তম এবং পড়িলে কোন দোষ নাই। (আনওয়ারুল হাদীস)

আযান ও ইকামাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আযান দেওয়া ফরয না সুন্নাত?

উঃ- ফরজ নামায জামাআতের সহিত মসজিদে আদায় করিবার জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। কিন্তু ইহার হুকুম ওয়াজিবের ন্যায়। অর্থাৎ যদি আযান না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেখানকার সমস্ত মানুষ গোনাহগার হইবে। (ফাতাওয়ায় কাজীখান, দুর্রেমুখতার, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- আযান কোন্ সময় দেওয়া উচিৎ ?

উঃ- যখন নামাযের সময় হইয়া যাইবে, তখন আযান দেওয়া উচিৎ। সময়ের পূর্বে জায়েয নয়। যদি সময়ের পূর্বে দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সময় হইবার পর পুনরায় দিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- ফরয নামায ছাড়া আরো কোন সময় আযান দেওয়া হইয়া থাকে ?

উঃ- হ্যাঁ, শিশু এবং দুঃখিত কানে, মৃগী রোগী, রাগান্বিত এবং বদ মেজাজ মানুষ অথবা জানোয়ারের কানে, প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং আগুন লাগিবার সময়, মুর্দাকে দফন করিবার পর, জিনের উপদ্রবের সময়, জঙ্গলে রাস্তা ভুলিয়া গেলে এবং নির্দেশ করিবার মত মানুষ না থাকিলে, এই সমস্ত অবস্থায় আযান দেওয়া মুস্তাহাব। (বাহারে শারীআত, শামী খঃ১ পৃঃ ২৫৮)

প্রশ্নঃ- আযানের উত্তম তরীকা কী ?

উঃ- মসজিদের সাহানের বাইরে কোন উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া এবং দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানে দিয়া উচ্চ আওয়াজে আযানের শব্দগুলি বিলম্ব করিয়া বলিবে। তাড়াতাড়ি করিবে না। 'হাইয়া আলাস সলাহ' বলিবার সময় ডানদিকে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় বামদিকে মুখ ঘুরাইবে।

প্রশ্নঃ- আযান উত্তরের মসলা কী ?

উঃ- আযানের উত্তরের মসলা ইহাই যে, আযান দাতা যে শব্দ বলিবে শ্রোতাও সেই শব্দ বলিবে। কিন্তু 'হাইয়া অলাস সলাহ' এবং হাইয়া আলাল ফালাহ' এর উত্তরে 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলিবে। এবং উত্তর ইহাই যে, উভয়েই বলিবে। ফজরের 'আস্সলাতুখায়রুম মিনান্নাউম এর উত্তরে 'সদাক্তা

অ বাররতা অবিল হাক্কি নাতক্তা' বলিবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, আলামগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- খুতবার আযানের উত্তর দেওয়া কেমন ?

উঃ- খুতবার আযানের মৌখিক উত্তর দেওয়া মুক্তাদিদের জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ- তাকবীর অর্থাৎ ইক্বামাহ দেওয়া কেমন ?

উঃ- ইক্বামাত দেওয়াও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। আযান অপেক্ষা উহার গুরুত্ব বেশি।

প্রশ্নঃ- আযান দাতাই ইক্বামাত দিবে, অন্য কেহ দিতে পারিবে না ?

উঃ- হ্যাঁ, আযান দাতাই ইক্বামাত দিবে। উহার বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ দিবে না। বিনা অনুমতিতে যদি অন্য কেহ দিয়া থাকে এবং আযানদাতার অপছন্দ হয়, তাহা হইলে মাকরুহ হইবে। (আলামগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ইক্বামতের সময় মানুষের দাঁড়িইয়া থাকা কেমন ?

উঃ- ইক্বামতের সময় মানুষের দাঁড়াইয়া থাকা মাকরুহ ও নিষেধ। অতএব ঐ সময় বসিয়া থাকিবে। যখন তাকবীর দাতা 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলিবে, তখন উঠিবে। (ফাতাওয়ায় আলামগিরী, দুর্রে মুখতার, শামী, তাহতাবী ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- আযান ও ইক্বামাতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ করা কেমন ?

উঃ- 'সলাত' পাঠ করা অর্থাৎ 'আস্সলাতু অস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা জায়েয ও মস্তাহ্সান। শরীয়াতের পরিভাষায় এই সলাতকে 'তাসবীব বলা হয়। মাগরিবের নামায ছাড়া সমস্ত নামাযের জন্য 'তাসবীব' মুস্তাহসান। (আলামগিরী)

(সাবধান) ১. যে আযানের সময় কথা বলিতে থাকিবে। আল্লাহ্ না করুন, মৃত্যুর সময় তাহার ঈমান যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। (ফাতাওয়ায় রেজরী যার উদ্ধৃতিতে বাহারে শারীআত)

২. যখন আযান শেষ হইয়া যাইবে, তখন আযান দাতা ও আযান শ্রোতা দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। তারপর এই দুআ পাঠ করিবে।

আযানের পরের দুআ

আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহীদ দাও ওয়াতিত্ তাম্মাতি অস্সালাতিল ক্বাইমাতি আতি সাইয়েদানা মুহাম্মাদা নিল অসিলাতা অল ফাদিলাতা অদ্দারজাতার রাফীয়াতা অব য়াসহু মাকামাম মাহমুদা নিল্লাজি অ আত্তাহুঅর জুকনা শাফা আতাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলি ফুল মীয়াদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. যখন মুয়াজ্জিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূল্লাহি' বলিবে, তখন শ্রোতা দরুদ শরীফ পাঠ করিবে এবং মুস্তাহাব ইহাই যে, বৃদ্ধা অঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবে এবং বলিবে 'কুর্রাতু আয়নী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস্ সাময়ি অল বাসার'। (বাহারে শারীআত)

রাকআতের সংখ্যা ও নিআতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফজরের সময় কত রাকআত নামায পড়া হয়?

উঃ- মোট চার রাকআত। প্রথমে দুই রাকআত সুন্নাত, তারপর দুই রাকআত ফরজ।

প্রশ্নঃ- দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে ?

উঃ- আমি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- দুই রাকআত ফজরের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে?

উঃ- আমি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য। (মুক্তাদী আরো এতটুকু বলিবে 'এই ইমামের পশ্চাতে') আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- জোহরের সময় মোট কত রাকআত নামায পড়া হয়?

উঃ- বারো রাকআত। প্রথম চার রাকআত সুন্নাত। তারপর চার রাকআত ফরয। ইহার পর দুই রাকআত সুন্নাত ও দুই রাকআত নফল।

প্রশ্নঃ- চার রাকআত সুন্নাতের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে ?

উঃ- আমি জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর চার রাকআত ফরযের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে?

উঃ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য চার রাকআত জোহরের ফরয নামাযের নিআত করিয়াছি। (মুক্তাদী আরো এতটুকু বলিবে, 'এই ইমামের পশ্চাতে') আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- দুই রাকআত সুন্নাতের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে?

উঃ- আমি জোহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- দুই রাকআত নফলের নিআত কি প্রকার করিবে?

উঃ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য দুই রাকআত নফল নামাযের নিআত করিয়াছি। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- আসরের সময় মোট কত রাকআত নামায পড়া হয়?

উঃ- আসরের সময় মোট আট রাকআত। প্রথম চার রাকআত সুন্নাত। তারপর চার রাকআত ফরয।

প্রশ্নঃ- চার রাকআত সুন্নাতের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে ?

উঃ- আমি আসরের চার রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহ এর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর চার রাকআত ফরযের নিআত কি প্রকার করিবে?

উঃ- আমি আল্লাহর জন্য আসরের চার রাকআত ফরয নামাযের নিআত করিয়াছি। (মুক্তাদি হইলে আরো এতটুকু বলিবে 'এই ইমামের পশ্চাতে') আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- মাগরিবের সময় মোট কত রাকআত নামায পড়া হয়?

উঃ- সাত রাকআত। প্রথম তিন রাকআত ফরয। তারপর দুই রাকআত সুন্নাত। ইহার পর দুই রাকআত নফল।

প্রশ্নঃ- তিন রাকআত ফরযের নিআত কি প্রকার কিরতে হইবে ?

উঃ- আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য মাগরিবের তিন রাকআত ফরয নামাযের নিআত করিয়াছি। (মুক্তাদী আরো এতটুকু বলিবে 'এই ইমামের পশ্চাতে') আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- দুই রাকআত সুন্নাতের নিআত কিভাবে করিবে ?

উঃ- আমি মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর নফল নামাযের নিআত কিভাবে করিবে ?

উঃ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য দুই রাকআত নফল নামাযের নিআত করিয়াছি। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- ঈশার সময় মোট কত রাকআত নামায পড়িতে হয়?

উঃ- সতের রাকআত। প্রথম চার রাকআত সুন্নাত, তারপর চার রাকআত

ফরয। ইহার পর দুই রাকআত সুন্নাত ও দুই রাকআত নফল। ইহার পর তিন রাকআত বিতির ওয়াজিব ও দুই রাকআত নফল।

প্রশ্নঃ- চার রাকআত সুন্নাতের নিআত কিপ্রকার করিতে হইবে ?

উঃ- আমি ঈশার চার রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর চার রাকআত ফরযের নিআত কি প্রকার করিবে?

উঃ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য ঈশার চার রাকআত ফরয নামাযের নিআত করিয়াছি। (মুক্তাদী হইলে আরো এতটুকু বলিবে 'এই ইমামের পিছনে) আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত কি প্রকার করিবে ?

উঃ- আমি ঈশার দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিআত করিয়াছি। আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলাল্লাহর সুন্নাত আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- ইহার পর দুই রাকআত নফল নামাযের নিআত কিপ্রকারে করিবে ?

উঃ- আমি আল্লাহর জন্য দুই রাকআত নফল নামাযের নিআত করিয়াছি। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর বিতরের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে ?

উঃ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য তিন রাকআত ও অয়াজিব বিতিরের নামাযের নিআত করিয়াছি। আমার মুখ ক.বা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারপর দুই রাকআত নফলের নিআত কি প্রকার করিতে হইবে।

উঃ- আমি আল্লাহু তাআলার জন্য দুই রাকআত নফল নামাযের নিআাত করিয়াছি। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- যদি নিআতের শব্দগুলি ভুলিয়া মুখ দিয়া কিছু বিপরীত বাহির হইয়া যায়। তাহা হইলে নামায হইবে কি না ?

উঃ- অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে নিআত বলা হয়। অর্থাৎ নিআতের জন্য মৌখিক উচ্চারণ শর্ত নয়। যদি অন্তরে যথা জোহরের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এবং মুখে আসর শব্দ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে জোহরের নামায হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কাযা নামাযের নিআত কি প্রকার করা উচিৎ ?

উঃ- যেদিন যে সময়ের নামায কাযা হইয়াছে। সেই দিন ও সেই সময়ের নিআত কাযাতে জরুরী। যথা, যদি জুমআর দিন ফজরের নামায কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রকার নিআত করিবে যে, আমি আল্লাহু তাআলার জন্য জুমআর দিনের দুই রাকআত ফজরের ফরয কাযা নামাযের নিআত করিয়াছি। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- যদি কয়েক বছরের নামায কাযা হয়, তাহা হইলে নিআত কি প্রকার করিবে ?

উঃ- এই রকম অবস্থায় যে নামায যথা, জোহরের কাযা পড়িতে হইবে। তাহা হইলে এই প্রকার নিআত করিতে হইবে, আমি চার রাকআত কাযা নামাযের নিআত করিয়াছি। যাহা আমার দায়িত্বে রহিয়াছে। উহার প্রথম জোহরের ফরয আল্লাহ তাআলার জন্য। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার। ইহার প্রতি অন্য কাযা নামাযগুলির নিআত কে অনুমান করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মোট কত রাকআত কাযা পড়িতে হইবে ?

উঃ- কুড়ি রাকআত। দুই রাকআত ফজর, রাকআত জোহর, চার রাকআত আসর, তিন রাকআত মাগরিব, চার রাকআত ঈশা এবং তিন রাকআত বিতির। আসল কথা হইল ফরয এবং বিতিরের কাযা আছে। সুন্নাত নামাযের কাযা নাই।

প্রশ্নঃ- পাঁচ ওয়াক্ত আদা নামাযে কিছু কম হইতে পারে কি অথবা পারে না ?

উঃ- ফজরের নামায কম হইতে পারে না। অবশ্য যদি জোহরে কেবল চার রাকআত সুন্নাত, চার রাকআত ফরয এবং দুই রাকআত সুন্নাত অর্থাৎ মোট দশ রাকআত পড়ে এবং আসরে কেবল চার রাকআত ফরয আদায় করে এবং মাগরিবে তিন রাকআত ফরয এবং দুই রাকআত সুন্নাত অর্থাৎ মোট পাঁচ রাকআত পড়ে এবং ঈশায় কেবল চার রাকআত ফরয, দুই রাকআত সুন্নাত। তারপর তিন রাকআত বিতির অর্থাৎ মোট নয় রাকআত আদায় করে। তাহা হইলে ইহাও জায়েয, কোন দোষ নাই।

নামায পড়িবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- নামায পড়িবার নিয়ম কি ?

উঃ- নামায পড়িবার নিয়ম ইহাই যে, ওযূ অবস্থায় ক্বিবলামুখী হইয়া দুই

pdf By Syed Mostafa Sakib

পায়ের পাঞ্জার মধ্যে চার আঙ্গুলের ব্যবধান করিয়া দাঁড়াইবে এবং দুই হাত কান পর্যন্ত লইয়া যাইবে। যাহাতে বৃদ্ধ আঙ্গুল কানের পাতায় লাগিয়া যায়। এই অবস্থায় হাতের তালু ক্বিবলার দিকে থাকিবে। তারপর নিআত করিয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া হাত নিচে আনিয়া নাভির নিচে বাঁধিয়া লইবে এবং সানা পাঠ করিবে -

"সুবহা নাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অ তাবারা
কাসমুকা অতাআলা জাদ্দুকা অ লা ইলাহা গায়রুক।"

"হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। তোমার নাম বরকতময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।" ইহার পর 'তাআউ উজ' অর্থাৎ 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতা নির্রাজীম।' তারপর তাসমীয়াহ অর্থাৎ ' বিসমিল্লাহ হির্রাহমানির্রাহীম'। তারপর তাসমীয়াহ অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ হিররাহমানির রাহীম' পাঠ করিয়া 'আলমাদু' পাঠ করিবে। 'আমীন' আস্তে বলিবে। ইহার পর সূরা অথবা তিন আয়াত পাঠ করিবে অথবা একটি আয়াত যাহা ছোট তিন আয়াতের সমান হয়। এইবার আল্লাহু আকবার বলিয়া রুকুতে যাইবে এবং এই প্রকারে হাত দিয়া হাঁটুকে ধরিবে। যাহাতে হাতের তালু হাঁটুর উপর থাকে। আঙ্গুলগুলি পৃথক হইয়া থাকিবে। পিঠ সমান হইয়া থাবিবে। মাথা পিঠের সমান থাকিবে। উঁচু নিচু থাকিবে না। কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলিবে। তারপর 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ' বলিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে। একা নামায পড়িলে ইহার পর 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া এই প্রকারে সিজদায় যাইবে যে, প্রথমে জমীনে হাঁটু রাখিবে। তারপর হাত। তারপর দুই হাতের মাঝখানে নাক। তারপর এই প্রকারে কপাল রাখিবে যে, কপাল ও নাকের হাড় মাটিতে লাগিয়া থাকে এবং বাজুগুলি পাশাড়ী হইতে পৃথক রাখিবে এবং দুই পায়ের সমস্ত আঙ্গুল পেট ক্বিবলামুখি হইয়া জমিয়া থাকিবে। তারপর তালু বিছান থাকিবে এবং আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে থাকিবে। কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল য়া'লা' বলিবে। তারপর মাথা উঠাইবে। তারপর হাত এবং ডান পা খাড়া করিয়া উহার আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে করিবে এবং বামপা বিছাইয়া উহার উপর খুব সোজা হইয়া বসিয়া যাইবে এবং হাতের তালু বিছাইয়া উরুর উপর হাঁটুর কাছে রাখিবে। ফের আল্লাহু আকবার বলিয়া সিজদায় যাইবে এবং পূর্বের ন্যায় সিজদা করিয়া

ফের মাথা উঠাইবে। পুণরায় হাত হাঁটুর উপর রাখিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া যাইবে। এখন কেবল 'বিসমিল্লাহ হিররাহ মানিররাহীম' পাঠ করিয়া ক্বিরাত আরম্ভ করিবে। ফের পূর্বের ন্যায় রুকু সিজদা করিয়া পা বিছাইয়া যাইবে এবং 'তাশাহহুদ পাঠ করিবে।

"আত্তাহি ইয়াতু লিল্লাহি অস্‌সলা ওয়াতু অত্ তইয়ে বাতু অস্ সালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ রাহমাতুল্লাহি অ বারকা তুহু আস্‌সালামু আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলালা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহু।"

"সমস্ত ইবাদত, নামায এবং পবিত্রতা আল্লাহ তাআলার জন্য। নবী! আপনার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হউক। আল্লার রাহমাত ও বরকত অবতীর্ণ হউক আমাদের উপর এবং আল্লার সৎ বান্দাদিগের প্রতি। আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁহার প্রিয় রাসূল।"

'তাশাহুদ' পাঠ করিবার সময় যখন 'লা' শব্দের নিকটে যাইবে, তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলকে গোলাকার করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে তালুর সহিত মিলাইয়া দিবে এবং 'লা' শব্দের উপর শাহাদাত আঙ্গুল উঠাইবে। কিন্তু উহা হেলাইবে না এবং 'ইল্লা' শব্দের উপর ফেলিয়া দিবে এবং শীঘ্রই সমস্ত আঙ্গুলগুলি সোজা করিবে। এখন যদি দুই-এর অধিক রাকআত পড়িতে হয়, তাহা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং এই প্রকারে পড়িবে। কিন্তু ফরয নামাযের ঐ রাকআতগুলিতে 'আলহামদু'র সহিত সূরা মিলান জরুরী নয়। এখন শেষ বৈঠক যাহার পর নামায শেষ করিবে উহাতে 'তাশাহুদ' এর পর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

"আল্লাহুমা সল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলে সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইব্‌রাহিমা অ আলা আলে ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্‌রাহীমা অ আলা আলে ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

"হে আল্লাহ! রহমত অবতীর্ণ করুন আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁহার আওলাদদিগের প্রতি। যেমন রাহমাত অবতীর্ণ করিয়াছেন আমাদের সরদার ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি এবং তাঁহার আওলাদদিগের প্রতি। অবশ্য আপনিই একমাত্র বুযুর্গ। আল্লাহ, বারকাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবতীর্ণ করুন আমাদের সরদার মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁহার বংশধরদিগের প্রতি। যেমন বারকাত অবতীর্ণ করিয়াছেন আমাদের সরদার ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি এবং তাঁহার বংশধরদিগের প্রতি। অবশ্য আপনিই একমাত্র বুযুর্গ।" - ইহার পর দুআ মাসুরা পাঠ করিবে-

"আল্লাহুম্মাগ ফিরলি অলি অলি দাইয়া অলিমানতা অলাদা অলি জামীইল মুমিনীনা অল মুমিনাতি অল মুসলিমীনা অল মুসলিমাতি আল আহ্ইয়াই মিনহুম অল আমওয়াতি ইন্নাকা মুজীবুদ দাওয়াতি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।"

"হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং যাহারা জন্ম নিবে এবং সমস্ত ইমানদার স্ত্রী-পুরুষ ও সমস্ত মুসলমান স্ত্রী-পুরুষকে এবং উহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত ও মৃত। অবশ্য আপনি আপনার রহমাতের সাদকায় দুআ কবুলকারী। হে সমস্ত দয়ালুদিগের দয়ালু।" অথবা অন্য কোন দুআ মাসুরা পাঠ করিবে। ইহার পর ডান কাঁধের দিকে মুখ করিয়া 'আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ' বলিবে। তারপর বামদিকে। এখন নামায শেষ হইয়া গেল। সালাম ফিরাইয়া ইমাম ডান দিকে অথবা বামদিকে মুখ করিবে। সালামের পর ইমামের ডান দিক অথবা বামদিকে ঘুরিয়া বসা সুন্নাত। (ফাতাওয়ায় মুস্তাফাবীয়া কঃ ২ পৃ ৩৬) কারণ, সালামের পর মুক্তাদির দিকে পছন করিয়া বসা মাকরুহ। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

নামাযের পরের দুআ

"আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অ মিনকাস্ সালামু অ ইলাইকা ইয়ার জিউস সালামু ফা হাইয়ে না রব্বানা বিস সালামি অ আদখিলনা দারাস সালামি অ তাবারাকতা রাব্বানা অ তাআ লাইতা ইয়াজাল জালালি অল ইকরাম।"

"হে খোদা আপনি শান্তির মালিক। আপনার নিকট হইতে শান্তি আসিয়া থাকে। শান্তি আপনার দিকেধাবিত হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে শান্তির সহিত বাঁচাইয়া রাখুন। আমাদিগকে শান্তির ভবনে প্রবেশ করান। হে আমাদের আল্লাহ আপনি বরকতের মালিক ও মহান। হে জালাল ও সম্মানের মালিক।"

মহিলাদের নামাযের বিশেষ মাসআলা

মহিলাগণ তাক্বীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে না। বরং কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। হাত নাভির নিচে বাঁধিবে না। বরং বাম হাতের তালু সিনার উপর ছাতির নিচে রাখা উহার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রখিবে। রুকুতে বেশি ঝুঁকিবেনা। বরং অল্প ঝুঁকিবে অর্থাৎ কেবল এই পরিমাণ ঝুঁকিবে যে, হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছাইয়া যায়। পিঠ সোজা করিবে না এবং হাঁটুতে জোর দিবে না। বরং কেবল হাত রাখিয়া দিবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিত রাখিবে এবং পা কিছু ঝুঁকাইয়া রাখিবে। পুরুষদিগের ন্যায় খুব সোজা করিবে না। মহিলাগণ যড়যড় হইয়া সিজ্দা করিবে। অর্থাৎ বাজু পাশাড়িতে লাগিয়া থাকিবে এবং পেট উরুর সহিত এবং উরু হাঁটুর নিচের মাংসপেশীর সহিত এবং উক্ত মাংস-পেশী জমীনের সহিত মিলিত রাখিবে এবং বৈঠকের সময় বাম পায়ের উপর বসিবে না। বরং দুই পা ডানদিকে বাহির করিয়া দিবে এবং বাম পাছার উপর বসিবে। মহিলাগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। ফরয এবং অয়াজিব যত নামায বিনা কারণে বসিয়া পড়িয়াছে। সেগুলির কাজা আদায় করিবে এবং তওবা করিবে। মহিলা পুরুষের ইমাম অবশ্য হইতে পারিবে না। কেবল মহিলাগণ জামায়াত করিলে ইহা মাকরূহ তাহরিমী এবং নাজায়েয হইবে। মহিলাগণের উপর জুমআ এবং দুই ঈদের নামায অয়াজিব নয়।

নামাযের শর্তাবলী

প্রশ্নঃ- নামাযের কতগুলি শর্ত আছে ?

উঃ- নামাযের ছয়টি শর্ত। যেগুলি ছাড়া নামায মোটেই হইবে না। (১) পবিত্রতা অর্থাৎ নামাযীর শরীর, কাপড় এবং যে স্থানে নামায পড়িবে, সেই স্থানের পবিত্র হওয়া। (২) লজ্জাস্থান অর্থাৎ পুরুষের নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পা ছাড়া সমস্ত দেহ ঢাকা। স্ত্রীলোক যদি এমন পাতলা রুমাল ঢাকিয়া নামায পড়ে, যাহাতে চুলের কালোত্ব দেখা যায়, তাহা হইলে নামায হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার উপর এমন কোন জিনিষ ঢাকিয়া না নেয় যে, যাহাতে চুলের রং ঢাকিয়া যায়। (আলমগিরী) (৩) ক্বিবলা মুখি অর্থাৎ নামাযে ক্বিবলার দিকে মুখ করা। যদি ক্বিবলার দিক নির্ণয় করিতে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কাহার নিকট জানিয়া নিবে। যদি অন্য কেহ উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে চিন্তা ভাবনার পর যেদিকে মন বলিবে সেদিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া নিবে। তারপর যদি নামাযের পর জানা যায় যে, ক্বিবলা অন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিক ছিল, তাহা হইলে কোন দোষ নাই। নামায হইয়া গিয়াছে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত) (৪) সময়, এতএব সময়ের পূর্বে নামায পড়িলে নামায হইবে না। যাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে অতিক্রম করিয়াছে। (৪) নিআত অর্থাৎ আন্তরিক খাঁটি ইচ্ছার সহিত নামায পড়া জরুরী এবং মৌখিক নিআতের শব্দগুলি বলিয়া নেওয়া মুস্তাহাব। ইহাতে আরবী নির্ধারিত নয়, উর্দু ইত্যাদিও হইতে পারে। এই প্রকার বলিবে "আমি নিআত করিয়াছি"। "আমি নিআত করিতেছি" বলিবে না। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত) (৬) তাক্বীরে তাহরীমাহ নামাযের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলা শর্ত।

শরীআতের প্রচলিত শব্দের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ফরয ও অয়াজিব কাহাকে বলে ?

উঃ- ফরয ঐ কর্মকে বলা হয় যে, উহা ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করা কঠিন গোনাহ এবং যে ইবাদাতের মধ্যে উহা থাকিবে সে ইবাদত উহা ছাড়া হইবে না। এবং অয়াজিব ঐ কর্ম যে, উহা ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করা গোনাহ এবং নামাযে ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করিলে নামায পুণরায় আদায় করা জরুরী এবং ভুল করিয়া ত্যাগ হইলে সাজদায়ে সাহু জরুরী।

প্রশ্নঃ- 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' এবং 'গায়ের মুয়াক্কাদাহ' কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' ঐ কর্মকে বলা হয় যাহা ত্যাগ করা খারাপ এবং করা সওয়াব এবং কোন সময় ত্যাগ করিলে নিন্দেনীয় এবং ত্যাগ করা অভ্যাস করিয়া নিলে আযাবের উপযুক্ত। 'সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ' ঐ কর্মকে বলা হয়। যাহা করা সাওয়াব এবং না করা যদিও অভ্যাস হয় তবুও নিন্দেনীয় নয়। কিন্তু শরীআতের নিকট অপছন্দ।

প্রশ্নঃ- মুস্তাহাব এবং মুবাহ কাহাকে বলা হয়?

উঃ- মুস্তাহাব উহাকে বলা হয়। যাহা করা সাওয়াব এবং না করায় কোন গোনাহ নাই। এবং মুবাহ ঐ কর্মকে বলা হয়। যাহা করা এবং না করা সমান।

প্রশ্নঃ- হারাম এবং মাকরুহ তাহরিমী কাহাকে বলে?

উঃ- হারাম ঐ কাজকে বলা হয়। যাহা ইচ্ছাকৃত একবার করা কঠিন গোনাহ এবং উহা হইতে বিরত থাকা ফরয এবং সাওয়াব। মাকরুহ তাহরিমী ঐ কাজকে বলা হয়। যাহা করায় ইবাদাত অসম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং পালনকারী গোনাহগার হইয়া যায়। যদিও উহার গোনাহ হারাম অপেক্ষা কম।

প্রশ্নঃ- মাকরুহ তানজিহী এবং খিলাফে আওলা কাহাকে বলা হয়?

উঃ- মাকরুহ তানজিহী ঐ কাজকে বলা হয়। যাহা করা শরীয়তের অপছন্দ এবং উহা হইতে বিরত থাকা উত্তম ও সাওয়াব খিলাফে আওলা ঐ কাজকে বলা হয়। যাহা না করা উত্তম এবং করায় কোন দোষ নাই এবং ডাঁট নাই।

নামাযের ফরয

প্রশ্নঃ- নামাযে কত জিনিষ ফরয রহিয়াছে?

উঃ- নামাযে ছয়টি জিনিষ ফরয। ক্বিয়াম, ক্বিরাত, রুকু, সাজদাহ, শেষ বৈঠক, নামায শেষ করা।

প্রশ্নঃ- ক্বিয়াম ফরয। উহার অর্থ কি?

উঃ- উহার অর্থ ইহাই যে, দাঁড়াইয়া নামায আদায় করা জরুরী। তাহা হইলে যদি কেহ বিনা কারণে বসিয়া নামায পড়িলে তাহা হইবে না। চাই স্ত্রীলোক হউক অথবা পুরুষ মানুষ। তবে নফল নামায বসিয়া পড়া জায়েয। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ক্বিরাত ফরয। উহার অর্থ কি?

উঃ- উহার অর্থ ইহাই যে, ফরযে দুই রাকআত এবং বিতির, সুন্নাত ও নফলের সমস্ত রাকআতে কোরআন শরীফ পাঠ করা জরুরী। তাহা হইলে যদি কেহ উহাতে কোরআন না পাঠ করে তাহা হইলে নামায হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোরআন শরীফ আস্তে পাঠ করিবার সব চাইতে নিম্ন দরজা কি?

উঃ- আস্তে পাঠ করিবার সব চাইতে নিম্ন দরজা ইহাই যে, নিজে শুনিব। যদি এই প্রকার আস্তে পাঠ করে যে, নিজেই শুনিতে না পায়। তাহা হইলে নামায হইবে না। (আলামগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- রুকুর সব চাইতে নিম্ন অবস্থা কেমন?

উঃ- রুকুর সব চাইতে নিম্ন অবস্থা ইহাই যে, হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে এবং পূর্ণ রুকু ইহাকে বলা হয় যে, পিঠ সোজা করিয়া রখিবে এবং মাথা পিঠের সমান রাখিবে। উঁচু নিচু রাখিবে না।

প্রশ্নঃ- সাজদার প্রকৃত অর্থ কি?

উঃ- সাজদার আসল অর্থ হইল কপাল মাটিতে চাপিয়া থাকা এবং পায়ের একটা আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা শর্ত। অর্থাৎ কমপক্ষে পায়ের একটা আঙ্গুলকে মুড়িয়া ক্বিবলার দিকে করা জরুরী। যদি কেহ এই প্রকার সাজদাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিল যে, দুই পা মাটি হইতে শূণ্য হইয়া রহিল। তাহা হইলে নামায হইল না। বরং কেবল আঙ্গুলের মাথা মাটিতে লাগিয়াছে। তবুও নামায হইবে না। (বাহারে শারীয়াত)

প্রশ্নঃ- কত আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা অয়াজিব?

উঃ- দুই পায়ের তিনটি তিনটি করিয়া আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা অয়াজিব।

প্রশ্নঃ- শেষ বৈঠকের অর্থ কি?

উঃ- নামাযের রাকআতগুলি পূর্ণ করিবার পর 'আত্তাহীয়াতু' হইতে 'অ রাসূলুহু পর্যন্ত পাঠ করিবার মত সময় বসা ফরয। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- নামায ভঙ্গ করিবার অর্থ কি?

উঃ- শেষ বৈঠকের পর নামায ভঙ্গকারী কোন কারণে ইচ্ছাকৃত করাকে নামায ভঙ্গ করা বলা হয়। কিন্তু সালাম ছাড়া নামায ভঙ্গকারী অন্য কোন কাজ ইচ্ছাকৃত করিলে নামায পুণরায় পড়া অয়াজিব। (বাহারে শারীআত)

নামাযের অয়াজিব

প্রশ্নঃ- নামাযের মধ্যে যে জিনিষগুলি অয়াজিব সেগুলি বর্ণনা করুন?

উঃ- নামাযে এই জিনিষগুলি অয়াজিব। তাকবীরে তাহরীমাতে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ হওয়া, 'আলহামদু' পাঠ করা, ফরযের প্রথম দুই রাকআতে এবং সুন্নাত, নফল এবং বিতিরের প্রত্যেক রাকআতে 'আলহামদু' এর সহিত সূরা অথবা তিনটি ছোট আয়াত মিলান, ফজর নামাযে প্রথম দুই রাকআতে 'ক্বিরাত' করা, সূরার পূর্বে আলহামদু হওয়া, প্রত্যেক রাকআতে সূরার পূর্বে আলহামদু পাঠ করা, আলহামদু ও সূরার মাঝখানে নতুন কোন জিনিষের ব্যবধান হওয়া, ক্বিরাতের পর শীঘ্রই রুকু করা, সাজদাতে দুই পায়ের তিনটি তিনটি করিয়া আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা, দুই সাজদার মাঝখানে কোন ব্যবধানকারী ফরয না হওয়া, তা'দীলে আরকান (নামাযের ফরযগুলি আস্তে আস্তে ঠিক মত আদায় করাকে 'তা'দীলে আরকান' বলা হয়) কাওমা। অর্থাৎ রুকু হইতে সোজা হইয়া দাঁড়ান, জালসা অর্থাৎ দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা, প্রথম বৈঠকে সম্পূর্ণ 'তাশাহ্হুদ' পাঠ করা, দুইবার 'আসসালাম' শব্দ বলা, বিতিরে 'দুআ কুনুত' পাঠ করা, কুনুতের তাক্বীর, দুই ঈদের ছয় তাক্বীর, দুই ঈদে

দ্বিতীয় রাকআতের রুকুর তাকবীর এবং ঐ তাক্বীরের জন্য 'আল্লাহু আকবার' শব্দ প্রত্যেক প্রকাশ্য নামাযে ইমামের ক্বিরাত পাঠ করা এবং অপ্রকাশ্য নামাযে আস্তে, প্রত্যেক অয়াজিব ও ফরয নিজ নিজ স্থানে হওয়া, প্রত্যেক রাকআতে একবার রুকু হওয়া এবং দুইবার সাজদাহ হওয়া, দ্বিতীয় সাজদার পূর্বে না বসা এবং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকআতে না বসা, সাজদার আয়াত পাঠ করিলে তিলওয়াতের সাজদা করা এবং ভুল হইয়া গেলে সাজদায়ে সাহু করা, দুই ফরয অথবা দুই অয়াজিব অথবা অয়াজিব ও ফরযের মাঝখানে তিনবার 'সুবহান আল্লাহ' বলিবার মত সময় বিলম্ব না হওয়া, ইমাম যখন ক্বিরাত পাঠ করিবে উচ্চ শব্দে অথবা আস্তে। তখন মুক্তাদির চুপ থাকা, ক্বিরাত ছাড়া সমস্ত অয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা।

নামাযের সুন্নাত

প্রশ্নঃ- নামাযের সুন্নাতগুলি বর্ণনা করুন?

উঃ- নামাযে সুন্নাতগুলি ইহাই- তাহরীমার জন্য হাত উঠান এবং হাতের আঙ্গুলগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া, তাকবীরের সময় মাথা নিচু না করা এবং হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলির পেট কিবলার দিকে রাখা, তাকবীরের পূর্বে হাত উঠান। অনুরূপ কুনুতের তাকবীর এ দুই ঈদের তাকবীরগুলিতে কান পর্যন্ত হাত নিয়ে যাইবার পর তাকবীর বলা, স্ত্রীলোকের কেবল কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠান, ইমামের 'আল্লাহু আকবার' 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' এবং সালাম উচ্চ শব্দে বলা, তাকবীরের পর হাত না উঠাইয়া শীঘ্র বাঁধিয়া নেওয়া, সানা, আউজু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' পাঠ করা, তারপর আউজু বিল্লাহ তারপর বিসমিল্লাহ এইগুলি পরপর বিলম্ব না করিয়া পাঠ করা, রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আজীম' বলা; হাঁটুগুলি হাত দিয়া ধরা এবং আঙ্গুলগুলি খুব পৃথক রাখা, স্ত্রীলোকের হাঁটুর উপর হাত রাখা এবং আঙ্গল পৃথক না রাখা, রুকুর অবস্থায় পিঠ খুব সমান রাখা, রুকু হইতে উঠিবার সময় হাত উঠাইয়া রাখা, রুকু হইতে উঠিবার সময় ইমামের 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলা, মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা, একা নামায আদায় কারীর জন্য দুই বলা, সাজদার জন্য এবং সাজদার হইতে উঠিবার জন্য 'আল্লাহু আকবার বলা, সাজদা করিবার জন্য প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে রাখিবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং সাজদা হইতে উঠিবার জন্য প্রথমে কপাল, তারপর নাক। তারপর হাত, তারপর হাঁটু মাটি হইতে উঠান, সাজদাতে বাজু পাশাড়ী হইতে এবং পেট উরু হইতে পৃথক থাকা, কুকুরের মত হাত মাটিতে বিছাইয়া না রাখা, স্ত্রীলোকের বাজু পাশাড়ির সহিত পেট রাণের সহিত রাণ পা ও হাঁটুর মধ্যবর্ত্তি মাংস পেশীর সহিত এবং মাংসপেশী মাটির সহিত মিলাইয়া রাখা, দুই সাজদার মাঝখানে তাশাহুদের ন্যায় বসা, হাত উরুর উপর রাখা, সাজদাতে হাতের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে থাকা এবং মিলিত থাকা, পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে থাকা, দ্বিতীয় রাকআতের জন্য পায়ের উপর ভর দিয়া হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া খাড়া হওয়া, বৈঠকে বাম পা বিছাইয়া দুই পাছা উহার উপর রাখিয়া বসা, ডান হাত রাণের উপর এবং বাম হাত বাম রাণের উপর রাখা এবং আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা, শাহাদাতের উপর ইংগিত করা, শেষ বৈঠকে 'তাশাহ্হুদ এর পর দরূদ শরীফ ও দুআ মাসুরা পাঠ করা। (দুর্রেমুখতার, বাহারে শারীয়াত)

ক্বিরাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করিবার পর সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায় এবং রুকুতে স্মরণ আসিলে কি করিবে?

উঃ- যদি সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায় এবং রুকুতে স্মরণ আসে তাহা হইলে দাঁড়াইয়া যাইবে এবং সূরা মিলাইবে। তারপর রুকু করিবে এবং শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- ফরযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গেলে কি করিবে?

উঃ- ফরযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলাইতে যদি ভুলিয়া যায় এবং রুকু করিবার পর স্মরণ আসে। তাহা হইলে শেষের দুই রাকআতে পাঠ করিবে এবং সাদজায়ে সাহু করিবে। মাগরিবের প্রথম দুই রাকআতে ভুলিয়া গেলে তৃতীয় রাকআতে পাঠ করিবে এবং একরাকআতের সূরা বাদ যাইবার জন্য শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীয়াত)

প্রশ্নঃ- যদি ফরযের প্রথম দুই রাকআতের মধ্যে কোন এক রাকআতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গেলে এবং রুকু করিবার পর স্মরণ আসিলে কি করিবে?

উঃ- তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতেহার সহিত সূরা মিলাইবে এবং

সাজদায়ে সাহু করিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি সুন্নাত অথবা নফলে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায় এবং রুকু করিবার পর সাজদা ইত্যাদিতে স্মরণ আসিবে কি করিবে?

উঃ- শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- প্রথম রাকআতে যে সূরা পাঠ করিয়াছে। ফের সেই সূরা দ্বিতীয় রাকআতে ভুলিয়া আরম্ভ করিলে কি করিবে?

উঃ- যে সূরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহাই পাঠ করিবে। ইচ্ছাকৃত এই প্রকার করা মাকরুহ তানজিহী। তবে যদি দ্বিতীয় রাকআত স্মরণ না থাকে তাহা হইলে দোষ নাই। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম সূরার উপরের সূরা পাঠ করিয়াছে অর্থাৎ প্রথমে 'ক্বুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ইন্না আ' তাইনাকা' পাঠ করিয়াছে তাহা হইলে কি হইবে?

উঃ- দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম সূরার উপরের সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা মাকরূহ তাহরিমী এবং গোনাহ। কিন্তু যদি ভুল করিয়া এই প্রকার হয়। তাহা হইলে না গোনাহ হইবে, না সাজদায়ে সাহু করিতে হইবে। (শামী)

প্রশ্নঃ- ভুল করিয়া দ্বিতীয় রাকআতে উপরের সূরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফের স্মরণ আসিয়াছে। তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যাহা আরম্ভ করিয়াছে তাহা শেষ করিবে, যদিও মাত্র একটি হরফ পাঠ করিয়াছে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীয়াত)

প্রশ্নঃ- প্রথমে 'আলাম তারা কায়ফা' এবং দ্বিতীয়তে ' লি ইলাফি' ত্যাগ করিয়া 'আরা আইতাল্লাজী' পাঠ করা কেমন?

উঃ- দ্বিতীয়তে একটি ছোট সূরা ছাড়িয়া পাঠ করা নিষেধ। এবং ভুল করিয়া আরম্ভ করিলে উহা সমাপ্ত করিয়া দিবে। ছাড়িয়া দেওয়ার অনুমতি নাই। (দুর্রে মুখতার)

জামাআত ও ঈমামাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- জামাআত ফরয অথবা অয়াজিব?

উঃ- জামাআত ওয়াজিব। জামাআতের সহিত নামায আদায় করিলে ২৭ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। বিনা কারণে একবার ত্যাগকারী গোনাহগার এবং ত্যাগ করিবার অভ্যাস করিলে ফাসিক। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- জামাআত ত্যাগ করিবার কারণ কি কি?

উঃ- অন্ধ, ল্যাংড়া, ওমন বৃদ্ধ হওয়া অথবা রোগী হওয়া, যেকোন মসজি যাইতে অক্ষম। প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা অত্যন্ত কাদা হওয়া প্রচণ্ড হাওয়া অথবা কঠি অন্ধকার অথবা কঠিন ঠাণ্ডা হওয়া এবং পায়খানা অথবা পেশাবের অত্যন্ত বে হওয়া ইত্যাদি। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- ইমাম হইবার সব চাইতে উপযুক্ত কে?

উঃ- ইমাম হইবার সব চাইতে উপযুক্ত মানুষ তিনি। যিনি নামায ও পবিত্রতা মসলা সবল চাইতে বেশি জ্ঞান রাখেন। তারপর ঐ ব্যক্তি যিনি তাজবীদ অর্থা ক্বিরাতের জ্ঞান বেশি রাখেন, যদি অনেকগুলি মানুষ ঐ সমস্ত জিনিষে সমা হইয়া যান। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বেশি উপযুক্ত হইবেন যিনি বেশি পরহিজগার যদি উহাতে সবাই সমান হইয়া যান। তাহা হইলে যাহার বয়স বেশি হইবে তারপর যাহার চরিত্র সব চাইতে ভাল হইবে। তারপর বেশি তাহাজ্জুদ পা আদায়কারী। আসল কথা হইল যে, কয়েকজন মানুষ সমান পর্যায়ের হইলে উহাদের মধ্যে শরীআত যাহাকে বেশি উপযুক্ত বলিবে সেই বেশি উপযুক্ত হইবে (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন মানুষগুলিকে ইমাম করা গোনাহ ?

উঃ- ফাসিকে মু'লিন অর্থাৎ মদ পানকারীকে, জুয়াড়ী, জেনাকার, সুদখোর চুগলখোর, এবং দাড়ি খণ্ডনকারী অথবা যে দাড়ি কাটিয়া এক মুষ্টির কম রাখে ঐ বদ্ মাজহাব মানুষ যাহার বদ্মাজহাবী কুফরের সীমায় পৌছায় নাই। ঐ সমস্ত মানুষকে ইমাম করা গোনাহ এবং উহাদের পশ্চাতে নামায আদায় করা মাকরূহ তাহরিমী। পুণরায় আদায় করা অয়াজিব। (দুর্রে মখিতার, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- অহাবী, দেওবন্দীর পশ্চাতে নামায পড়া কেমন?

উঃ- অহাবী দেওবন্দীর আক্বীদাহ কুফরী যথা, উহাদের আক্বীদাহ ইহাই যে যেমন ইল্ম হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের রহিয়াছে, তেমন ইল্ম শিশু পাগল এবং জানোয়ারেরও রহিয়াছে। যথা, উহাদের নেতা মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী নিজ কিতাব হিফজুল ঈমানের ৮ পৃষ্ঠায় হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের জন্য সমস্ত ইল্মে গায়েব অস্বীকার করত কেবল আংশিক ইল্মে গায়েব সম্পর্কে এই প্রকার লিখিয়াছেন- "ইস্ যে হুযূর কি কেয়া তাখসীস হ্যায় এ্যায়সা ইল্ম তু যায়েদ অ উমার বালকেহ্ হার সাবী অ মাজনুন বালকেহ্ জামীয়ে

হায়ওয়ানাত অ বাহাইম কে লিয়ে ভি হাসেল হ্যায়।" ইহাতে হুযূরের কি বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই প্রকার ইল্ম তো যায়েদ, উমার বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল বরং সমস্ত হায়ওয়ান ও চতুষ্পদের জন্যও রহিয়াছে। (নাউজু বিল্লাহি মিন জালিক)

এই প্রকার উহাদের নেতাদের কিতাবে বহু কুফরী আক্বীদাহ রহিয়াছে।[১] যেগুলিকে উহারা হক্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই কারণে উহাদের পশ্চাতে নামায পড়া নাজায়েয ও গোনাহ। যদি কেহ ভুল করিয়া পড়িয়া নেয়। তাহা হইলে পুনরায় আদায় করিয়া নিবে। যদি পুণরায় আদায় না করে৷ তাহা হইলে গোনাহগার হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন মানুষগুলিকে ইমাম করা মাকরুহ?

উঃ- অশিক্ষিত, অন্ধ, জারজ, বোকা (তরুণ, যাহার প্রাপ্ত বয়স্ক হইবার নিদর্শন প্রকাশ হয় নাই।) কুষ্ঠরোগী, অর্ধাঙ্গ রোগী, সাদা কুষ্ঠরোগী যাহার কুষ্ঠ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্তকে ইমাম করা মাকরুহ তানজিহী এবং মাকরুহ ঐ সময় হইবে। যখন জামাআতে উহাদের থেকে ভাল অন্য কেহ থাকিবে। আর যদি এই ঈমামের উপযুক্ত হয়। তাহা হইলে মাকরুহ হইবে না। অন্ধের ঈমামতীকে সামান্য মাকরুহ আছে। (বাহারে শরীআত)

[১] যাহার কারণে ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বরেলবী, আশরাফ আলী থানুবী, রশীদ আহমাদ গাংগুহী আরো কায়েকজন, দেওবন্দীকে ইসলামী বিধানানুযায়ী কাফের বলিয়া ফতওয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা ১৯০৩ সালে 'আলমু' তামাদুল মুস্তানাদ' নামে পাটনা হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফ্তীগণ গভীর চিন্তা করিবার উক্ত ফতওয়ার স্বপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা ১৯০৭ সালে 'হোসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। অখণ্ডভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেম উক্ত ফতওয়ার সমর্থণে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যাহা ১৯২৭ সালে 'আস্সাওয়ারিমুল রিমুল হিন্দীয়া, নামে মুদ্রিত হইয়াছে। - দেওবন্দীরা এই মহান ফতওয়ার বিপক্ষে ১৯৮৬ সালে ১২ ই জুন ফয়জাবাদের কোর্টে মুকাদ্দামা আরম্ভ করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালে ২৫ শে সেপ্টেম্বর কোর্ট দেওবন্দীদের বিপক্ষে রায় ঘোষণা করিয়াছিল । তখন উহারা পুনোর্বিবেচনার জন্য আপিল করিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে ২৮ শে এপ্রিল কোর্ট পূর্বের রায় বহাল রাখিয়া দেওবন্দীদের আপিল নিষ্প্রাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। মোট কথা, উলামায়ে দেওবন্দ ইসলামী আদালত ও কোর্ট কাছারী হইতে কাফের প্রমাণিত হইয়াছে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামায ভঙ্গকারী জিনিষ

প্রশ্নঃ- কোন জিনিষগুলিতে নামায ভঙ্গ হইয়া যায়?

উঃ- কথা বলায় চাই ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল করিয়া অথবা ভ্রমে। নিজ আনন্দে কথা বলিলে অথবা বাধ্য হইয়া সর্ব অবস্থায় নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। মুখে কাহা সালাম করিলে, চাই ইচ্ছাকৃত হইক অথবা ভুল বশতঃ হউক দিলেও নামায ভঙ্গ হইয়া হইবে। কাহার হাঁচির উত্তরে 'ইয়ার হামু কুমুল্লাহ' বলিলে অথবা আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনিয়া উত্তরে 'সুবহানাল্লাহ' বলিলে অথবা খারাপ সংবাদ শুনিয়া উত্তরে 'ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলিলে, এই সমস্ত অবস্থায় নামায ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিজের হাঁছি আসিয়া যায়। তাহা হইলে হুকুম ইহাই যে, চুপ করিয়া থাকিবে। যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিয়া থাকে তাহা হইলেও নামাযে ক্ষতি হইলে না। মুসাল্লী নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকেলোকমা দিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অনুরূপ নিজের মুক্তাদী ছাড়া অন্যের লোকমা নিলেও নামায ভঙ্গ হইয়া যায়। অনুরূপ 'আল্লাহ আকবার' এর 'রে' কে 'দাল' পড়িলে নামায ভঙ্গ হইয়া যায় এবং 'নাস্তাঈন' কে 'আলিফ' এর সহিত 'নাস্তাঈন' পাঠ করিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যায় এবং 'আন আম্‌তা' এর তে এর জবরের পরিবর্তে জের অথবা পেশ পড়িলে নামায ভঙ্গ হইয়া যায়। 'আহাহ', 'উউহ', 'উফ', 'তুফ' বেথা অথবা বিপদের কারণে বলিলে অথবা স্বশব্দে কাঁদিলে এবং অক্ষর তৈরী হইলে, ঐ সমস্ত অবস্থায় নামায ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু যদি রোগীর মুখ হইতে অনিচ্ছায় 'আহ' অথবা 'উউহ' বাহির হইলে নামায ভঙ্গ হইবে না। অনুরূপ হাঁচি, কাশি, হাই এবং ঢেকুর উঠিলে যত অক্ষর অনিচ্ছায় প্রকাশ হইয়া থাকে, উহা মাফ। দাঁতের ভিতর খাদ্যের কোন জিনিষ রহিয়া গিয়াছিল। তাহা গিলিয়া নিয়াছে। যদি উহা চানা অপেক্ষা কম হয়। তাহা হইলে নামায মাকরুহ হইবে। আর যদি চানার সমান হয়। তাহা হইলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। মহিলা নামায পড়িতেছিল, শিশু উহার স্তন চুসিয়াছে। যদি দুধ বাহির হয় তাহা হইলে নামায ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নামাযীর সম্মুখ থেকে অতিক্রম করিলে নামায ভঙ্গ হয় না। চাই অতিক্রম কারী পুরুষ হউক অথবা মহিলা। অবশ্য অতিক্রমকারী কঠিন গোনাহগার হইবে। হাদীস শরীফে আছে - নামাযীর সামনে থেকে অতিক্রমকারী যদি জানিত যে, উহাতে কত গোনাহ! তাহা হইলে অতিক্রম করা অপেক্ষা জমীনে ধসিয়া যাওয়া উত্তম জানিত। (আলমগিরী, দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ডান পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল নিজ স্থান হইতে হটিয়া গেলে কি নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে?

উঃ- ভঙ্গ হইবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহা প্রচার রহিয়াছে যে, "ডান পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল নিজ স্থান হইতে হটিয়া গেলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে।" (দুর্রে মুখতার)

নামাযের মাকরূহ

প্রশ্নঃ- নামাযের ভিতরে যে সমস্ত জিনিষগুলি মাকরুহ সেগুলি বর্ণনা করুন?

উঃ- কাপড়, শরীর অথবা দাড়ির সঙ্গে খেলা করা, কাপড় গুটানো যথা, সাজদায় যাইবার সময় সমগ্র অগ্র অথবা পশ্চাত হইতে উঠাইয়া নেওয়া, কাপড় ঝুলান অর্থাৎ মাথায় অথবা কাঁধের উপর এই প্রকারে ফেলা যে, দুই ধার ঝুলিতে থাকা, কোন আস্তিন অর্থ হাতের অধিক উঠান, আঁচল গুটিয়ে নামায পড়া, পায়খানা ও পেশাবের কঠিন বেগ বুঝিতে পারিবার সময় অথবা বাত কর্মের চাপ থাকিবার সময় নামায পড়া, পুরুষের রুমাল বাঁধিয়া নামায পড়া, আঙ্গুল মটকান, আঙ্গুলে পাক লাগান, কোমরের উপর হাত রাখা, এদিক সেদিক মুখ ঘুরাই দেখা, আকাশের দিকে তাকান, 'তাশাহ্‌হুদ' অথবা দুই সাজদার মাঝখানে কুকুরের ন্যায় বসা, পুরুষের সাজদাতে হাত বিছাইয়া রাখা, কোন মানুষের মুখের সামনে নামায পড়া, কাপড়ের মধ্যে এই প্রকার জড়িয়ে থাকা যে, হাত বাহির না হয়, এই প্রকার পাগড়ী পরিধান করা যে, মাথার মাঝখান খালী থাকা, নাক এবং মুখ ঢাকা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে কাশা, ইচ্ছাকৃত হাই উঠান, অনিচ্ছায় আসিলে দোষ নাই, যে কাপড়ে প্রাণীর ছবি আছে তাহা পরিধান করিয়া নামায পড়া, নামাযীর মাথার উপর ছবি অর্থাৎ ছাদের উপর অথবা লটকান থাকা অথবা সাজদার স্থানে থাকা যাহার উপর সাজদা পড়িবে, নামাযীর সামনে অথবা দানদিকে অথবা বামদিকে অথবা পিছনে ছবি থাকা, যখন উহা লটকান অথবা পোঁতা অথবা দেওয়াল ইত্যাদিতে অংকিত থাকা, কোরআন মাজীদ উল্টা পাঠ করা, ক্বিরাত রুকুতে শেষ করা, ইমামের পূর্বে মুক্তাদির রুকু ও সাজদা ইত্যাদিতে যাওয়া, অথবা উহার পূর্বে মুক্তাদির রুকু ও সাজদা ইত্যাদিতে যাওয়া, অথবা উহার পূর্বে মাথা উঠান, এই সমস্ত জিনিষ মাকরুহ তাহরিমী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিতিরের বিবরণ

প্রশ্নঃ- বিতিরের নামায কি প্রকারে পড়িতে হয়?

উঃ- যে প্রকারে অন্য নামায পড়া হইয়া থাকে। সেই প্রকারে বিতিরের নামাযও পড়িতে হয়। কিন্তু বিতিরের তৃতীয় রাকআতে 'আলহামদু' এবং সূরা পাঠকরিবার পর ক্বান পর্যন্ত হাত নিয়ে যাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত নামাইয়া নাভির নিচে বাঁধিবে। তারপর দুআ কুনুত পাঠ করিবে। ফের ইহার পর অন্য নামাযের ন্যায় রুকু এবং সাজদাহ ইত্যাদি করিয়া সালাম ফিরাইয়া দিবে। দুআ কুনুত হইই -

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা অ নাস্তাগ ফিরুকা অনু'মিনু বিকা অনা তাওয়াক্ কালু আলাইকা অনুসনি আলাইকাল খায়রা অ-নাশকুরুকা অলা নাক ফুরুকা অ নাখ লাউ অ-নাতরুকু মাই ইয়াফ জুরুকা আল্লাহুম্মা ই'য়াকা না'বুদু অলাকা নুসাল্লী অ নাসজুদু অইলাইকা নাসয়া অ-নাহফিদু অ-নারজু রাহমাতাকা অ-নাখশা আজা বাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্।" "হে আল্লাহ, আমরা তোমার নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়াছি এবং ক্ষমা চাহিয়াছি এবং তোমার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং তোমার উপর নির্ভর করিতেছি এবং সমস্ত মঙ্গলের সহিত তোমার প্রশংসা করিতেছি এবং সমস্ত মঙ্গলের সহিত তোমার প্রশংসা করিতেছি এবং আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং কুফরী করিতেছি না এবং আমরা পৃথক হইতেছি এবং ঐ ব্যক্তি ত্যাগ করিতেছি যে তোমার সহিত গোনাহ করিয়া থাকে। হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ঈবাদাত করিতেছি এবং তোমারই জন্য নামায পড়িতেছি এবং সাজদা করিতেছি এবং তোমার রহমাতের আশা করিতেছি এবং তোমার আজাব হইতে ভয় করিতেছি। অবশ্য তোমার আযাব কাফেরদের গ্রাস করিবে।"

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তির দুআ কুনুত মুখস্ত নাই সে কি করিবে?

উঃ- যে ব্যক্তির দুআ কুনুত মুখস্ত নাই সে এই দুআ পাঠ করিবে-

"আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন ইয়া হাসানাতাঁউ অ
ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অকিনা আজাবান্নার।"

হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল দান কর এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে বাঁচাও।

প্রশ্নঃ- যদি দুআ কুনুত পাঠ না করি তাহা হইলে কি হুকুম আছে?

উঃ- যদি ইচ্ছাকৃত দুআ কুনুত পাঠ না করে। তাহা হইলে বিতিরের নামায পুণরায় পড়িবে এবং যদি ভুল করিয়া না পড়ে, তাহা হইলে শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি দুআ কুনুত পাঠ করিতে ভুলিয়া যায় এবং রুকুতে স্মরণ আসে তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যদি দুআ কুনুত পাঠ করিতেভুলিয়া যায় এবং রুকুতেস্মরণ আসে। তাহা হইলে পুণরায় দাঁড়াইবে না এবং রুকুতেও পাঠ করিবে না। বরং শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে।

সুন্নাত ও নফলের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ?

উঃ- ফজরের পূর্বে দুই রাকআত, জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত, মাগরিবের ফরজের পর দুই রাকআত, ঈশার ফরজের পর দুই রাকআত, জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত। ঐ সুন্নাতগুলিরে 'সুনামুল হুদা'ও বলা হয়। (বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- কত নামায সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ?

উঃ- আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত, ঈশার ফরজের পূর্বে চার রাকআত, জোহরের ফরজের পর দুই রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত, অনুরূপ ঈশার ফরজের পর দুই রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত। মাগরিবের পর ছয় রাকআত, সলাতুল আওয়াবীন, দুই রাকআত তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ, দুই রাকআত তাহ্ইয়াতুল ওযূ, দুই রাকআত নামাযে ইশরাক, কমপক্ষে দুই রাকআত, কমপক্ষে দুই রাকআত নামাযে তাহাজ্জুদ এবং সব চাইতে বেশি আট রাকআত, সলাতুত তাস্বীহ, নামাযে ইস্তেখারাহ এবং নামাযে হাজাত ইত্যাদি। ঐ সমস্ত সুন্নাতকে 'সুনানুজ জাওয়ায়েদ' এবং কখন মুস্তাহাব বলা হয়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- জামাআত দাঁড়াইয়া যাইবার পর কোনা সুন্নাত আরম্ভ করা জায়েয অথবা নাজায়েয?

উঃ- জামাআত দাঁড়াইয়া যাইবার পর ফজরের সুন্নাত ছাড়া কোন সুন্নাত আরম্ভ করা জায়েয নয়। যদি জানা যায় যে, ফজরের সুন্নাত পড়িবার পর জামাআত পাওয়া যাইবে। যদিও বৈঠকের অবস্থায় যোগ দেওয়া হাইবে। তাহা হইলে সুন্নাত পড়িয়া নিবে। কিন্তু লাইনে দাঁড়াইয়া পড়া জায়েয নয়। বরং লাইন হইতে দূরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরিয়া পড়িবে। (গুনিয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন সময়গুলিকে নফল নামায পড়া জায়েয নয়?

উঃ- উদয়, অস্ত, দুপুর। ঐ তিন সময় কোন নামায জায়েয নয়। না ফরজ, না অয়াজীব, না নফল। তবে যদি ঐ দিনের আসরের নামায না পড়া হইয়া থাকে। তাহা হইলে সূর্য অস্ত যাইবার সময় পড়িয়া নিবে। ফজর উদয় হইতে সূর্য উদয়ের মাঝখানে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া তাহিয়াতুল মাসজিদ এবং তাহিয়াতুল ওযূ ইত্যাদি কোন নফল জায়েয নয়। আসরের নামায হইতে মাগরিবের ফরজ পড়িবার মাঝখানে নফল পড়া নিষেধ। অনুরূপ খুতবার সময় এবং দুই ঈদের নামাযের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ। চাই বাড়ীতে পড়ুক অথবা ঈদগাহে অথবা মসজিদে এবং দুই ঈদের নামাযের পরও ঈদগাহে অথবা মসজিদে নফল নামায পড়া মাকরুহ। বাড়ীতে পড়া মাকরুহ নয়।

(আলামগিরী, দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- নফল নামায বসিয়া পড়িতে পারে অথবা পারে না?

উঃ- বসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু শক্তি থাকিলে দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- যদি নফল নামায বসিয়া পড়ে। তাহা হইলে রুকু ও সাজদাহ কি প্রকার করিবে?

উঃ-বসিয়া পড়িলে রুকু করিবার সময় কপাল ঝুকাইয়া হাঁটুর সামনে আনিবে এবং পাছা উঠাইবে না। কারণ মাকরুহ তানজিহী। (ফাতওয়ায় রাজবিয়া) এবং সাজদাহ ঐ প্রকার করিবে। যেমন দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার অবস্থায় করা হয়।

তাহীয়াতুল ওযূ

মুসলিম শরীফে আছে - হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করিবে এবং ভাল করিয়া ওযূ করিবে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভাবে ধ্যানের সহিত দুই রাকআত (তাহীয়াতুল ওযূ) পড়িবে। তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়।

ইশরাকের নামায

তিরমিজী শরীফে আছে- হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সহিত পড়িয়া আল্লার জিকির করিতে থাকিবে এবং সূর্য উঁচু হইয়া যাইবার পর দুই রাকআত (ইশরাকের নামায পড়িবে। তাহা হইলে সে পূর্ণ হজ্জ ও উমরার সওয়াব পাইবে।

চাশ্‌তের নামায

চাশতের নামায মুস্তাহাব। কমপক্ষে দুই এবং সব চাইতে বেশি বার রাকআত। তিরমিজী এ ইবনে মাজাতে আছে- হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চাশ্‌তের দুই রাকআত নিয়মিত পড়িবে। তাহার গোনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে। যদিও সমুদ্রের সমান হয়।

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদের নামাযের সময় ঈশার নামাযের পর শয়ন করিয়া উঠিবার পর হইতে সুবাহ সাদেক হওয়া পর্যন্ত। তাহাজ্জুদের নামায কমপক্ষে দুই রাকআত। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হইতে আট রাকআত পর্যন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে এই নামাযের বড় ফজিলত আসিয়াছে। নাসায়ী ও ইবনো মাজা নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি রাতে জাগিয়া নিজ স্ত্রী পুত্রকে জাগাইয়া দিয়া দুই রাকআত নামায পড়িবে। তাহা হইলে তাহার নাম অধিক স্মরণকারীদিগের মধ্যে লেখা হইবে।

সলাতুত তাসবীহ

'সলাতুত্ তাসবীহ'তে অসীম সওয়াব রহিয়াছে। কিছু মুহাক্কিকগণ বলিয়াছেন যে, উহার সওয়াব শ্রবণ করিয়া একমাত্র দ্বীনি ব্যাপারে অলস ব্যক্তি ছাড়া কেহ উহা ত্যাগ করিবে না। হাদীস শরীফে আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত আব্বাসকে বলিয়াছেন যে, হে চাচা! যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহা হইলে 'সলাতুত্ তাসবীহ প্রত্যেক দিন একবার পড়িবে। আর যদি প্রত্যেক দিন সম্ভব না হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জুমআয় এক বার করে পড়িবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মাসে একবার পড়িবে। আর ইহাও সম্ভব না হইলে বৎসরে একবার। আর ইহাও সম্ভব না হইলে জীবনে একবার।

তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক হইতে এই নামাযের নিয়ম এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। তাকবীরে তাহরিমার পর সানা পাঠ করিবে। তারপর ১৫ বার এই তাসবীহ পাঠ করিবে - 'সুবহানাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহু আকবার।" তারপর 'আউজু বিল্লাহ', বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহা এবং সূরা পাঠ করিয়া দশবার উপরের তাসবীহ পাঠ করিবে। তারপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

রুকু করিবে এবং রুকুতে দশবার পাঠ করিবে। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইবে এবং 'সামিআল্লা' ও 'রাব্বানা লাকাল' এরপর ঐ তাসবীহ দশবার পাঠ করিবে তারপর সাজদায় যাইবে এবং উহাতে দশবার পাঠ করিবে। তারপর সাজদা হইতে মাথা উঠাইয়া দশবার পাঠ করিবে। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাইবে এবং দশবার পাঠ করিবে। এই প্রকারে চার রাকআত পড়িবে এবং রুকু ও সাজদায় 'সুবহানা রব্বিয়াল আজীম এবং 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলিবার পর তাসবীহগুলি পাঠ করিবে।

হাজাতের নামায

আবু দাউদ শরীফে আছে। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সামনে কোন কঠিন জিনিষ চলিয়া আসিত। তখন তিনি উহার জন্য দুই অথবা চার রাকআত নামায পড়িতেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং তিনবার আয়াতুল কুরসী পড়িবে এবং বাকী তিন রাকআতে সূরা ফাতিহা, 'কুল আউজু বি-রব্বিন নাস' একবার একবার করিয়া পড়িবে। তাহা হইলে ইহা শবে ক্বদরে চার রাকআত পড়িবার ন্যায় হইবে। আউলিয়াগণ বলিয়াছেন যে, আমরা এই নামায পড়িয়াছি এবং আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া দিয়াছে।

তারাবীহ নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- তারাবীহ সুন্নাত অথবা নফল?

উঃ- তারাবীহ পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। উহা ত্যাগ করা জায়েয নয়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- তারাবীহ কত রাকআত ?

উঃ- তারাবীহ ২০ রাকআত। (কুড়ি রাকআত তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। হযরত উমার ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু সমস্ত সাহাবাগণকে লইয়া কুড়ি রাকআত তারাবীর উপর ইজমা করিয়াছিলেন। (বাদায়ে উস্ সানায়ে ১ম খঃ ২৮৮ পৃঃ, মির্কাত ২য় খঃ ১৭৫ পৃঃ) আরাম প্রিয় গায়ের মুকাল্লিদ, লা মাজহাবী সম্প্রদায় ২০ রাকয়াতের বিরোধিতা করতঃ কেবল আট রাকআত পড়িয়া থাকে। বর্তমানে উহাদের অনুকরণে জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামাআত অনেক স্থানে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা প্রত্যেকেই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।) (অনুবাদক)

প্রশ্নঃ- ২০ রাকআত তারাবীহের মধ্যে কি কৌশল রহিয়াছে?

উঃ- কুড়ি রাকআত তারাবীদের মধ্যে কৌশল ইহাই যে, সুন্নাত দ্বারা ফরয এবং ওয়াজিব পূর্ণ হইয়া থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরজ ও ওয়াজিব মোট ২০ রাকআত। তাহা হইলে উচিত হইল যে, তারাবীহ ২০ রাকআত হউক। তাহা হইলে পূর্ণকারী সুন্নাতের সংখ্যা এবং যেগুলি পূর্ণ হইবে অর্থাৎ ফরজ ও ওয়াজিবের রাকআতের সংখ্যা সমান হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- তারাবীহের কুড়ি রাকআত কি প্রকারে পড়িতে হইবে?

উঃ- কুড়ি রাকআত দশ সালামে পড়িতে হইবে। অর্থাৎ প্রতেক দুই রাকআতে সালাম ফিরাইবে এবং প্রত্যেক চার রাকআতের পর চার রাকআত নামায পড়িতে যতক্ষণ সময় লাগে। ততক্ষন সময় বসা মুস্তাহাব।

(দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- তারাবীহের নিয়াত কি প্রকারে করিতে হইবে?

উঃ- আমি নিআত করিয়াছি। দুই রাকআত রসূলুল্লাহর সুন্নাত নামাযের আল্লাহ তাআলার জন্য। (মুক্তাদী হইলে আরো এতটুকু বেশি বলিবে 'এই ইমামের পশ্চাতে) আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- তারাবীহতে বসিবার অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিবে অথবা কিছু পাঠ করিবে?

উঃ- চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে অথবা কলেমা অথবা দরুদ শরীফ পাঠ করিবে এবং সাধারণ ভাবে দুআ পাঠ করা হইয়া থাকে -

"সুবহানা জিল মুলকি অল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি অল আজমাতি অল হাইবাতি অল কুদরাতি অল কিবরিইয়ায়ী অল জাবারুতি সুহানাল মালিকিল হাই ইল্লাজি লা ইয়া নামু অলাইয়া মুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা অরব্বুল মালা ইকাতি অররুহি।"

প্রশ্নঃ- তারাবীহ জামাআতে পড়া কেমন?

উঃ- তারাবীহ জামাআতে পড়া সুন্নাতে কিফাইয়া। অর্থাৎ যদি মসজিদে তারাবীহের জামাআত না হয়। তাহা হইলে মহল্লার সমস্ত মানুষ গোনাহগার হইবে। আর যদি কিছু মানুষ মসজিদে জামাআতের সহিত পড়িয়া নেয় তাহা হইলে সবার দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। (আলমগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- তারাবীহতে কোরআন মাজীদ খতম করা কেমন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উঃ- পূর্ণ মাসে তারাবীহতে একবার কোরআন মাজীদ খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং দুইবার খতম করা উত্তম এবং তিন বার খতম করা অত্যন্ত বেশি ফজীলত। তবে শর্ত ইহাই যে, মুক্তাদিদের কষ্ট না হয়। কিন্তু একবার খতম করায় মুক্তাদিদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করা হইবে না। (বাহারে শারীআত, দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- বিনা কারণে বসিয়া তারাবীহ পড়া কেমন ?

উঃ- বিনা কারণে বসিয়া তারাবীহ পড়া মাকরুহ। বরং অনেক ফকীহগণের নিকট নামাযই হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- অনেক মানুষ রাকআতের প্রথম হইতে অংশগ্রহণ করে না। বরং যখন ইমান রুকুতে যাইতে আরম্ভ করে তখন অংশ গ্রহণ করে। উহাদের জন্য কি নির্দেশ রহিয়াছে।

উঃ- নাজায়েজ। এই প্রকার অবশ্য করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে মুনাফিকদের অনুকরণ পাওয়া যায়। (গুনিয়া, বাহারে শারীআত)

কাযা নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- 'আদা' ও 'কাযা' কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- কোন ঈবাদাত উহার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করাকে 'আদা' বলা হয়। এবং সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর করাতে 'কাযা' বলা হয়।

প্রশ্নঃ- কোন নামাযের কাযা জরুরী ?

উঃ- ফরজ নামাযগুলির কাযা ফরজ। বিতেরের কাযা ওয়াজিব। ফজরের সুন্নাত যদি ফরজের সহিত কাযা হয় এবং যাওয়ালের পূর্বে পড়ে, তাহা হইলে ফরজের সঙ্গে সুন্নাতও পড়িবে এবং যাওয়ালের পর পড়িলে সুন্নাতের কাযা নেই। আর যদি ফজরের ফরজ নামায পড়িয়া নেয় এবং সুন্নাত রহিয়া যায়। তাহা হইলে কুড়ি মিনিট দিন প্রকাশ হইবার পূর্বে উহার কাযা পড়া গোনাহ। জোহর ও জুমআর পূর্বের সুন্নাতগুলি কাযা হইয়া গেলে এবং ফরজ পড়িয়া নেওয়ার পর যদি সময় শেষ হইয়া যায়। তাহা হইলে ঐ সুন্নাতগুলির কাযা করিতে হইবে না। আর যদি সময় বাকী থাকে তাহা হইলে পড়িবে এবং উত্তম ইহাই যে, শেষের সুন্নাতগুলি পড়িবার পর পড়িবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- কাযা নামায কোন সময় পড়া উচিৎ?

উঃ- ছয় অথবা উহার বেশি কাযা পড়িবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

তবে শীঘ্র পড়া উচিত। বিলম্ব করা উচিৎ নয়। সারা জীবন যখন পড়িবে দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। কিন্তু সূর্য উদয়, অস্ত এবং যাওয়ালের সময় কাযা নামায পড়া জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ- যদি পাঁচ অথবা উহার কম নামায কাযা হয়, তাহা হইলে উহা কখন পড়া উচিৎ?

উঃ- যে ব্যক্তির পাঁচ অথবা উহার কম নামায কাযা হইয়াছে। সে ব্যক্তি সাহেবে তারতীব, উহার প্রতি জরুরী যে, সময়ের নামাযের পূর্বে কাযা নামাযগুলি ধারাবাহিক পড়িবে। যদি সময় থাকা সত্ত্বেও সময়ের নামায প্রথমে পড়িয়া নেয়। তাহা হইলে হইবে না। এই মসলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'বাহারে শারীআত দেখা উচিৎ।

প্রশ্নঃ- যদি কোন নামায কাযা হইয়া যায় যথা ফজরের নামায, তাহা হইলে নিআত কি প্রকারে করিতে হইবে?

উঃ- যেদিন এবং যে সময়ের নামায কাযা হইয়া গিয়াছে। কাযাতে সেই দিন এবং সময়ের নিআত জরুরী। যথা, যদি জুমআর দিন ফজরের নামায কাযা হইয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রকারে নিআত করিবে- 'আমি নিআত করিয়াছি জুমআর দিনের ফজরের দুই রাকআত কাযা ফরজ নামাযের'। আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ আকবার। ইহার প্রতি অন্য নামাযগুলির অনুমান করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি এক মাস দুই মাস অথবা এক বৎসর দুই বৎসরের নামায কাযা হইয়া যায়, তাহা হইলে নিআত কিভাবে করিবে?

উঃ- এই রকম অবস্থায় যে নামায যথা, যোহর নামায কাযা পড়িতে হইবে। তাহা হইলে এই প্রকারে নিআত করিবে - আমি নিআত করিয়াছি, চার রাকআত কাযা নামাযের। যাহা আমার দয়িত্বে বাকি রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম যোহরের নামাযের, আল্লাহ তাআলার জন্য, আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'। আর যদি মাগরিবের পড়িতে হয়, তাহা হইলে এই প্রকার নিআত করিবে - আমি তিন রাকআত কাযা নামাযের নিআত করিয়াছি, যাহা আমার দয়িত্বে বাকী রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম মাগরিবের ফজরের আল্লাহ তাআলার জন্য। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার। এই নিয়মের উপর কাযা নামাযের নিআতগুলি অনুমান করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- কাযা নামাযের রাকআতগুলি কি খালী এবং ভরা অর্থাৎ বিনা সূরাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং সূরার সহিত পড়িতে হইবে?

উঃ- হ্যাঁ, যে রাকআতগুলি 'আদা'তে সূরার সহিত পড়া হইয়া থাকে, সেগুলি কাযাতেও সূরার সহিত পড়িতে হইবে। এবং যে রাকআতগুলি 'আদা'দে বিনা সূরায় পড়া হইয়া থাকে। সেগুলির কাযাতেও বিনা সূরাতে পড়িতে হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কিছু মানুষ শাবে ক্বদর অথবা রমযানের শেষ জুমআতে 'কাযায়ে উমরী' নামে দুই অথবা চার রাকআত নামায পড়িয়া থাকে এবং এই ধারনা করিয়া থাকে যে, সারা জীবনের কাযা এই এক নামাযে আদায় হইয়া থাকে। তাহা হইলে উহার হুকুম কি?

উঃ- এই ধারণা বাতিল। যতক্ষণ প্রত্যেক নামাযের কাযা পৃথক পৃথক না পড়িবে। ততক্ষণ দায়িত্ব পালন হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- অনেক মানুষ যাহাদের বহু ফরয নামায কাজা হইয়া গিয়াছে। সেগুলো না পড়িয়া নফল পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের কি হইবে?

উঃ- ঐ সমস্ত মানুষের ফরজ নামাযগুলির কাযা শীঘ্রই পড়া অত্যন্ত জরুরী। এই কারণে উহাদের নফলের স্থানে কাযা পড়া উচিৎ। (ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

'সাজদায়ে সাহু'র বিবরণ

প্রশ্নঃ- সাজদায়ে সাহু কাহাকে বলা হয়?

উঃ- সাহুর অর্থ ভুলিয়া যাওয়া। কখন নামাযে ভুল করিয়া বিশেষ কোন খারাপ সৃজন হইয়া যায়। সেই খারাবীকে দুরিভূত করিবার জন্য শেষ বৈঠকে দুইটি সাজদা করা হইয়া থাকে। উহাকে সাজদায়ে সাহু বলা হয়।

প্রশ্নঃ- সাজদায়ে সাহুর নিয়ম কি?

উঃ- সাজদায়ে সাহুর নিয়ম ইহাই যে, শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতু অ রাসূলুহু' পর্যন্ত পড়িবার পর কেবল ডানদিকে সালাম ফিরাইয়া দুইটি সাজদা করিবে। তারপর 'তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইয়া দিবে। (আলমগিরী, দুর্রে মুখতার, বাহারে শ্বারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- কোন জিনিষে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইয়া যায়?

উঃ- যে জিনিষগুলি নামাযে ওয়াজিব। উহার মধ্যে কোন একটি ভুল করিয়া ত্যাগ হইয়া গেলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইয়া যায়। যথা, ফরজের প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাকআতে 'আলহামদু' অথবা সূরা পাঠ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

অথবা আলহামদু এর পর সূরা পাঠ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত অবস্থায় সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইয়া যায়। (শামী, বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ-ফরজ ও সুন্নাত ত্যাগ হইয়া গেলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় অথবা হয় না?

উঃ- ফরজ ত্যাগ হইয়া গেলে নামায ভঙ্গ হইয়া যায়। সাজদায়ে সাহুর দ্বারা উহা সংশোধন হয় না। অতএব পুনরায় পড়িতে হইবে। এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব যথা, আইজু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সানা, আমীন এবং পরিবর্তনের তাকবীরগুলি ত্যাগ হইয়া গেলে সাজদাযে সাহু ওয়াজিব হয় না। বরং নামায হইয়া যায়। কিন্তু পুণরায় পড়া মুস্তাহাব। (গুনিয়া)

প্রশ্নঃ- ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব ত্যাগ করিয়া দিলে সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূর্ণ হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব ত্যাগ করিয়া দিলে সাজদায়ে সাহু দ্বারা উহার ক্ষতি পূর্ণ হইবে না। বরং নামাযকে পুণরায় পড়া ওয়াজিব হইবে। এই প্রকারে যদি ভুল করিয়া কোন ওয়াজিব ত্যাগ করিয়া দিয়াছে এবং সাজদায়ে সাহু করে নাই। তথাপিও নামায পুণরায় পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- একই নামাযে কয়েকটি ওয়াজিব ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- এই অবস্থায় সাহুর ঐ দুই সাজদা যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- রুকু, সাজদা অথবা বৈঠকে ভুল করিয়া ক্বোরআন পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- এই অবস্থায় সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (আলমগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ফরজ অথবা বিতিরে প্রথম বৈঠকে ভুল করিয়া তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াইতেছিল। হঠাৎ স্মরণ আসিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এমতাবস্থায় কি করিবে?

উঃ- যদি এখনও সোজা হইয়া না দাঁড়ায়। তাহা হইলে বসিয়া যাইবে এবং সাজদায়ে সাহু করিবে না। আর যদি সোজা দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে না বসিয়া শেষে সাজদায়ে সাহু করিবে। আর যদি বসিয়া যায়, তাহা হইলে এই অবস্থায়ও সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি ফজরের শেষ বৈঠক না করা হয় এবং ভুল করিয়া দাঁড়াইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায়। তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রাকআতের সাজদা না করিবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া যাইবে এবং আত্তাহিয়াতু পাঠ করিয়া ডানদিকে সালাম ফিরাইবে এবং সাজদায়ে সাহু করিবে। আর যদি ঐ রাকআতের সাজদা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সাজদা হইতে মাথা উঠালেই ঐ ফরজ নফল হইয়া যাইবে। অতএব যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে মাগরিব ছাড়া অন্য নামাযগুলিতে আরো এক রাকআত মিলাইবে। যাহাতে রাকআত বিজোড় না থাকে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি সুন্নাত ও নফলের বৈঠক না করে এবং ভুল করিয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহা হইলে কি করিবে ?

উঃ-সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক বৈঠকটি শেষ বৈঠক অর্থাৎ ফরজ। যদি বৈঠক না করে এবং ভুল করিয়া দাঁড়াইয়া যায় তাহা হইলে যতক্ষণ ঐ রাকআতের সাজদা করিবে। ততক্ষণ বসিয়া যাইবে এবং সাজদায়ে সাহু করিবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি শেষ বৈঠকে 'আত্তাহীয়াতু' এ 'রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত পাঠ করিবার পর দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যদি 'তাশাহ্হুদ' পাঠ করিবার মত সময় বৈঠক করিবার পর ভুল করিয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রাকআতের সাজদা না করিবে। ততক্ষণ বসিয়া পড়িবে এবং পুণরায় 'আত্তাহিয়াতু' পাঠ না করিয়া সাজদায়ে সাহু করিবে। তারপর তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইয়া দিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- প্রথম বৈঠকে ভুল করিয়া দরুদ শরীফও পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা হইলে কি হুকুম রহিয়াছে?

উঃ- যদি 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন' অথবা 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়েদিনা' পর্যন্ত পাঠ করিয়া থাকে অথবা উহার থেকে বেশি পাঠ করিয়া থাকে। তাহা হইলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইবে। আর যদি উহার থেকে কম পাঠ করিয়া থাকে। তাহা হইলে ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু এই হুকুম কেবল ফরজ, বিতির, জোহর ও জুমআর প্রথম চার রাকআত বিশিষ্ট সুন্নাতগুলির জন্য। থাকিল অন্যান্য সুন্নাত ও নফল। উহার প্রথম বৈঠকেও দরুদ শরীফ পাঠ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- প্রকাশ্য নামাযে ভুল করিয়া অপ্রকাশ্য পাঠ করিয়াছে অথবা অপ্রকাশ্য নামাযে প্রকাশ্য পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে কি হুকুম রহিয়াছে?

উঃ- যদি প্রকাশ্য নামাযে ইমাম ভুল করিয়া কমপক্ষে এক আয়াতআস্তে পাঠ করিয়াছে অথবা অপ্রকাশ্য নামাযে জোরে পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইবে। আর যদি একটি শব্দ পাঠ করিয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষমা হইবে। একা নামায পাঠকারী অপ্রকাশ্য নামাযে একটি আয়াত জোরে পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইবে। আর প্রকাশ্যতে আস্তে পাঠ করিলে ওয়াজিব হইবে না। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ক্বিরাত ইত্যাদি কোন স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, তাহা হইলে কি হুকুম আছে?

উঃ- যদি এক রুকুন অর্থাৎ তিন বার 'সুবহানাল্লাহ' বলিবার মত সময়বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যাহার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব ছিল। কিন্তু ভুল হওয়া স্মরণ ছিল না। এবং নামায সমাপ্ত করিবার নিআতে সালাম ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যদি ভুল হওয়া স্মরণ ছিল না এবং সালাম ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহা হইলে এখনও নামায হইতে বাহির আসে নাই। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কথা ইত্যাদি নামায বিরুদ্ধ কোন কর্ম হইয়াছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সাজদা করিবে এবং পুণরায় 'তাশাহ্হুদ' ইত্যাদি পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব ছিল না এবং করিয়া নিয়াছে। তাহা হইলে কি হুকুম রহিয়াছে?

উঃ- যদি সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব ছিল না। এবং একা নামায পাঠকারী সাজদায়ে সাহু করিয়া নিয়াছে। তাহা হইলে উহার নামায হইয়া গিয়াছে। আর যদি ইমাম এই প্রকার করিয়াছে, তাহা হইলে ইমাম ও মুক্তাদী প্রথম রাকআত হইতে শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে পড়িয়াছে। উহাদের সবার নামায হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাসবুক অর্থাৎ ঐ মুক্তাদী যে কয়েক রাকআত হইয়া যাইবার পর জামাআত ধরিয়াছে। তাহার নামায হয় নাই। (ফাতাওয়ায় কাজীখান, তাহতাবী আলা মারাকী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- যদি রোগের কারণে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে না পারে তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যদি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে না পারে। কারণ, রোগ বাড়িয়া যাইবে অথবা দেরীতে সুস্থ হইবে অথবা ঘুর্ণি আসিয়া থাকে অথবা দাঁড়াইয়া পড়িলে পেশাবের ফোটা আসিবে অথবা অত্যন্ত কঠিন অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত অবস্থায় বসিয়া নামায পড়িবে। (গুনিয়া)

প্রশ্নঃ- যদি কোন জিনিষের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা হইলে এই অবস্থায় কি নির্দেশ রহিয়াছে?

উঃ- যদি খাদেম অথবা লাঠি অথবা দেওয়াল ইত্যাদি উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহা হইলে দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ। এই অবস্থায় যদি বসিয়া নামায পড়ে, তাহা হইলে হইবে না। (বাহারে শারীআত, গুনিয়া)

প্রশ্নঃ- যদি কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে পারে। তাহা হইলে উহার জন্য কি হুকুম আছে?

উঃ- যদি কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে পারে। যদিও কেবল দাঁড়াইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিতে পারে। তাহা হইলে দাঁড়াইয়া এতটুকু বলা ফরজ। তারপর বসিবে, অন্যথায় নামায হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- রোগের কারণে যদি রুকু সাজদাও করিতে না পারে, তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- এই অবস্থায় রুকু সাজদা ইশারায় করিবে। কিন্তু রুকুর ইশারা অপেক্ষা সাজদার ইশারায় বেশি মাথা নিচু করিবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি বসিয়াও নামায পড়িতে না পারে, তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- এই অবস্থায় এই প্রকার শুইয়া নামায পড়িবে যে, চিৎ শয়ন করিয়া ক্বিবলার দিকে পা করিবে। কিন্তু পা ছড়াইবে না। বরং হাঁটু খাড়া রাখিবে এবং মাথার নিচে বালিশ ইত্যাদি রাখিয়া সামান্য উঁচু করিয়া নিবে এবং রুকু ও সাজদা মাথা ঝুঁকাইয়া ইশারায় করিবে। এই নিয়মটি উত্তম। এবং ইহাও জায়েয যে, ডান অথবা বাম কাতে শুইয়া ক্বিবলার দিকে মুখ করিবে। (শারহে বাকায়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি মাথা দ্বারাও ইশারা করিতে না পারে, তাহা হইলে কি করিবে?

উঃ- যদি মাথা দ্বারাও ইশারা করিতে না পারে, তাহা হইলে নামায মাফ হইয়া যায়, ফের যদি এই অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত নামায অতিক্রম হইয়া যায়। তাহা

হইলে কাযাও মাফ হইয়া যায়।

সাজদায়ে তিলাওয়াতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- সাজদায়ে তিলাওয়াত কাহাকে বলা হয়?

উঃ- ক্বোরআন শরীফে এমন চৌদ্দটি স্থান রহিয়াছে। যেগুলি পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে সাজদা ওয়াজিব হইয়া যায়। উহাকে 'সাজদায়ে তিলাওয়াত' বলা হয়।

প্রশ্নঃ- সাজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম কি?

উঃ- সাজদায়ে তিলাওয়াতের সুন্নাত তরীকাহ ইহাই যে, দাঁড়াইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সাজদায় যাইবে এবং কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রব্বিইয়াল আল্লা' বলিবে। তারপর কেবল 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। উহাতে না আল্লাহু আকবার বলিয়া হাত উঠাইবে, না উহাতে তাশাহ্হুদ পাঠ করিতে হইবে এবং না সালাম। (আলমগিরী, দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি বসিয়া সাজদা করে। তাহা হইলে সাজদা আদায় হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু সুন্নাত ইহাই যে, দাঁড়াইয়া সাজদায় যাইবে এবং সাজদার পর ফের দাঁড়াইবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- সাজদায় তিলাওয়াতের শর্ত কি?

উঃ- সাজদায় তিলাওয়াতের জন্য তাহরীমা ছাড়া ঐ সমস্ত শর্ত। যাহা নামাযের জন্য যথা, পবিত্রতা, লজ্জাস্থান ঢাকা, কিবলার দিকে মুখ করা এবং নিআত ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ- সাজদায় তিলাওয়াতের নিআত কি প্রকারে করিতে হইবে?

উঃ- আমি নিআত করিয়াছি, সাজদায়ে তিলাওয়াতের। আল্লাহু তাআলার জন্য। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

প্রশ্নঃ- উর্দু ভাষায় সাজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে সাজদা ওয়াজিব হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- উর্দু অথবা কোন ভাষায় সাজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠ করিলে এবং শ্রবণ করিলেও সাজদা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলমগিরী, বাহারে শারীআত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- সাজদীক আয়াত পাঠ করিবার পরে কি সঙ্গে সঙ্গে সাজদীক করা অয়াজিব হইয়া যায়?

উঃ- যদি সাজদার আয়াত নামাযের বাহির পাঠ করে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাজদা করিয়া নেওয়া অয়াজিব নবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া নেওয়া উত্তম এবং অযূ থাকিলে বিলম্ব করা মাকরুহ তানজিহী। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- যদি নামাযে সাজদার আয়াত পাঠ করে, তাহা হইলে কি হুকুম?

উঃ- যদি নামাযে সাজদার আয়াত পাঠ করে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাজদা করিয়া নেওয়া অয়াজিব। তিন আয়াতের বেশি বিলম্ব করিলে গোনাহগার হইবে। আর যদি সঙ্গে সঙ্গে নামাযের সাজদা করিয়া নেয় অর্থাৎ সাজদার আয়াতের পর তিন আয়াতের বেশি পাঠ না করে এবং রুকু করিয়া সাজদা করিয়া নেয়। তাহা হইলে যদিও সাজদায় তিলাওয়াতের নিআত না থাকে সাজদা আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- এক মজলিসে সাজদার একটি আয়াত একাধিক বার পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে এক সাজদা অয়াজিব হইবে অথবা একাধিক সাজদা?

উঃ- একই মজলিসে সাজদার একই আয়াত বার বার পাঠ করিলে অথবা শুনিলে এক সাজদা অয়াজিব হয়। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- মজলিসে আয়াত পাঠ করিয়াছে অথবা শুনিয়াছে এবং সাজদা করিয়াছে। ফের ঐ মজলিসে ঐ আয়াত পাঠ করিয়াছে অথবা শুনিয়াছে। তাহা হইলে দ্বিতীয় সাজদা অয়াজিব হইবে অথবা হইবে না?

উঃ- দ্বিতীয় সাজদা অয়াজিব হইবে না। প্রথম সাজদাই যথেষ্ট। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- মজলিস পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের অবস্থাগুলি কি ?

উঃ- দুই এক লোকমা খাওয়া, দুই এক ঢোক পান করা, দাঁড়াইয়া যাওয়া, দুই একটি কথা বলা, দুই এক কদম হাঁটা, সালামের উত্তর দেওয়া, মসজিদ অথবা ঘরের এক কোণা হইতে অপর কোণার দিকে যাওয়া। এই সমস্ত অবস্থায় মজলিস পরিবর্তন হইবে না। তবে যদি ঘর বড় হয় যথা, শাহী বালাখানা, তাহা হইলে এই রকম ঘরে এক কোণা হইতে অন্য কোণায় গেলে পরিবর্তন হইয়া যাইবে। তিন লোকমা খাওয়া, তিন ঢোক পান করা, তিনটি শব্দ বলা, ময়দানে তিন কদম চলা, বিবাহ অথবা ক্রয়-বিক্রয় করা। ঐ সমস্ত অবস্থায় মজলিস পরিবর্তন

হইয়া যাইবে। (আলমগিরী, গুনিয়া, দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- মুসাফির কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- শরীয়তের ঐ ব্যক্তি মুসাফির, যিনি তিনদিনের রাস্তা পর্যন্ত যাইবার উদ্দেশ্যে বস্তি হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- মাইলের হিসাবে তিনদিনের রাস্তার পরিমাপ কত?

উঃ- ডাঙ্গায় তিনদিনের রাস্তার পরিমাপ ৫৭$^{৬}/_{৮}$ মাইল। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি কোন মানুষ মোটর, রেলগাড়ী অথবা উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে তিনদিনের রাস্তা সামান্য সময়ে অতিক্রম করে, তাহা হইলে মুসাফির হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- মুসাফির হইয়া যাইবে। চাই যতই শাঘ্র করুক। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি তিনদিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বাহির হয়। কিন্তু ইহাও উদ্দেশ্য করিয়াছে যে, মাঝখানে একদিন অবস্থান করিবে। তাহা হইলে মুসাফির হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- যদি তিনদিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বাহির হয় এবং মাঝখানের অবস্থান অন্য কারণে না হয়। তাহা হইলে মুসাফির থাকিবে। আর যদি এই উদ্দেশ্যে বাহির হয় যে, দুইদিনের রাস্তা চলিব। ফের ঐখান হইতে একদিনের রাস্তা যাইব। তাহা হইলে মুসাফির হইবে না।

প্রশ্নঃ- মুসাফিরের প্রতি নামায সম্পর্কে কি আদেশ রহিয়াছে?

উঃ- মুসাফিরের কসর করা ওয়াজিব। অর্থাৎ জোহর, আসর এবং ঈশা চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাযকে দুই রাকআত পড়িবে। কারণ, উহার জন্য দুই রাকআতই পূর্ণ নামায।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ইচ্ছকৃত চারই পড়ে। তাহা হইলে কি হুকুম আছে?

উঃ- যদি ইচ্ছাকৃত চারই পড়িয়া থাকে এবং দুই বৈঠক করিয়া থাকে। তাহা হইলে ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে এবং শেষের দুই রাকআত নফল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গোনাহগার ও জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তওবা করিবে। আর যদি দুই রাকআতে বৈঠক করিয়া না থাকে। তাহা হইলে ফরজ আদায় হয় নাই। (হিদাইয়া, আলামগিরী)

প্রশ্নঃ- ফজর, মাগরিব এবং বিতিরে কসর আছে, না নাই?

উঃ- ফজর, মাগরিব এবং বিতিরে কসর নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- সুন্নাতে কসর আছে অথবা নাই ?

উঃ- সুন্নাতে কসর নাই। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ পড়িবে । অন্যথায় মাফ।

প্রশ্নঃ- মুসাফির কোন সময় থেকে কসর আরম্ভ করিবে ?

উঃ- মুসাফির যখন বস্তির বসবাস হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তখন হইতে নামাযে কসর আরম্ভ করিবে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ- বাস ষ্ট্যাণ্ড এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর কসর করিবে অথবা করিবে না ?

উঃ- যদি বস্তি হইতে বাহির হয় এবং তিনদিনের রাস্তা পর্যন্ত সফরের উদ্দেশ্য হয়। তাহা হইলে বাস ষ্ট্যাণ্ড ও রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর কসর করিবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্নঃ- যদি দুই আড়াই দিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বাহির হয়। সেখানে পৌঁছিয়া ফের অন্য স্থানের উদ্দেশ্য হয়। তাহাও তিন দিনের রাস্তা। তাহা হইলে সে কি শরীআতের দিক দিয়া মুসাফির হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- সে ব্যক্তি শরীআতের দিক দিয়ে মুসাফির হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত যে স্থান হইতে গমন আরম্ভ করিয়াছে। সেখান হইতে একসঙ্গে তিনদিনের রাস্তার উদ্দেশ্য না হয়। অর্থাৎ দুই দুই আড়াই আড়াই দিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে চলতে থাকে। তাহা হইলে এই প্রকারে যদি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসে মুসাফির হইবে না। (গুনিয়া)

প্রশ্নঃ- মুসাফির কতদিন পর্যন্ত কসর করিবে ?

উঃ- মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থানে ১৫ দিন অথবা উহার থেকে বেশি অবস্থান করিবার নিআত না করে অথবা নিজ বস্তিতে পৌঁছিয়া না যায়, কসর করিতে থাকিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- মুসাফির যদি মুকীমের পিছনে নামায পড়ে, তাহা হইলে কি করবে ?

উঃ- মুসাফির যদি মুকীমের পিছনে পড়ে; তাহা হইলে সম্পূর্ণ পড়িবে। কসর করিবে না।

প্রশ্নঃ- মুকীম যদি মুসাফিরের পশ্চাতে পড়ে, তাহা হইলে কি করিবে ?

উঃ- মুকীম যদি মুসাফিরের পশ্চাতে পড়ে, তাহা হইলে ঈমামের সালাম ফিরাইয়া দেওয়ার পর নিজের বাকী দুই রাকআত পড়িবে এবং ঐ রাকআতগুলি আদৌ ক্বিরাত করিবে না। বরং সূরা ফাতিহা পড়িবার মত সময় চুপচাপ দাঁড়াইয়া

থাকিবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যদি মুসাফির ঈমাম কসর না করে এবং পূর্ণ চার রাকআত পড়াইয়া দেয়। তাহা হইলে মুক্তাদীর নামায হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- মুসাফির ইমাম চার রাকআত পড়াইয়া দিলে মুকীম মুক্তাদীর নামায হইবে মুসাফিরের নামায হইবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

জুমআর বিবরণ

প্রশ্নঃ- জুমআর নামায ফরয অথবা অয়াজিব ?

উঃ- জুমআর নামায ফরয এবং উহার ফরজ জোহর অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নঃ- জুমআ ফরয হইবার শর্ত কয়টি ?

উঃ- জুমআ ফরয হইবার শর্ত নিম্নে লিখিত ১১টি শর্ত রহিয়াছে। (১-২) শহরে মুকীম হওয়া ও আজাদ হওয়া। অতএব মুসাফির ও গোলামের প্রতি জুমআ ফরয নয়। (৩) সুস্থতা অর্থাৎ মসজিদ পর্যন্ত যাইতে পারিবে না এই প্রকার রোগীর প্রতি জুমআ ফরয নয়। (৪-৫-৬) পুরুষ এবং আকেল বালেগ হওয়া। অর্থাৎ মহিলা, পাগল ও না বালেগের প্রতি জুমআ ফরয নয়। (৭-৮) চক্ষুবান হওয়া এবং চলিবার প্রতি শক্তিমান হওয়া। অতএব অন্ধ, লেংড়া এবং মসজিদ পর্যন্ত যাইতে পারিবে না এই প্রকার অর্ধাঙ্গ ব্যক্তির প্রতি জুমআ ফরয নয়। (৯) বন্দী না হওয়া। কিন্তু যখন কোন ঋণের কারণে বন্দী করা হইয়াছে এবং আদায় করিতেও সক্ষম হয় তাহা হইলে ফরয হইবে। (১০) বৃষ্টি অথবা ঝড় ইত্যাদি এত না হওয়া যে, যাহাতে ক্ষতি হইবার পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। (আলমগিরী, দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যে সমস্ত মানুষের প্রতি জুমআ ফরয নয়। যদি সেই মানুষ জুমআয় শরীক হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের নামায হইয়া যাইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- হইয়া যাইবে অর্থাৎ জোহরের নামায উহাদের দায়িত্ব হইতে নামিয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- জুমআ জায়েয হইবার জন্য কতগুলি শর্ত রহিয়াছে ?

উঃ- জুমআ জায়েয হইবার জন্য ছয়টি শর্তরহিয়াছে। যদি উহার মধ্যে থেকে একটি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে জুমআয় হইবে না।

প্রশ্নঃ- জুমআ জায়েয হইবার প্রথম শর্ত কী ?

উঃ- জুমআ জায়েয হইবার প্রথম শর্ত শহর অথবা শহরতলী হওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ- শহর এবং শহরতলী কাহাকে বলে ?

উঃ- শহর ঐ স্থান যে, যাহাতে বহু মহল্লা এবং বাজার হইবে এবং উহা জেলা অথবা কাছারী হইবে যে, যাহাতে গ্রাম গণনা হইয়া থাকে এবং শহরের পার্শ্ববর্তী স্থান, যাহা শহরের উপকারের জন্য হয়। উহাকে শহরতলী বলা হয়। যথা, ষ্টেশন এবং কবর স্থান ইত্যাদি। (গুনিয়া, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- গ্রামে কি জুমআর নামায পড়া ঠিক নয় ?

উঃ- না, গ্রামে জুমআর নামায পড়া জায়েয নয়। কিন্তু যেখানে কায়েম হইয়া গিয়াছে, সেখানে বন্ধ করা হইবে না। কারণ, সাধারণ মানুষ যে প্রকারে আল্লাহ ও রাসূলের নাম নেয় তাহাই ভাল। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- গ্রামে জুমআর নামায পড়িলে ঐ দিনের জোহরের নামায বাতিল হইয়া যায় অথবা যায় না ?

উঃ- না, গ্রামে জুমআর নামায পড়িলে ঐ দিনের জোহরের নামায বাতিল হয় না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কিছু মানুষ গ্রামে জুমআ পড়িবার পর চার রাকআত ইহ্তিয়াতুজ জোহর পড়িয়া থাকে। ইহা কি ঠিক ?

উঃ- না, গ্রামে উহার পরিবর্তে চার রাকআত জোহরের ফরয পড়া জরুরী। যদি না পড়ে, তাহা হইলে গোনাহগার হইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- জুমআ জায়েয হইবার দ্বিতীয় শর্ত কী ?

উঃ- দ্বিতীয় শর্ত ইহাই যে, বাদশা অথবা উহার প্রতিনিধি জুমআ কায়েম করিবে। বরং যদি ইসলামী শাসন না হয়, তাহা হইলে সব চাইতে বড় সুন্নী সহীউল আক্বীকাহ আলেম কায়েম করিবে। উহার বিনা অনুমতিতে জুমআ কায়েম হইতে পারে না। আর যদি ইহাও না হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ যাহাকে ঈমাম করিবে, সেই কায়েম করিবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

প্রশ্নঃ- জুমআ জায়েয হইবার তৃতীয় ও চতুর্থ শর্ত কী ?

উঃ- তৃতীয় শর্ত জোহরের সময় হওয়া। অতএব সময়ের পূর্বে ও পরে পড়িলে হইবে না অথবা নামাযের মধ্যে আসরের সময় আসিয়া গেলে জুমআ বাতিল হইয়া যাইবে। জোহরের কাযা পড়িতে হইবে। চতুর্থ শর্ত ইহাই যে, জোহরের সময়ে নামাযের পূর্বে খুতবা হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- জুমআর খুতবায় কতগুলি সুন্নাত আছে ?

উঃ- ১৯টি সুন্নাত রহিয়াছে। খতীবের পাক হওয়া, দাঁড়াইয়া খুতবা পাঠ করা, খুতবার পূর্বে খতীবের বসা, খতীবের মিম্বারের উপর হওয়া এবং শ্রোতাদিগের দিকে মুখ এবং কিবলার দিকে পিঠ হওয়া, খতীবের দিকে উপস্থিতগণের ধেয়ান দেওয়া, খুতবার পূর্বে আউজু বিল্লাহ আস্তে পড়া, এত উচ্চ আওয়াজে খুতবা পড়া যাহাতে মানুষ শুনিতে পায়, 'আল্হামদু' দ্বারা আরম্ভ করা, আল্লাহ তাআলার প্রসংসা করা, আল্লাহ তাআলার একত্ব এবং হুযূর সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ প্রদান করা, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা, কমপক্ষে একটি আয়াত পাঠকরা, প্রথম খুতবায় ওয়াজ ও নসীহত হওয়া, দ্বিতীয়তে হামদ্ ও সানা, শাহাদাত এবং দরুদ দ্বিতীয় বার পড়া, অপর মুসলমানের জন্য দোওয়া করা, দুই খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং দুই খুতবার মাঝখান তিন আয়াতের মত সময় বসা। (আলমগিরী, দুর্রে মুখতার, গুনিয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- উর্দুতে খুতবা পাঠ করা কেমন ?

উঃ- আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পূর্ণ খুতবা পাঠ করা অথবা আরবীর সঙ্গে অন্য ভাষাকে মিলানো উভয়েই সুন্নাতে মুতাওরাসার বিপরীত এবং মাকরুহ। (ফাতাওয়ায় রাজাবীয়া)

প্রশ্নঃ- খুতবার আযান ঈমামের সামনে মসজিদের ভিতর দেওয়া সুন্নাত অথবা বহিরে ?

উঃ- খুতবার আযান ঈমামের সামনে মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামগণের যুগে খতীবের সামনে মসজিদের দরওয়াজার উপর হইত। যথা, হাদীসের বিখ্যাত কিতাব আবু দাউদ প্রথম খঃ ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে - অর্থাৎ হযরত সায়েব বিন ইয়াজিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম জুমআর দিবস মিম্বারের উপর বসিতেন। তখন হুযূরের সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজার উপর আযান দেওয়া হইত। এই প্রকার হযরত আবু বাকার ও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে হইত। এই জন্য ফাতাওয়ায় কাজীখান, ফাতাওয়ায় আলমগিরী, বাহরুর্রায়েক এবং ফতহুল ক্বদীর ইত্যাদিতে মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া নিষেধ করিয়াছে এবং তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকরুহ লিখিয়াছেন [১]।

প্রশ্নঃ- জুমআ জায়েয হইবার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শর্ত কি ?

উঃ- পঞ্চম শর্ত জামাআত হওয়া। যাহার জন্য ঈমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হওয়া জরুরী এবং ষষ্ঠ শর্ত সাধরণ অনুমতি। উহার অর্থ ইহাই যে, মসজিদের দরজা খুলিয়া দেওয়া। যে মুসলমান ইচ্ছা করিবে আসিতে পারিবে। কাহার বাধা থাকিবে না। (আলমগিরী, ফাতাওয়ায় রাজাবীয়া, বাহারে শারীআত)

ঈদ ও বক্‌রা ঈদের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ঈদ ও বক্‌রা ঈদের নামায ওয়াজিব অথবা সুন্নাত ?

উঃ- ঈদ ও বক্‌রা ঈদের নামায ওয়াজিব। কিন্তু উহার ওয়াজিব এবং জায়েয হইবার শর্ত উহাই যাহা জুমআর জন্য। কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, জুমআতে খুতবা শর্ত এবং দুই ঈদে সুন্নাত। দ্বিতীয় পার্থক্য ইহাই যে, জুমআর খুতবা নামাযের আগে এবং দুই ঈদের খুতবা নামাযের পরে। তৃতীয় পার্থক্য ইহাই যে, দুই ঈদে আযান ও ইক্বামাত নেই। কেবল দুইবার 'আস্‌সলাতু জামিআহ' বলিবার অনুমতি রহিয়াছে। (দুর্রে মুখতার ইত্যাদি)।

প্রশ্নঃ- ঈদ ও বক্‌রা ঈদের নামযের সময় কখন হইতে কখন পর্যন্ত ?

উঃ- ঈদ ও বক্‌রা ঈদের নামাযের সময় সূর্য এক বল্লম উঁচু হইবার পর হইতে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ঈদের নামায পড়িবার নিয়ম কী ?

উঃ- প্রথমে এই প্রকার নিআত করিবে- আমি নিআত করিয়াছি, ঈদুল ফিতির অথবা ঈদুল আজহার দুই রাকআত ওয়াজিব নামাযের, ছয় তাকবীরের সহিত আল্লাহ তাআলার জন্য (মুক্তাদী হইলে আরো এতটুকু বলিবে-এই ইমামের

[১] দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেব খুতবার আযান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত বলিয়াছেন। (শরহে ওকাইয়া খঃ ১ পৃঃ ২০২ টীকা নং ১) কোন আযান মুখে হউক অথবা মাইকে হউক মসজিদের মধ্যে দেওয়া জায়েয নয়। বর্তমানে মাইক প্রচলন হইবার কারণে অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হইতেছে। যাহা সম্পূর্ণ সুন্নাতের বিপরীত ও মাকরূহ তাহরিমী। এ বিষয় 'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। (অনুবাদক)

পশ্চাতে) আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে। তারপর কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নিবে। তারপর সানা পাঠ করিবে। ফের কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। ফের হাত উঠাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। তৃতীয় বার ফের হাত উঠাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নিবে। উহার পর ঈমাম আস্তে 'আউজু বিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া উচ্চ শব্দে 'আলহামদু' এর সহিত কোন সূরাহ পাঠ করিবে। তারপর রুকু ও সাজদা হইতে বিরত হইয়া দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে 'আলহামদু' এর সহিত কোন সূরা পড়িবে। ফের তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং কোন বার হাত বাঁধিবে না এবং চতুর্থ বার হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া রুকুতে যাইবে এবং বাকী নামায অন্য নামাযগুলির ন্যায় সমাপ্ত করিবে। সালাম ফিরাইবার পর ঈমাম দুই খুতবা পাঠ করিবে। তারপর দুআ চাহিবে।

প্রশ্নঃ- ঈদুল ফিতিরের দিন কোন্ কোন্ কাজ মুস্তাহাব ?

উঃ- চুল কাটা, নখ কাটা, গোসল করা, দাঁতন করা, ভাল কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধ লাগানো, সকালের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া, নামাযের পূর্বে সাদ্‌কায়ে ফিতির আদায় করা, ঈদগাহ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরিয়া আসা, নামাযের জন্য যাইবার পূর্বে বেজোড় অর্থাৎ তিন, পাঁচ অথবা সাতটি খেজুর খাইয়া নেওয়া, এবং খেজুর না হইলে কোন মিষ্টি জিনিষ খাওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা, পরস্পর ধন্যবাদ দেওয়া, বেশি পরিমাণ সাদ্‌কা দেওয়া এবং শান্তি ও ভদ্রতার সহিত নিচের দিকে তাকাইয়া ঈদগাহে যাওয়া। এই সমস্ত জিনিষগুলি ঈদুল ফিতিরের দিন মুস্তাহাব। (বাহারে শারীআত, দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- ঈদুল আযহার সমস্ত আহকাম কি ঈদুল ফিতিরের ন্যায় অথবা কিছু পার্থক্য রহিয়াছে ?

উঃ- ঈদুল আযহার সমস্ত আহকাম ঈদুল ফিতিরের ন্যায়। কেবল কিছু জিনিষে পার্থক্য রহিয়াছে এবং ইহা হইল নিম্নরূপ ঃ

১) ঈদুল আযহায় মুস্তাহাব ইহাই যে, নামায আদায় করিবার পূর্বে কিছু খাইবে না, যদিও কুরবানী না করে এবং যদি খাইয়া ফেলে তাহা হইলে মাকরুহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে না। ২) ঈদুল আযহার দিন উচ্চস্বরে তাকবির বলিতে বলিতে যাইবে। ৩) কুরবানী করিতে হইলে মুস্তাহাব ইহাই যে, প্রথম হইতে দশই জিলহাজ্জাহ পর্যন্ত হাজামাত করিবে না এবং নখ কাটিবে না। ৪) ৯ই জিলহাজ্জার ফজর হইতে ১৩ই এর আসর পর্যন্ত প্রত্যেক পাঞ্জেগানা নামাযের পর, যাহা জামাআতে মুস্তাহাব্বার সহিত আদায় করা হইয়াছে, একবার উচ্চ শব্দে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব এবং তিনবার উত্তম। উহাকে তাকবীবে তাশ্‌রিক বলা হয়। উহা ইহাই- 'আল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হামদ্'।

কুরবানীর বিবরণ

প্রশ্নঃ- কুরবাণী করা কাহার প্রতি ওয়াজিব ?

উঃ- প্রত্যেক মালিকে নিসাবের প্রতি কুরবানী করা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- কুরবাণীর মালিকে নিসাব কে ?

উঃ- কুরবাণীর মালিকে নিসাব ঐ ব্যক্তি। যে সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদী অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা উহার কোন একটির মূল্যের ব্যবসার মাল অথবা ব্যবসা ছাড়া অন্য মালের মালিক হইবে অথবা উহার মধ্যে কোন একটির মূল্যের সমান টাকার মালিক হইবে এবং মালিকানা জিনিষগুলি আসল প্রয়োজনের অধিক হইবে।

প্রশ্নঃ- মালিকে নিসাবের প্রতি নিজের নামে জীবনে কেবল একবার কুরবানী করা ওয়াজিব অথবা প্রতেক বৎসর ?

উঃ- যদি প্রত্যেক বৎসর মালিকে নিসাব থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর নিজের নামে কুরবানী করা ওয়াজিব। আর যদি অন্যের পক্ষ হইতে করিতে চায়, তাহা হইলে উহার জন্য অন্য কুরবানীর ব্যবস্থা করিবে। [১]

প্রশ্নঃ- কুরবানী করিবার নিয়ম কী ?

উঃ- কুরবানী করিবার নিয়ম ইহাই যে, জন্তুকে বাম উরুর উপর কিব্‌লা মুখি

[১] অধিকাংশ মালিকে নিসাবগণ নিজের নামে কুরবানী না করিয়া স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির নামে কুরবানী করিয়া থাকে। ইহাতে যাহাদের নামে কুরবানী করে, তাহাদের কুরবানী হইয়া যায়। কিন্তু মালিকে নিসাবগণ নিজের ওয়াজিব ত্যাগ করিবার কারণে গোনাহগার হইয়া যায়। (অনুবাদক)

করিয়া শোয়াইবে এবং নিজের ডান পা উহার বাজুর উপর রাখিয়া ধারালো ছুরি নিয়ে এই দুআ পাঠ করিবে-

"ইন্নী অজ্‌জাহতু অজহিয়া লিল্লাজী ফাতারস্ সামাওতি অল আর্‌দা হানীফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সলাতী অ নুসুকী অ মাহ্ ইয়া ইয়া অ মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীনা লাশারীকা লাহু অবি জালিকা উমিরতু অ আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা অলাকা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।" পাঠ করিয়া জোবাহ করিবে। তারপর এই দুআ পাঠ করিবে-

"আল্লহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বাল্‌তা মিন খালীলিকা ইব্‌রাহীমা আলাইহিস্ সলাতু অস্ সালামু অ হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অ সাল্লামা।" যদি অন্যের পক্ষ হইতে কুরবানী করে তাহা হইলে 'মিন্নী'র পরিবর্তে 'মিন' বলিয়া উহার নাম লইবে।

প্রশ্নঃ- 'সাহেবে নিসাব' যদি কোন কারণে নিজের নামে কুরবানী করিতে না পারে এবং কুরবানীর দিন অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে উহার জন্য কি নির্দেশ রহিয়াছে ?

উঃ- উহার উপর একটি ছাগলের মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কুরবানীর চামড়া কি নিজের কাজে লাগাইতে পারে ?

উঃ- কুরবানীর চামড়াকে চামড়া অবস্থায় রাখিয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে। যথা, মুসাল্লা তৈরী করা অথবা মোশক্ ইত্যাদি। কিন্তু উত্তম ইহা যে, সাদকা করিয়া দিবে অথবা মসজিদ অথবা দ্বীনি মাদ্রাসায় [১] দিয়া দিবে অথবা কোন গরীবকে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- মসজিদের জন্য কি কুরবানীর চামড়া দেওয়া জায়েয আছে?

উঃ- হ্যাঁ, মসজিদের জন্য কুরবানীর চামড়া দেওয়া জায়েয এবং বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দেওয়াও জায়েয। কিন্তু যদি নিজের খরচার নিআতে চামড়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার মূল্য মসজিদে দেওয়া জায়েয নয়। (কিফইয়া)

[১] ওহাবী দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় কুরবানীর পয়সা দান করা হারাম। অনুরূপ তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামকে দান করা হারাম। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বীকার বিবরণ

প্রশ্নঃ- আক্বীকা কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- বাচ্চা জন্ম হইবার শুকরিয়া হিসাবে যে জন্তুর জবাহ করা হয়, উহাকে আক্বীকা বলা হয়।

প্রশ্নঃ- কেনা জন্তুগুলি আক্বীকায় জবাহ করা যায়?

উঃ- যে জন্তুগুলি কুরবানীতে জবাহ করা যায়। সেই জন্তুগুলি আক্বীকাতেও জবাহ করা যায়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- পুত্র এবং কন্যার আক্বীকায় কেমন পশু উচিত?

উঃ- পুত্রের আক্বীকাতে দুইটি খাসী ও কন্যার আক্বীকাতে একটি ছাগী জবাহ করা উচিত এবং পুত্রের আক্বীকাতে দুইটি ছাগী ও কন্যার জন্য খাসী করিলেও কোন দোষ নাই। শক্তি না থাকিলে পুত্রের জন্য একটি খাসী জবাহ করিতে পারে এবং আক্বীকাতে বড় জন্তুর জবাহ করিলে পুত্রের জন্য সাত অংশ হইতে দুই অংশ এবং কন্যার জন্য এক অংশ যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ- সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার রহিয়াছে যে, শিশুর মাতা-পিতা, দাদা, দাদী এবং নানা-নানী আক্বীকার মাংশ খাইতে পারিবে না। ইহা কি ঠিক?

উঃ- ভুল, মাতা-পিতা, দাদা-দাদি এবং নানা-নানী ইত্যাদি সবাই খাইতে পারে।

প্রশ্নঃ- পুত্রের আক্বীকার দুআ কী?

উঃ- পুত্রের আক্বীকার দুআ ইহাই -

"আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকা তুবনী ফুলান।' ('ফুলান' এর স্থলে পুত্রে নাম নিবে। আর যদি অন্যের পুত্রের আক্বীকা করে, তাহা হইলে 'ইবনী ফুলান' এর স্থানে পুত্র এবং উহার পিতার নাম নিবে।)

"দামুহা বিদামিহী অ লাহমুহা বিলাহমিহী অ শাহমুহা বিশাহমিহী অ আজমুহা বি আজমিহী অ জিলদুহা বিজিলদিহী অ শা'রুহা বিশা'রিহী আল্লাহুম্মাজ আলহা ফিদাআল লি ইবনি ফুলান।" (এই স্থানেও 'ফুলান' এর পরিবর্তে পুত্রের নাম নিবে এবং যদি অন্যের পুত্রের আক্বীকা করে, তাহা হইলে 'লাম'-এর পর উহার এবং উহার পিতার নাম নিবে)।

"মিনান্নারি অ তাকাব্বালহা মিনহু কামা তাকাব্বাল্তাহা মিন নাবীকাল মুস্তাফা

অ হাবীবিকাল মুজতাবা আলাইহিত্ তাহি ইয়াত অস্সানাউ ইন্না সালতী অ নুসুকী অ মাহইয়া ইয়া অ মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকালাহু অবি জালিকা উমিরতু অ আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা অলাকা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলিয়া জবাহ করিবে।

প্রশ্নঃ- যদি এই দুআ পাঠ না করে, তাহা হইলে আক্বীকা হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- যদি দুআ পাঠ না করে এবং আক্বীকার নিআতে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্বার' বলিয়া জবাহ করিয়া দেয় তাহা হইলেও আক্বীকাহ হইয়া যাইবে। (বাহারে শারীআত)

জানাযার নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- জানাযার নামায ফরয অথবা অয়াজিব ?

উঃ- জানাযার নামায ফরযে কিফাইয়া অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি পড়িয়া নেয়, তাহা হইলে সবার দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। আর যদি সংবাদ হইয়া যাইবার পর কেহ না পড়ে, তাহা হইলে সবাই গোনাহগার হইবে।

প্রশ্নঃ- জানাযায় কয়টি জিনিষ ফরয ?

উঃ- দুইটি জিনিষ ফরয। চারবার আল্লাহু আকবার বলা, ক্বিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়ানো।

প্রশ্নঃ- জানাযার নামাযে কয়টি জিনিষ সুন্নাত ?

উঃ- জানাযার নামাযে তিনটি জিনিষ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, হুযূর আলাইহিম্ সলাতু অস্সালামের প্রতি দরুদ এবং মাইয়েতের জন্য দুআ। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- জানাযার নামায পড়িবার নিয়ম ?

উঃ- *প্রথমে নিআত করিবে* - 'আমি জানাযার নামাযের নিআত করিয়াছি, চার তাকবীরের সঙ্গে, আল্লাহ তাআলার জন্য, এই মাইয়েতের জন্য দুআ, (মুক্তাদী আরো এতটুকু বলিবে- এই ইমামের পশ্চাতে) আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে'। তারপর কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ফিরাইয়া আনিবে এবং নাভীর নিচে বাঁধিয়া নিবে। তারপর এই সানা পাঠ করিবে -

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অতাবারা কাসমুকা অ তাআলা জাদ্দুকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অ জাল্লা সানা উকা অ লাইলাহা গাইরুক''। তারপর হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং দরুদে ইবরাহিমী পাঠ করিবে। যাহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঠ করা হইয়া থাকে। তারপর হাতনা উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং বালেগের জানাযা হইলে এই দুআ পাঠ করিবে-

''আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হাইয়েনা অ মাইয়েতেনা অ শাহিদিনা অ গাঈবিনা অ সাগীরিনা অ কাবীরিনা অ জাকারিনা অ উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ্ ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্ইহিম্ আলাল ইসলাম অমান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।'' উহার পর চতুর্থ তাকবীর বলিবে। তারপর কোন দুআ পাঠ না করিয়া হাত খুলিয়া সালাম ফিরাইবে [১]।

আর যদি নাবালেগ শিশুর জানাযা হয়। তাহা হইলে এই দুআ পাঠ করিবে - ''আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারতাঁউ অজ্য়ালহু লানা আজরাঁউ অ জুখরাঁউ অজ্য়ালহু লানা শাফিয়াঁউ অ মুশাফ্ফাআ।'' আর যদি নাবালেগ কন্যার জানাযা হয় তাহা হইলে এই দুআ পাঠ করিবে -

''আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারতাঁউ অজ্য়ালহা লানা আজরাঁউ অ জুখরাঁউ অজ্য়ালহা লানা শাফিয়াতাঁউ অ মুশাফ্ফাআহ''।

প্রশ্নঃ- আসর এবং ফজরের পর জানাযা পড়া কেমন ?

উঃ- জায়েয আছে। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহা প্রচার রহিয়াছে যে, জায়েয নয়, তাহা ভুল।

প্রশ্নঃ- সূর্য উদয়, অস্ত এবং জাওয়ালের সময় জানাযার নামায পড়া কি মাকরুহ ?

উঃ- জানাযা যদি ঐ সময়গুলিতে আনা হয়, তাহা হইলে নামায ঐ সময়গুলিতে পড়িবে। কোন মাকরুহ হইবে না। মাকরুহ ঐ অবস্থায় হইবে, যখন প্রথম হইতে তৈরী মউজুদ থাকিবে এবং বিলম্ব করিবার কারণে মাকরুহ সময় আসিয়া যাইবে। (বাহারে শারীআত)

---

[১] অধিকাংশ মানুষ হাত বাঁধিয়া সালাম ফিরাইয়া থাকে। ইহা ঠিক নয়। সঠিক ইহাই যে, চতুর্থ তাকবীরের পর দুই হাত খুলিয়া সালাম ফিরাইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া) (অনুবাদক)।

যাকাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- যাকাত ফরয অথবা অয়াজিব ?

উঃ- যাকাত ফরয। উহার ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফের এবং অনাদায়কারী ফাসেক এবং আদায় করিতে বিলম্ব কারী গোনাহগার মারদু দুশ্ শাহাদাত।

(যাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য তাহাকে 'মারদুদুশ্ শাহাদাত' বলা হয়-অনুবাদক)।

প্রশ্নঃ- যাকাত ফরয হইবার শর্ত কী ?

উঃ- কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। মুসলমান আকেল বালেগ হওয়া, নিবাসের পরিমান মাল সম্পূর্ণ রূপে অধিনস্থ হওয়া, নিসাবটি আসল প্রয়োজন ও ঋণমুক্ত হওয়া, ব্যবসার মাল অথবা সোনা চাঁদী হওয়া এবং মালের উপর পূর্ণ বৎসর অতিক্রম করা।

প্রশ্নঃ- সোনা চাঁদীর নিসাব কি এবং উহাতে কত যাকাত ফরয ?

উঃ- সোনার নিবাস সাড়ে সাত তোলা। যাহাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সওয়া দুই মাশা যাকাত ফরয এবং চাঁদীর নিবাস সাড়ে বাহান্ন তোলা। যাহাতে এক তোলা এক তোলা তিন মাশা ছয় রতী যাকাত ফরয। সোনা চাঁদীর পরিবর্তে বাজার অনুপাতে উহার মূল্য হিসাব করিয়া টাকা ইত্যাদিও দেওয়া জায়েয। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- সোনা চাঁদীর অলংকারেও কি যাকাত অয়াজিব হইয়া থাকে?

উঃ- হ্যাঁ, সোনা চাঁদীর অলংকারেও যাকাত অয়াজিব হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ- ব্যবসার মালের নিসাব কী?

উঃ- ব্যবসার মালের মূল্য হিসাব করিতে হইবে। তারপর উহাতে সোনা চাঁদীর নিবাস পূর্ণ হইলে উহার নিবাস অনুযায়ী যাকাত বাহির করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ- কমপক্ষে কত টাকা হইলে উহার উপর যাকাত অয়াজিব হইবে ?

উঃ- যদি সোনা চাঁদী না হয় এবং ব্যবসার মাল না হয়, তাহা হইলে কমপক্ষে এত টাকা হইতে হইবে যে, বাজারে সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদী অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা ক্রয় করা যাইবে। তাহা হইলে ঐ টাকার যাকাত অয়াজিব হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কাহার নিকট সাড়ে সাত তোলার কম এবং চাঁদী সাড়ে বাহান্ন তোলার কম থাকে এবং ব্যবসার মাল ও টাকা না থাকে, তাহা হইলে উহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতি যাকাত ফরয হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- চাঁদীর মূল্যকে সোনা মানিয়া লইলে যদি সোনার নিসাব পূর্ণ হইয়া যায় অথবা সোনার মূল্যকে চাঁদী মানিয়া লইলে চাঁদীর নিসাব পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার উপর যাকাত ফরয হইবে। অন্যথায় হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- 'হাজাতে আসলিয়া' কাহাকে বলে ?

উঃ- জীবন ধারণ করিবার জন্য যে জিনিষের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা, শীত গ্রীষ্মের পরিধান করিবার কাপড়, বাড়ীর আসবাবপত্র, কাজকর্মের হাতিয়ারগুলি এবং চড়িবার সাইকেল ইত্যাদি। ইহা সমস্ত 'হাজাতে আসলিয়া'র মধ্যে। উহাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। (শামী ইত্যাদি)

প্রশ্নঃ- মালের উপর পূর্ণ বৎসর অতিক্রম করার অর্থ কী ?

উঃ- উহার অর্থ ইহাই যে, 'হাজাতে আসলিয়া' হইতে যে তারিখে পূর্ণ নিসাব বাঁচিয়া গিয়াছে। ঐ তারিখ হইতে নিসাবের বৎসর আরম্ভ হইয়া গেল। ফের আগামী বৎসর যদি ঐ তারিখে পূর্ণ নিসাব পাওয়া যায়, তাহা হইলে যাকাত দেওয়া অয়াজিব। যদি বৎসরের মাঝখানে নিসাবের কম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই কম কোন ক্রিয়া করিবে না। (বাহারে শারীআত)

উশুরের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন জিনিষগুলির উৎপাদনে উশুর অয়াজিব হয় ?

উঃ- গম, যব, জাওযার, বাজরা, ধান এবং প্রত্যেক প্রকার শস্য এবং আলসী[১] কালকা ফুল, আখরোট, বাদাম এবং সমস্ত প্রকার ফল, তুলা, ফুল, আখ, খরবুজ, তরমুজ, শশা, কাকড়ী, বেগুন এবং সমস্ত প্রকার আনাজ। এই সমস্তে উশুর অয়াজিব। কম উৎপাদন হউক অথবা বেশি। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন অবস্থায় দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোন অবস্থায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ অয়াজিব হয় ?

উঃ- যাহা বর্ষণ অথবা মাটির রসে উৎপাদন হয়। উহাতে দশ ভাগের এক ভাগ অয়াজিব হয়। আর যাহা চামড়ার বড় ডোল, ছেপনী, পামপিন মেশিন অথবা নলকূপ ইত্যাদির পানি হইতে উৎপাদন হয় অথবা ক্রয় করা পানি দ্বারা

[১] এক প্রকার গাছ ও উহার বীজ। যাহা হইতে তেল ইত্যাদি হইয়া থাকে।

হয়। উহাতে কুড়ি ভাগের এক ভাগ অয়াজিব[১]। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- চাষের খরচ, হাল, গরু এবং শ্রমিকের খরচ বাদে কি দশাংশ/বিশাংশ অয়াজিব হইবে ?

উঃ- না, বরং পূর্ণ উৎপাদনের দশাংশ/বিশাংশ অয়াজিব হইবে।

প্রশ্নঃ- গভর্ণমেন্টকে যে খাজনা দেওয়া হয়, উহা উশুরের মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- উহা উশুরের মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- জমীন যদি ভাগ চাষে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উশুর কাহার প্রতি ওয়াজিব হইবে?

উঃ- জমীন যদি ভাগ চাষে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উশুর উভয়ের প্রতি ওয়াজিব হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

যাকাতের মাল কাহাদের প্রতি খরচ করা হইবে

প্রশ্নঃ- যাকাত এবং উশুরের মাল কোন মানুষদিগকে দেওয়া হইবে?

উঃ- যে সমস্ত মানুষকে যাকাত প্রদান করা হয়। উহাদের মধ্যে কয়েকজন ইহারা। ১) ফকীর অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকট কিছু মাল রহিয়াছে কিন্তু নিবাস পরিমান নাই। ২) মিসকীন অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকটে ভক্ষণ করিবার শস্য এবং শরীর ঢাকিবার কাপড়ও নাই। ৩) ঋণী অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যাহার দায়িত্বে ঋণ রহিয়াছে এবং উহার নিকটে ঋণের বেশি কোন মাল নিসাব পরিমান নাই। ৪) মুসাফির, যাহার নিকটে সফরের অবস্থায় মাল না থাকিবে। উহাকে প্রয়োজন মত যাকাত দেওয়া জায়েয। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, আলামগিরী, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন মানুষদিগকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়?

উঃ- যে মানুষদিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়, উহাদের মধ্যে কয়েকজন ইহারা। ১) মালদার অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যে মালিকে নিসাব হইবে। ২) বানী হাশিম অর্থাৎ হযরত আলী, হযরত জা'ফর, হযরত উক্বাইল এবং হযরত আব্বাস ও হারিস বিন আব্দুল মালিকের বংশধরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। ৩) নিজ আসল ও ফারা অর্থাৎ মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ইত্যাদি দিগকে এবং

[১] আমাদের দেশে অধিকাংশই প্রতি মণে ১ কিলো দিয়া থাকে ইহা ঠিক নয়। বিনা খরচায় উৎপাদন হইলে ৪ কিলো এবং খরচ লাগিলে ২ কিলো দিতে হইবে। (অনুবাদক)

পুত্র, কন্যা ও উহাদের পুত্র ও কন্যাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। ৪) স্ত্রী নিজ স্বামীকে এবং স্বামী নিজ স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারিবে না, যদিও তালাক্ব দিয়া দেয় এবং ইদ্দাতের মধ্যে থাকে। ৫) মালদার মানুষের নাবালেগ সন্তানকে যাকাত প্রদান করা যাইবে না এবং মালদারের বালেগ ছেলে মেয়েদের প্রদান করা হইবে, যখন তাহারা মালিকে নিসাব না হইবে। ৬) ওহাবী অথবা কোন অন্য মুর্তাদ এবং বদমাজহাব ও কাফেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয় [১]। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, আলামগিরী)

প্রশ্নঃ- 'সাইয়েদ'কে যাকাত দেওয়া জায়েয অথবা না জায়েয ?

উঃ- 'সাইয়েদ'কে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, উহারাও বানী হাশিম।

প্রশ্নঃ- যাকাতের মাল মসজিদে লাগানো জায়েয অথবা নাজায়েয?

উঃ- যাকাতের মাল মসজিদে লাগানো, মাদ্রাসা নির্মাণ করা অথবা উহা হইতে মাইয়েতের কাফন দেওয়া অথবা কুঁয়া ইত্যাদি তৈরী করা জায়েয নয়। অর্থাৎ ঐ জিনিষগুলিতে যদি যাকাতের মাল খরচ করে, তাহা হইলে যাকাত আদায় হইবে না। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন গরীবের দায়িত্বে টাকা বাকী রহিয়াছে। উহা ক্ষমা করিয়া দেওয়ায় যাকাত আদায় হইবে অথবা হইবে না ?

উঃ- ক্ষমা করিয়া দেওয়ায় যাকাত আদায় হইবে না। হ্যাঁ যদি উহার হাতে যাকাতের মাল দিয়া নিয়ে নেয়, তাহা হইলে আদায় হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- কিছু মানুষ নিজদিগকে খান্দানী ফকীর বলিয়া থাকে। উহাদিগকে যাকাত এবং শস্যাদির উশুর দেওয়া জায়েয অথবা না জায়েয ?

উঃ- যদি উহারা সাহিবে নিসাব হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে যাকাত এবং উশুর দেওয়া জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ- কোন মানুষদিগকে যাকাত দেওয়া উত্তম?

উঃ- যাকাত এবং সাদকায় উত্তম ইহাই যে, প্রথমে নিজের ভাই বোনদিগকে দিবে। তারপর উহাদের আওলাদদিগকে। তারপর চাচা ও ফুফুদিগকে। তারপর উহাদের আওলাদদিগকে। তারপর অন্য আত্মীয়দিগকে, তারপর প্রতিবেশীদিগকে। তারপর নিজের কর্মচারীদিগকে। তারপর নিজ শহর অথবা গ্রামবাসীদিগকে এবং এইরূপ তালিবুল ইল্মকে যাকাত দেওয়া উত্তম, যে দ্বীনের ইল্ম শিক্ষা করিতেছে। শর্ত ইহাই যে, এই মানুষগুলি মালিকে নিসাব না হয়। (বাহারে শারীআত)

[১] দেওবন্দীরা প্রকৃতপক্ষে ওহাবী। উহাদের মাদ্রাসায় যাকাত, উশুর ইত্যাদির পয়সা দান করা কঠিন হারাম। (অনুবাদক)

সাদক্বায়ে ফিতিরের বিবরণ

প্রশ্নঃ- সাদক্বায়ে ফিতির দেওয়া কাহার প্রতি অয়াজিব ?

উঃ- প্রত্যেক মালিকে নিসাবের উপর নিজের পক্ষ হইতে এবং নিজের প্রত্যেক নাবালগ আওলাদের পক্ষ হইতে একটি সাদক্বায়ে ফিতির দেওয়া ঈদুল ফিতিরের দিন অয়াজিব হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ- সাদক্বায়ে ফিতিরের পরিমাণ কত ?

উঃ- সাদক্বায় ফিতিরের পরিমাণ ইহাই যে- গম, যব অথবা উহার আটা অর্ধ সাআ দিবে। আর যদি ঐ চারটি জিনিষ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ দিতে চায় যথা, চাউল, বাজরা অথবা আরো কোন শস্য অথবা কাপড় ইত্যাদি কোন আসবাবপত্র দিতে চায়, তাহা হইলে মূল্যের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ জিনিষের অর্থ সাআ অথবা এক সাআ যবের মূল্য হওয়া জরুরী। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- 'সাআ' কত পরিমাণের হয়?

উঃ- উন্নতমানের অনুসন্ধান এবং সাবধানতা ইহাই যে, 'সাআ' এর ওজন তিনশত একান্ন টাকার সমান হয়। এবং অর্থ 'সাআ' একশত পঁচাত্তর টাকা আট আনির সমান। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- নতুন ওজনে 'সাআ'র পরিমাণ কত?

উঃ- নতুন ওজনে এক 'সাআ' চার কিলো এবং প্রায় চুরানব্বই গ্রাম হইয়া থাকে। অর্ধ 'সাআ' দুই কিলো প্রায় সাতচল্লিশ গ্রাম হয়।

প্রশ্নঃ- যদি গম অথবা যব দেওয়ার পরিবর্তে উহার মূল্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি হুকুম রহিয়াছে ?

উঃ- গম অথবা যব দেওয়ার পরিবর্তে উহার মূল্য দেওয়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- সাদক্বায়ে ফিতির কোন মানুষদিগকে দেওয়া জায়েয ?

উঃ- যাহাদের যাকাত দেওয়া জায়েয, তাহাদের সাদক্বায় ফিতিরও দেওয়া জায়েয। এবং যাহাদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়, তাহাদের সাদক্বায়ে ফিতিরও দেওয়া জায়েয নয়। (দুর্রে মুখতার ইত্যাদি)

রোযার বিবরণ

প্রশ্নঃ- রোযা কাহাকে বলে ?

উঃ- সুবহে সাদিক হইতে সূর্য অস্ত পর্যন্ত নিআতের সহিত পানাহার এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহবাস হইতে বিরত থাকিবার নাম রোযা।

প্রশ্নঃ- রমযান শরীফের রোযা কোন মানুষদের প্রতি ফরয?

উঃ- রমযান শরীফের রোযা প্রত্যেক মুসলমান আকেল, বালেগ পুরুষ এবং মহিলার প্রতি ফরয। উহার ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের এবং বিনা কারণে ত্যাগকারী কঠিন গোনাহগার এবং ফাসেক মারদুদুশ শাহাদাত। শিশুর বয়স যখন দশ বৎসর হইয়া যাইবে এবং উহার রোযা রাখিবার শক্তি হইবে, তখন উহাকে রাখাইতে হইবে। আর না রাখিলে মারিয়া রাখাইতে হইবে। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন অবস্থায় রোযা না রাখিবার অনুমতি রহিয়াছে ?

উঃ- যে যে অবস্থায় রোযা না রাখিবার অনুমতি রহিয়াছে, উহাদের কয়েকটি ইহাই- ১) সফর অর্থাৎ তিনদিনের রাস্তার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাহির হওয়া। কিন্তু যদি সফরে কষ্ট না হয়, তাহা হইলে রোযা রাখা উত্তম। (২-৩) গর্ভবতী অথবা দায়ীর নিজের প্রাণ অথবা শিশুর সঠিক আশঙ্কা থাকিলে, এই অবস্থায় রোযা না রাখিবার অনুমতি রহিয়াছে। ৪) রোগ অর্থাৎ রোগীর রোগ হইয়া যাইবার দৃঢ় ধারণা হইলে, এই দিনে রোযা না রাখা জায়েয। ৫) শায়খে ফানী অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ, যে না এখন রোযা রাখিতে পারিবে এবং না ভবিষ্যতে উহার মধ্যে এত শক্তি আসিবার আশা আছে যে, রাখিতে পারিবে। উহার রোযা না রাখিবার অনুমতি রহিয়াছে। এবং হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয়। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- উপরে উল্লেখিত মানুষদের কি করে রোযার কাযা করা ফরয?

উঃ- হ্যাঁ, আপত্তি দূর হইয়া যাইবার পর সমস্ত মানুষকে রোযার কাযা করা ফরয। অতি বৃদ্ধ যদি শীতে কাযা রাখিতে পারে, তাহা হইলে রাখিবে। অন্যথায় প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে দুই ওয়াক্তে একজন মিসকীনকে পেট পূর্ণ করিয়া খাদ্য খাওয়াইবে অথবা রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতরার পরিমাণ মিসকীনকে দান করিবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- যে সমস্ত মানুষের রোযা না রখিবার অনুমতি রহিয়াছে। তাহারা কি প্রকাশ্যে কোন জিনিষ পানাহার করিতে পারে ?

উঃ- না, উহাদেরও প্রকাশ্যে কোন জিনিষ পানাহার করিবার অনুমতি নাই।

প্রশ্নঃ- যে ব্যক্তি বিনা শরীয়াত সাপেক্ষ কারণে রমযানে প্রকাশ্যে পানাহার করিবে। উহার সম্পর্কে কি হুকুম রহিয়াছে?

উঃ- এই প্রকার মানুষের সম্পর্কে ইসলামী বাদশার হুকুম যে, উহাকে কতল

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া দিবে এবং যেখানে ইসলামী বাদশা না থাকিবে। সমস্ত মুসলমান উহাকে বয়কট করিবে।

প্রশ্নঃ- রমযানের রোযার নিআত কি প্রকারে করিতে হইবে ?

উঃ- আন্তরিক ইচ্ছার নাম নিআত। কিন্তু মুখে বলিয়া নেওয়া মুস্তাহাব। যদি রাতে নিআত করে তাহা হইলে এইরূপ বলিবে-

"নাওয়াইতু আন আসুমা গাদান লিল্লাহি তাআলা মিন ফারদি রামযানা" আর দিনে নিআত করিলে এইরূপ বলিবে-

"নাওয়াইতু আন আসুমা হাজাল ইয়াউমা লিল্লাহি তাআলা মিন ফারদি রামযানা।"

প্রশ্নঃ- রোযা ইফতার করিবার সময় কোন দুআ পড়া হইয়া থাকে?

উঃ- এই দুআ পাঠ হইয়া থাকে -

"আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু অবিকা আমানতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু অ আলা রিযকিকা আফতারতু ফাগফিরলী মা কদ্দামতু অমা আখ্খরতু।

রোযার ভঙ্গকারী এবং অভঙ্গকারী জিনিষগুলি বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন কোন জিনিষে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায় ?

উঃ- পানাহারে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়, যখন রোযাদার হওয়া স্মরণ থাকিবে। হুকা, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি পান করিলে এবং পান অথবা কেবল তামাক খাওয়ায়ও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, যদি স্মরণ থাকে। কুল্লি করিবার সময় অনিচ্ছায় পানি হলকের নিচে চলিয়া গিয়াছে অথবা নাকে পানি দিয়াছে এবং মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে অথবা কানে তৈল দিয়াছে অথবা নাকে ঔষধ দিয়াছে, যদি রোযাদার হওয়া স্মরণ থাকে, তাহা হইলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অন্যথায় নয়। ইচ্ছাকৃত মুখ ভরিয়া বমন করিয়াছে এবং রোযাদার হওয়া স্মরণ রহিয়াছে। তাহা হইলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি মুখ ভরিয়া না হয়, তাহা হইলে ভঙ্গ হইবে না। আর যদি অনিচ্ছায় বমন হয় এবং মুখ ভরিয়া না হয়, তাহা হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। আর যদি মুখ ভরিয়া হয় এবং ইচ্ছাকৃত গিলিয়া নেয়, তাহা হইলে ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অন্যথায় নয়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- কোন কোন জিনিষে রোযা ভঙ্গ হয় না ?

উঃ- ভুল করিয়া পানাহার করিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তেল অথবা সুরমা লাগাইলে এবং মাছি, ধোঁয়া অথবা আটা ইত্যাদির ময়লা হলকে চলিয়া যাওয়ায় রোযা ভঙ্গ হয় না। কুল্লি করিয়াছে এবং পানি সম্পূর্ণ ফেলিয়া দিয়াছে। কেবল

সামান্য ভিজা মুখে বাকি রহিয়া গিয়াছিল। থুথুর সহিত উহা গিলিয়া ফেলিয়াছে অথবা কানে পানি চলিয়া গিয়াছে অথবা গর মুখে আসিয়াছে এবং খাইয়া ফেলিয়াছে, যদিও উহা বেশি হউক না কেন রোযা ভঙ্গ হইবে না। স্বপ্নদোষ হইয়াছে অথবা গিবত করিয়াছে, রোযা ভঙ্গ হইবে না। যদিও গিবত কঠিন কাবীরাহ গোনাহ। নাপাক অবস্থায় সকাল করিয়াছে। বরং যদিও সমস্ত দিন নাপাক অবস্থায় রহিয়াছে, রোযা ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত এতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করা যে, নামায কাযা হইয়া যাইবে গোনাহ এবং হারাম। (বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

রোযার মাকরুহ জিনিষগুলি

প্রশ্নঃ- কোন জিনিষগুলিতে রোযা মাকরুহ হইয়া যায় ?

উঃ- মিথ্যা, গিবত, চুগ্‌লী, গালী দেওয়া অশ্লীল কথা বলা এবং কাহারো কষ্ট দেওয়ায় রোযা মাকরুহ হইয়া যায়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- রোযাদারদের কি কুল্লি করিবার জন্য মুখ ভরিয়া পানি নেওয়া মাকরুহ

উঃ- হ্যাঁ, রোযাদারদের কুল্লি করিবার জন্য মুখ ভরিয়া পানি নেওয়া মাকরুহ।

প্রশ্নঃ- রোযার অবস্থায় সুগন্ধ শোঁয়া, তেল মালিশ করা এবং সুরমা লাগানো কি মাকরুহ ?

উঃ- না, রোযার অবস্থায় সুগন্ধ নেওয়া, তেল মালিশ করা এবং সুরমা লাগানো মাকরুহ নয়। কিন্তু সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের সুরমা লাগানো সব সময় মাকরুহ এবং রোযার অবস্থায় আরও মাকরুহ। (বাহারে শারীআত, দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- রোযাতে দাঁতন করা কি মাকরুহ ?

উঃ- না, রোযাতে দাঁতন করা মাকরুহ নয়। বরং যেমন অন্য দিনে দাঁতন করা সুন্নাত, তেমনই রোযাতেও সুন্নাত। চাই দাঁতন শুকনো অথবা কাঁচা এবং জাওয়ালের পূর্বে করুক অথবা পরে, কোন সময় মাকরুহ নয়। (বাহারে শারীআত ইত্যাদি)

বিবাহের বিবরণ

প্রশ্নঃ- বিবাহ করা কেমন ?

উঃ- যে ব্যক্তি ভরণ-পোষণের সামর্থ্য রাখে। যদি তাহার দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিবাহ না করিলে গোনাহে লিপ্ত হইয়া যাইবে। এই প্রকার মানুষের বিবাহ করা ফরয। আর যদি গোনাহের দৃঢ় ধারনা না হয় বরং কেবল আশঙ্কা থাকে, তাহা

হইলে বিবাহ করা অয়াজিব। আর অত্যন্ত কামোত্তেজনা না হয় তাহা হইলে বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আর যদি ইহার আশঙ্কা থাকে যে, বিবাহ করিলে খোরাক-পোষাক দিতে পারিবে না অথবা বিবাহের পর আনুসাঙ্গিক ফরযগুলি পূর্ণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বিবাহ করা মাকরুহ। আর যদি ঐ সমস্ত জিনিষের আশঙ্কা নয় বরং ধারণা হয়, তাহা হইলে বিবাহ করা হারাম। (বাহারে শারীআত, দুর্রে মুখতার)

প্রশ্নঃ- কোন কোন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ?

উঃ- মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগনী, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী, সহবাসিকা স্ত্রীর কন্যা, নিজ পুত্রবধূ, একসঙ্গে দুই বোনকে, স্বামীওয়ালা মহিলা, আসল কাফেরা এবং মুর্তাদ্দাহ ওহাবীয়া, ঐ সমস্তের সহিত বিবাহ করা হারাম। - এই মসলার বিস্তারিত বাহারে শারীআত ইত্যাদি হইতে জানিয়া নিন।

প্রশ্নঃ- ওলী হইবার অধিকার কাহার ?

উঃ- যদি মহিলা পাগল হয় এবং পুত্র ওলী হয়। তাহা হইলে উহার পুত্রের ওলা হইবার অধিকার আছে। তারপর উহার পোতাস পরপোতা ইত্যাদিদের। যদি ইহা না হয় অথবা যাহার বিবাহ হইবে সে নাবালেগ হয়। তাহা হইলে পিতা ওলা হইবে। আর যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে দাদা। তারপর পরদাদা। তারপর- তারপর-

বিবাহ পড়াইবার নিয়ম

প্রশ্নঃ- বিবাহ পড়াইবার নিয়ম কি ?

উঃ- বিবাহ পড়াইবার উত্তম নিয়ম ইহাই যে, পাত্রী যদি বালেগ হয়, তাহা হইলে বিবাহ বন্ধনকারী পাত্রীর নিকট হইতে, অন্যথায় উহার ওলীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া বিবাহের মজলিসে আসিবে। পাত্রকে পঞ্চ কালেমা অথবা কালেমা তাইয়েবা এবং ঈমানে মুজমাল এবং মুফাস্‌সাল পাঠ করাইবে। তারপর দাঁড়াইয়া বিবাহের খুতবা পাঠ করিবে এবং বসিয়া পাঠ করাও জায়েয রহিয়াছে। তারপর পাত্রকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকার বলিবে যে, আমি উকীল হইবার অধিকারে অমুকের কন্যা অমুক (যথা, জায়েদের কন্যা) কে এর মোহরের পরিবর্তে আপনার বিবাহে দিয়াছি। আপনি কি কবুল করিয়াছেন ? যখন পাত্র কবুল করিয়া নিবেন, তখন বিবাহ বন্ধনকারী পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও মুহাব্বাতের দুআ করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্বালাক্বের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ত্বালাক্ব কাহাকেবলা হয় ?

উঃ- মহিলা বিবাহে স্বামীর বাধ্য হয়। উক্ত বাধ্যতাকে উঠাইয়া দেওয়াকে ত্বালাক্ব বলা হয়। (বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ত্বালাক্ব দেওয়া কেমন ?

উঃ- ত্বালাক্ব দেওয়া জায়েয। শরীআত সম্মত কারণ ছাড়া নিষেধ। এবং শরীআত সাপেক্ষ কারণ হইলে ত্বালাক্ব দেওয়া মুবাহ। বরং যদি স্ত্রী স্বামীকে অথবা অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে অথবা নামায না পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ত্বালাক্ব দেওয়া মুস্তাহাব। আর যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হয় অথবা উহার কেহ যাদু করিয়া দিয়াছে যে, সহবাস করিতে পারে না এবং উহা ভাল করিবারও কোন পন্থা দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ঐ অবস্থাগুলিতে ত্বালাক্ব দেওয়া ওয়াজিব। যদি ত্বালাক্ব না দেয়, তাহা হইলে গোনাহগার হইবে। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শারীআত)

প্রশ্নঃ- ত্বালাক্ব দেওয়ার উত্তম নিয়ম কী ?

উঃ- ত্বালাক্ব দেওয়ার উত্তম নিয়ম ইহাই যে, যে পবিত্রতায় সহবাস করে নাই, উহাকে এক ত্বালাক্ব রাজয়ী দিবে এবং স্ত্রীর নিকটে যাইবে না। এইভাবে ইদ্দাত অতিক্রম হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ত্বালাক্বে রাজ্জয়ীর অবস্থায় ফেরৎ লইলে স্ত্রীর ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সে এক ত্বালাক্বে বায়েন হাসেল করিবে। আর যদি স্ত্রী মাদখুলা হয় অর্থাৎ স্বামী উহার সহিত সহবাস করিয়া থাকে তাহা হইলে তিন ত্বালাক্ব দিবে না। কারণ, এই অবস্থায় বিনা হালালায় দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবে না। আর যদি স্বামী উহার সহিত সহবাস করিয়া না থাকে, তাহা হইলে এই বলিয়া ত্বালাক্ব দিবে না যে, আমি উহাকে তিন ত্বালাক্ব দিয়াছি অথবা 'ত্বালাক্বে মোগালাজা' দিয়াছি। কারণ, এই অবস্থায়ও বিনা হালালায় ত্বালাক্ব দাতার জন্য হালাল হইবে না।

ইদ্দাতের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ইদ্দাত কত দিনের হয় ?

উঃ- বিধবা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে উহার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া। আর যদি বিধবা গর্ভবতী না হয়, তাহা হইলে উহার ইদ্দাত চার মাস দশ দিন। তালাক প্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভাবতী হয় তাহা হইলে উহার উদ্দাত সন্তান

প্রসব হওয়া। আর যদি ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলা আয়েসা অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর অথবা নাবালেগ হয়, তাহা হইলে উহার ইদ্দাত তিন মাস। আর যদি ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী, লাবালেগা অথবা পঞ্চান্ন বৎসরের না হয় অর্থাৎ ঋতুবতী হয়, তাহা হইলে উহার ইদ্দাত তিন মাসিক। চাই এই তিনটি মাসিক তিন মাস অথবা তিন বৎসর অথবা উহার বেশিতে আসুক।

টীকা ঃ ১) ত্বালাক্ব প্রাপ্তা গায়ের মাদখুলা অর্থাৎ যাহার সহিত স্বামী সহবাস করে নাই এবং উহার সহিত নির্জন বাসও হয় নাই। তাহা হইলে এই প্রকার মহিলার জন্য কোন ইদ্দাত নাই। ২) সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহা প্রচার রহিয়াছে যে, ত্বালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত তিন মাস তের দিন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। শরীয়াতে উহার কোন অস্তিত্ব নাই।

খাইবার বিবরণ

খাদ্য খাইবার পূর্বে এবং পরে দুই হাত কব্জী পর্যন্ত ধুইবে। কেবল এক হাত অথবা আঙ্গুলগুলি ধুইবে না। কারণ, সুন্নাত আদায় হইবে না। খাইবার পূর্বে হাত ধুইয়া মুছিয়া ফেলা নিষেধ। খাইবার পর হাত ধুইয়া মুছিয়া নিবে, যাহাতে খাওয়ার নিদর্শন বাকী না থাকে। 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে। যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করিতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে যখন স্মরণ আসিবে এই দুআ পাঠ করিবে- "বিসমিল্লাহি ফি আউওয়ালিহী অ আখিরিহী।" রুটির উপর কোন জিনিষ রাখিবেনা এবং রুটি দ্বারা হাত মুছিবে না। খালি মাথায় খাওয়া আদবের খেলাফ। খাদ্য ডান হাত দ্বারা খাইবে। বাম হাত দ্বারা খাওয়া শয়তানের কর্ম। খাইবার সময় বাম পা বিছাইয়া দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখিবে অথবা পাছার উপর বসিবে এবং দুই হাঁটু খাড়া রাখিবে। খাইবার সময় কথা বলিতে থাকিবে। একেবারেই চুপ থাকা অগ্নি পূজকদের তরীকা। কিন্তু বাজে কথা বলিবে না। বরং ভালো কথা বলিবে। খাইবার পর আঙ্গুলগুলি চাঁটিয়া নিবে এবং পাত্রকে আঙ্গুল দ্বারা মুছিয়া চাঁটিয়া নিবে। লবন দ্বারা খাওয়া আরম্ভ করিবে এবং উহা দ্বারা সমাপ্তও করিবে। কারণ, উহাতে বহু প্রকার রোগ দূর হইয়া যায়। খাইবার পর এই দুআ পাঠ করিবে-

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্ব্য়ামানা অ সাকানা অ কাফানা অ জাআলানা মিনাল মুসলিমীন"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পান করিবার বিবরণ

পানি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া ডান হাত দিয়া পান করিবে। বাম হাত দ্বারা পান করা শয়তানের কাজ। তিন শ্বাসে পান করিবে। প্রত্যেক বার পাত্র হইতে মুখ হটাইয়া শ্বাস নিবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বারে এক ঢোক করিয়া পান করিয়া নিবে। দাঁড়াইয়া অবশ্য পান করিবে না। হাসীস শারীফে আছে- যে ব্যক্তি ভুল করিয়া এইরূপ করিয়া ফেলিবে, সে বমন করিয়া নিবে। পানি চুসিয়া পান করিবে। ঢক্‌ঢক্ বড় ঢোকে পান করিবে না। যখন পান করা হইয়া যাইবে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিবে। পান করিবার পর গেলাস ইত্যাদির অতিরিক্ত পানিকে ফেলিয়া দেওয়া ফজুল খরচ ও গোনাহ। কুঁজোতে মুখ লাগাইয়া পান করা নিষেধ। অনুরূপ বদ্‌নার নল দিয়েও পানি পান কার নিষেধ। কিন্তু যখন দেখিয়া নিবে যে, উহাতে কোন জিনিব নাই, তখন দোষ হইবে না।

পোষাকের বিবরণ

এতটুকু পোষাক অবশ্যই পরিধান করিবে, তাহাতে লজ্জাস্থান ঢাকিয়া যায়। মহিলারা খুব পাতলা এবং চোস্ত কাপড় অবশ্যই পরিধান করিবে না, যাহাতে শরীরের অঙ্গ প্রকাশ হইয়া যায়। কারণ, মহিলাদের এই প্রকার কাপড় পরিধান করা হারাম। পুরুষও পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান এত হালকা পরিধান করিবে না, যাহাতে দেহের রং প্রকাশ হয় এবং সতর না হয়। কারণ, পুরুষদিগেরও এইরূপ পায়জামা ও লুঙ্গি পরিধান করা হারাম। ধুতি পরিধান করিবে না। কারণ, ধুতি পরিধান করা হিন্দুদের নিয়ম এবং উহাতে সতরও হয় না। কারণ, চলিবার সময় উরুর পশ্চাতাংশ খুলিয়া যায়। মুসলমানদিগের উহা হইতে বিরত থাকা জরুরী। প্যান্ট জাঙ্গীয়া অবশ্যই পরিধান করিবে না। কারণ, হারাম। কিন্তু লুঙ্গি ইত্যাদির নিচে পরিধান করিলে কোন দোষ নাই।

সিংগার করিবার বিবরণ

পুরুষদিগের সোনার আংটি পরিধান করা হারাম। চাঁদীর কেবল একটি আংটি একটি নাগ বিশিষ্ট, যাহার ওজন সাড়ে চার মাশারও[১] কম পরিধান করতে পারে। একাধিক আংটি অথবা একাধিক নাগ বিশিষ্ট একটি আংটি অথবা বালা পরিবে না। কারণ, নাজায়েয। মহিলাগণ সোনা চাঁদীর সর্বপ্রকার আংটি এবং

[১] আট রতী অথবা এক তোলার বার ভাগের এক ভাগকে এক মাশা বলা হয়। (অনুবাদক)

বালা পরিধান করিতে পারে। কিন্তু অন্য ধাতুর আংটি যথা, তামা পিতল, লোহা এবং দস্তা ইত্যাদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য নাজায়েয। কন্যাদিগকে সোনা চাঁদীর অলংকার পরানো জায়েয এবং শিশুদিগের হারাম। প্রদানকারীরা গোনাহগার হইবে। অনুরূপ কন্যাদিগকে হাতে পায়ে মেহেন্দী লাগানো জায়েয এবং শিশুদিগের হাতে পায়ে সৌন্দর্যের জন্য মেহেন্দী লাগানো নাজায়েয।

শয়ন করিবার বিবরণ

শয়ন করিবার পূর্বে সুরায়ে 'ইখলাস' তিনবার এবং 'ক্বুল আউজু বিরব্বিল ফালাক্বি', 'ক্বুল আউজু বিরাব্লিন্নাসি' এবং সূরায়ে 'ফাতিহা' একবার একবার পাঠ করা সুন্নাত। ইহাতে শয়নকারী বিপদ হইতে নিরাপদ থাকে এবং এই দুয়া পাঠ করাও সুন্নাত- 'আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমুতু অ আহইয়া' এবং মুস্তাহাব ইহাই যে, ওযূ অবস্থায় শয়ন করিবে। কিছুক্ষণ ডান্ কাতে হাতকে মুখের নিচে রাখিয়া কিব্‌লা মুখি হইয়া শয়ন করি। ফের উহার পর বাম কাত হইয়া। উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। হাদীস শারীফে আছে যে, এই প্রকার শয়ন করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। পায়ের উপর পা রাখা নিষেধ, যখন চিৎ হইয়া শয়ন করিবে এবং ইহা এই অবস্থায় যখন লুঙ্গি পরিধান থাকিবে এবং একটি পা খাড়া থাকিবে। কারণ, ইহাতে সতরহীন হইবার আশংকা থাকে। এই প্রকার ছাতে শয়ন করা নিষেধ, যাহাতে রেলিং নাই। পুত্রের বয়স যখন দশ বৎসর হইয়া যাইবে। তখন নিজ মাতা ও ভগ্নী ইত্যাদির সহিত শোয়ানো হইবে না। বরং এই বয়সের ছেলে এই প্রকার বড় ছেলেদের অথবা পুরুষদের সহিতও শয়ন করিবে না। দিনের প্রথম ভাগে এবং মাগরিব ও ঈশার মাঝে শয়ন করা মাকরুহ। আমাদের দেশে উত্তর দিকে পা ছড়াইয়া শয়ন করা নিঃসন্দেহে জায়েয। উহা নাজায়েয মনে করা ভুল। যখন শয়ন করিয়া উঠিবে, তখন এই দুআ পাঠ করিবে-

"আলহামদু লিল্লা হিল্লাজী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা অ ইলাই হিন্নুশুর।"

ফাতিহার সহজ নিয়ম

প্রথমে তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। তারপর কমপক্ষে চার ক্বুল, সূরায়ে ফাতিহা এবং 'আলিফ লাম মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পাঠ করিবে। তারপর শেষে তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং আল্লার দরবারে হাত উঠাইয়া এইরূপ দুআ করিবে- ইয়া আল্লাহ! আমি যাহা কিছু দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছি এবং কোরআন মাজীদের আয়াতগুলি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিলাওয়াত করিয়াছি। উহার সওয়াব (যদি খাদ্য অথবা মিষ্টান্ন হয়, তাহা হইলে আরো এতটুকু বলিবে- এই খাদ্য এবং মিষ্টান্নের সওয়াব) আমার পক্ষ হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে উপঢৌকন পৌছাইয়া দিন। তারপর উহার অসীলায় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম ও সাহাবা এবং সমস্ত আউলিয়া ও উলামাদিগকে পৌছাইয়া দিন। (আবার যদি কোন বিশেষ বুযুর্গের ইসালে সওয়াব করা হয়, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া উহার নাম নিতে হইবে। যথা, এই প্রকার বলিবে যে, বিশেষ করিয়া হযরত গাওসেপাক রাদীআল্লাহু আনহু অথবা খাজা আজমিরী রাদীআল্লাহু আনহুকে নজর পৌছাইয়া দিন। তারপর সমস্ত ঈমানদার স্ত্রী-পুরুষের আরওয়াহ্তে সওয়াব দান করুন। আর যদি কোন সাধারণ মানুষের ইসালে সওয়াব করা হয়, তাহা হইলে খাস করিয়া উহার নাম নিবে, যথা এই প্রকার বলিবে- বিশেষ করিয়া আমাদের পিতা-মাতা অথবা দাদা-দাদী অথবা নানা-নানীর রুহুতে সওয়াব পৌছাইয়া দিন আর তারপর সমস্ত মুমিন ও মুমিনাদের রূহে সাওয়াব পৌছাইয়া দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুবাদ সহ ইসলামী কালেমা সমূহ

প্রথম কালেমায়ে তাইয়েবা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল।

দ্বিতীয় কালেমায়ে শাহাদাৎ

"আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসূলুহু" আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি, আল্লাহু তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম উহার বান্দা এবং উহার রাসূল।

তৃতীয় কালেমায়ে তামজীদ

"সুবহানাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অলাইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিস্ আলিইল আজীম"। আল্লাহ তাআলা সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র এবং সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কেহ ঈবাদাতের উপযুক্ত নহে এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং একমাত্র

মহান। আল্লাহ শক্তি ও সামর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

চতুর্থ কালেমায়ে তামজীদ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইহ্য়ী অইমীতু অহুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামুতু বি য়াদিহিল খয়রু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।"

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একাকী। তাহার কোন অংশীদার নাই। তাহারই জন্য বাদশাহী এবং তাহারই জন্য প্রশংসা। তিনিই জীবন, মরণ দান করিয়া থাকেন। তিনি জীবিত কখনও মরিবেন না। তাহার তরে সর্বপ্রকার কুশল এবং তিনি সব কিছু করিতে পারেন।

পঞ্চম কালেমায়ে রদ্দে কুফর

"আল্লাহুম্মা ইন্না আউজু বিকা মিন্ আন্ উশ্রিকা বিকা শাইয়ান অ আনা আ'লামু বিহী অ আস্তাগ্ ফিরুকা লিমালা আ'লামু বিহী তুবতু আনহু অতাবার্রাতু মিনাল কুফ্রি অশ্শির্কি অল্ মায়াসী কুল্লিহা অ আসলামতু অ আমানতু অ আক্বুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। - হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় চাহিয়াছি, তোমার সহিত কাহারো শির্ক করা হইতে, যাহা আমি জ্ঞাত নাই। আমি তওবা করিয়াছি উহা হইতে এবং কুফর এ শির্ক এবং সমস্ত প্রকার গোনাহ হইতে আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং ঈমান আনিয়াছি এবং বলিতেছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ঈমানে মুজমাল

"আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাইহী অ সিফাতিহী অ ক্বিলতু জামীআ আহ্কামিহী।"

আমি আল্লাহু তাআলার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যেমন তিনি তাঁহার নামের সহিত ও গুণের সহিত রহিয়াছেন এবং আমি উহার সমস্ত আদেশ মানিয়া লইয়াছি।

ঈমানে মুফাস্সাল

"আমানতু বিল্লাহি অ মালাইকাতিহী অ কুতুবিহী অ রুসুলিহী অল ইয়াউমিল আখিরি অল্ ক্বদরি খয়রিহী অ শারিহী মিনাল্লাহি তাআলা অল্বা'সি বা'দাল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাউত'

আমি ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ তাআলার প্রতি, উহার ফিরিশ্‌তাদিগের প্রতি, উহার কিতাব সমূহের প্রতি, উহার রাসূলদিগের প্রতি, ক্বিয়ামতের দিনের প্রতি, এই কথার প্রতি যে, ভাল ও মন্দ আল্লাহ তাঅলার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে এবং এই কথার প্রতি ঈমান আনিয়াছি যে, মরণের পর দ্বিতীয় বার জীবিত হইয়া থাকে।

দরুদ শরীফ এবং উপকারী দুআ

"সাল্লাল্লাহো আলান্নাবী ইল্ উম্মিয়ে অ আলিহী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম অ সাল্লামা সলাতাঁউ অ সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"

১) এই দরুদ শরীফকে জুমআর নামাযের পর - মদীনার দিকে আকৃষ্ট হইয়া একশতবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে দ্বীন ও দুনইয়ার অসংখ্য নিয়ামত পাইবে।

২) প্রথমে ডান পা রাখিয়া মসজিদে প্রবেশ করিবে এবং এই দুআ পাঠ করিবে - "আল্লহুম্মাফ্ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা"।

৩) প্রথমে বাম পা মসজিদ হইতে বাহির করিবে এবং এই দুআ পাঠ করিবে- "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকা অ রাহমাতিকা"

৪) চাঁদ দেখিয়া এই দুআ পাঠ করিবে -

"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অল ঈমানি অস্ সালামাতি অল ইসলামি রব্বী অ রব্বুকাল্লাহু ইয়া হিলাল।"

৫) নৌকায় উঠিবার সময় এই দুআ পাঠ করিবে -

"বিসমিল্লাহি মাজরীহা অ মুর্‌সাহা ইন্না রব্বী লা গফুরুর রহীম।"

৬) মোটর, ট্রেন এবং রিক্‌সা ইত্যাদির উপর উঠিবার সময় এই দুআ পাঠ করিবে - "সুবহা নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাজা অমা কুন্না লাহু মুকরিনীন।"

৭) যখন খারাপ স্বপ্ন দেখিবে এবং জাগ্রত হইয়া যাইবে, তখন তিনবার তায়াওউজ্ অর্থাৎ "আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতা নির্রাজীম" পাঠ করিবে এবং তিনবার বাম দিকে থুতু ফেলিবে। তারপর শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শয়ন করিবে।

৮) যখন আকাশ হইতে তারা পড়িতে দেখিবে, তখন চক্ষু নিচু করিয়া নিবে এবং এই দুআ পাঠ করিবে- "মাশা আল্লাহু লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা

বিল্লাহ"।

৯) অন্ধ, লেংড়া এবং কুষ্ঠ ইত্যাদি কোন বিপদগ্রস্থকে দেখিলে এই দুআ পাঠ করিবে। দুআ ইহাই- "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আফানী মিম্মাব তালাকা বিহী অ ফাদ্দালানী আলা কাসীরিম মিম্মান খলাক্বী তাফদীলা"। কিন্তু চক্ষু রোগ, সর্দি এবং চুলকানীর রোগীকে দেখিয়া এই দুআ পাঠ করিবে না। কারণ, ঐ সমস্ত রোগ হইতে দেহ সংশোধন হইয়া যায়,

- ঃ সমাপ্ত ঃ -

অনুবাদকের কলমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-

১) শেষ সমাধি, ২) সুন্নাতে নবাবী ও সাহাবী, ৩) অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, ৪) আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দেওবন্দী তাবলিগীরা ওহাবী, ৫) কানুন মোতাবিক হইক, ৬) হক ও বাতিলের লড়াই, ৭) সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি, ৮) অপপ্রচার বন্ধ করুন, ৯) চলুন মোনাজারাতে যাই, ১০) বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল, ১১) দেওবন্দী বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন, ১২) এক সঙ্গে তিন ত্বালাক্ব, ১৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ, ১৪) ২০ রাকআত তারাবীহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের বুক ডিপোতে পাওয়া যায়

বিভিন্ন ভাষায় কোরআন শরীফ (আরবী, উর্দু, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী) তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় সর্ব প্রকার আরবী, উর্দু, ফার্সী শ্রেণিপাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তকাদিও সুলভে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় আতর, সুরমা, রেহেল, রুমাল, আরবী ক্যালেন্ডার, তাসবিহ ইত্যাদি।

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০
জেলা- মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১
মোবাইল-৯৯৩০৪৯৪৬৭০

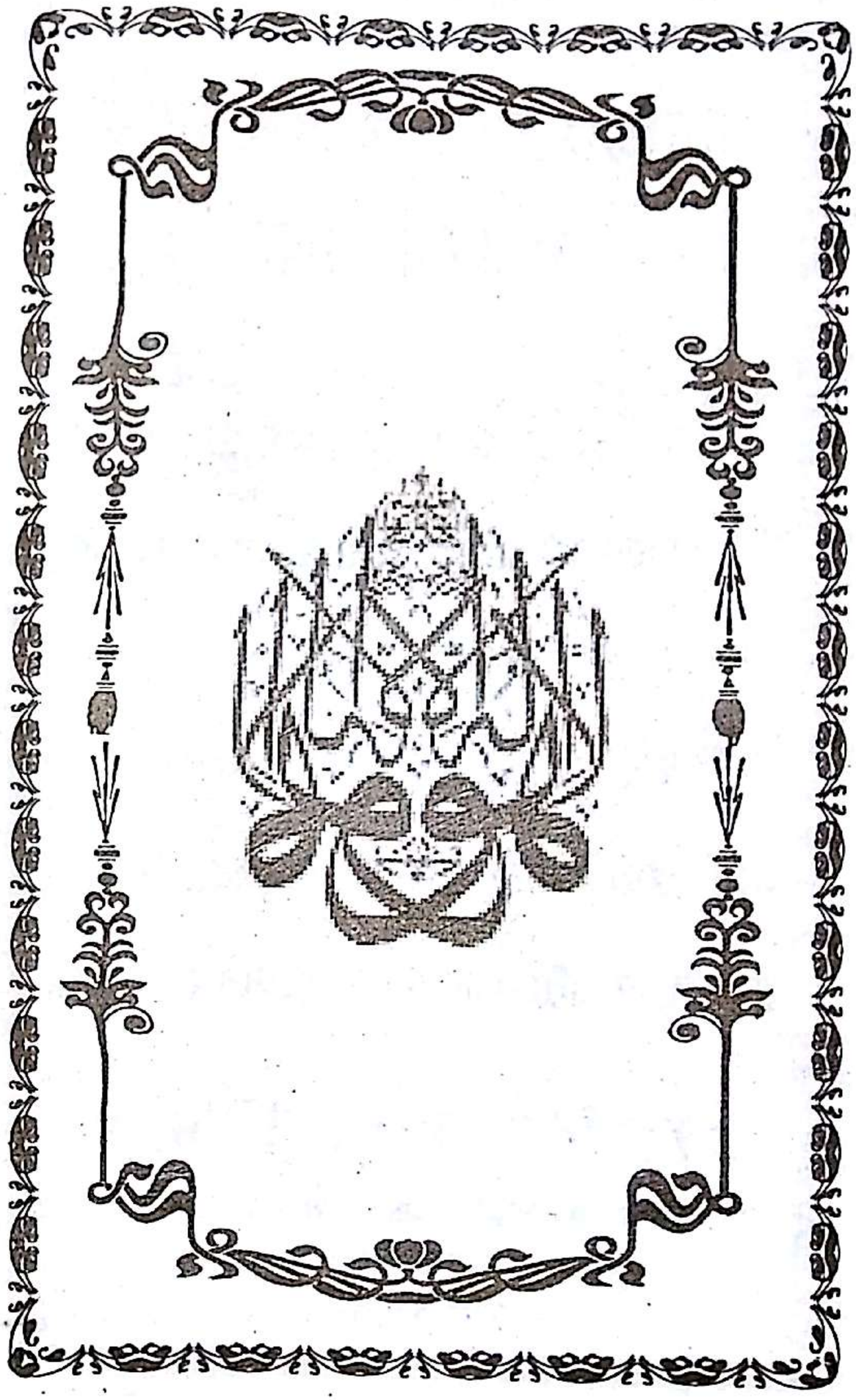

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনওয়ারে শারীআত

এর

বঙ্গানুবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংকলক
মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০
জেলা-মালদহ(পঃবঃ) ৭৩২২০১